তারক-সংহার

(নাটক)

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত।

"What is pomp, rule, reign, but earth and dust?
And live we here we can, yet die we must."
THIRD PART OF KING HENRY VI.,—*Act* 5, *Sc.* 2.

"Liberty! Freedom! Tyranny is dead!
Run hence, proclaim, cry it about the streets."
JULIUS CÆSAR,—*Act* 3, *Sc.* 1.

কলিকাতা

৪৬নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,

আল্‌বার্ট প্রেস্‌।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

TO

THE REV. K. M. BANERJEA, LL. D.,

EXAMINING CHAPLAIN TO THE LORD BISHOP OF CALCUTTA;
MEMBER OF THE BOARD OF EXAMINERS, FORT WILLIAM;
FELLOW OF THE CALCUTTA UNIVERSITY;
HONORARY MEMBER OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY, LONDON., ETC. ETC.,

This Drama

IS RESPECTFULLY DEDICATED

BY HIS

HUMBLE ADMIRER

THE AUTHOR.

বিজ্ঞাপন।

পদ্মপুরাণ, শিবপুরাণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণগ্রন্থে তারক বধ ব্যাপার যেরূপে বিবৃত হইয়াছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;— এক সময়ে তারকাসুর স্বীয় শক্তিপ্রভাবে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং দেবগণ অনন্যোপায় হইয়া তারকনিধনের জন্য তাঁহাদের অপেক্ষা অন্য একজন মহাবীরের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোথাও পাইলেন না। অবশেষে সকলে যুক্তি করিয়া ঠিক করিলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের ঔরসে একটি অনুরূপ পুত্র উৎপন্ন না হইলে, কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। এইরূপ যুক্তির পর ইন্দ্রাদি দেবগণ মদনকর্ত্তৃক মহাযোগমগ্ন মহাদেবের যোগভঙ্গ করাইলেন। তাঁহার রোষানলে মদন ভস্ম হইয়া গেলেন। অনন্তর মহাদেব হিমাদ্রিসুতা গৌরীকে বিবাহ করিলেন। যথাসময়ে তাঁহার একটি মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইল, তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয়। তিনিই ইন্দ্রাদি অমরগণের সেনাপতি হইয়া তারক প্রভৃতি দৈত্যগণকে সংহার করিয়াছিলেন। মহাবীর কার্ত্তিকেয়ের শক্তিবলে ইন্দ্রাদি সুরগণের পুনর্ব্বার স্বর্গলাভ হইয়াছিল।

আমি এই "তারকসংহার" নাটকে পুরাণোক্ত বর্ণনার কেবল বীজাংশ লইয়াছি। সে বীজাংশ এই;—ইন্দ্রাদি দেবগণ তারক দৈত্য কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হইলে, মহাদেবের পুত্র

কার্ত্তিকেয় তাহাকে সংহার করিয়া অমরগণের স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করিয়া দেন। আমি এতদ্ব্যতীত পৌরাণিক বর্ণনার আর কিছু লই নাই। এই নাটকের ঘটনাসৃষ্টি স্বতন্ত্র। ইহাতে চণ্ড-বিক্রম, সুরসা, শোভনা নূতন সৃষ্টি। দেবসেনা ও শচী পৌরাণিক হইলেও, তারকবধের সময়, পুরাণে তাঁহাদের বিষয় বলা হয় নাই, কিন্তু ইহাতে ঘটনা সাজাইবার জন্য আমাকে বলিতে হইয়াছে। কুম্ভোদর, গোলাক্ষ প্রভৃতি কতিপয় দৈত্যও পৌরাণিক নহে।

এক্ষণে সাহিত্যানুরাগী সহৃদয় পাঠক মহাশয়গণের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক "তারকসংহার" একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, আমি নিতান্ত সফলশ্রম হইব। যাঁহারা পৌরাণিক তারক-সংহার-বৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারাও একবার উহার সহিত ইহা মিলাইয়া পড়িবেন। মনে যেমন আসিল, তেমনি লিখিলাম, কিন্তু কাজে যে কি হইল, তাহা বলিতে পারি না। সে ভার পাঠক মহাশয়েরাই অনুগ্রহ পূর্ব্বক লইবেন।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা।

২৬ এ আষাঢ়,—১২৮৭

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ইন্দ্র	দেবগণের অধিপতি।
কার্ত্তিকেয়	দেবসেনাপতি।
যম	পিতৃলোকাধিপতি।
পবন	বায়ুগণের অধিপতি।
অগ্নি	অগ্নিলোকের অধিপতি।
বরুণ	জলাধিপতি।
কুবের	যক্ষগণের অধিপতি।
নারদ	দেবর্ষি।
তারক	দৈত্যগণের অধিপতি।
চণ্ডবিক্রম	দৈত্যসেনাপতি।
কুম্ভোদর, গোলাক্ষ	দৈত্যকিঙ্কর।
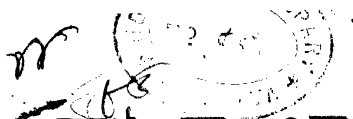
এতদ্ব্যতীত দেবসৈন্যগণ, দৈত্যসৈন্যগণ, দেবদূত, ইত্যাদি।

স্ত্রী।

পার্ব্বতী	কার্ত্তিকেয়ের জননী।
দেবসেনা	কার্ত্তিকেয়ের পত্নী।

শচী	ইন্দ্রের পত্নী।
সুরসা	তারকের পত্নী।
শোভনা	তারকের কন্যা।

এতদ্ব্যতীত পরিচারিকা, ইত্যাদি।

তারকসংহার

(নাটক)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমাদ্রি-উপত্যকা।

কুবেরের প্রবেশ।

কু।—(দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া) ধিক্ আমাকে! ছি! আমি মহাপরাক্রম যক্ষগণের অধীশ্বর হ'য়ে কি না দৈত্যরণে পরাভূত হ'লেম! আমি কি অশুভক্ষণেই দেবরাজের অনুমতি-ক্রমে দেবসেনাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেম! তারকাসুরের সেনাপতি চণ্ডবিক্রম আমার সমস্ত পরাক্রম বিনষ্ট ক'ল্লে! আমাকে ধিক্! আমার অতুল ঐশ্বর্য্যে ধিক্! আমার নিরুপমা অলকাপুরীকেও ধিক্! আমি যদি দরিদ্র বনবাসী হ'য়েও দৈত্য-সমরে জয়লাভ ক'ত্তে পাত্তেম, তা হ'লেও——দূর কর, আর ভেবে কি ক'র্‌ব? এখন্ এ দৈত্যপরাজিত দেহ গোপনে রাখাই কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

পবনের প্রবেশ।

প।—(সবিস্ময়ে ও সদুঃখে) দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রম কি তেজস্বী! সে আমাকে অল্পক্ষণের মধ্যেই পরাস্ত ক'রে বিতাড়িত ক'ল্লে! আমার প্রচণ্ড শক্তিতে পর্ব্বতের চূড়া ভগ্ন হয়—মহাসমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালা তুলে অস্থির হয়—বৃহৎ বৃহৎ দৃঢ়মূল বনস্পতি সমূলে উৎপাটিত হ'য়ে খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে যায়, কিন্তু দৈত্যসেনাপতিকে সমরক্ষেত্র হ'তে একপাদভূমিও সরাতে পাল্লেম না। আমার শক্তিকে ধিক্! দৈত্যসেনাগণ উপহাস ক'রে আমার শরীরে সফুৎকার থূৎকার নিক্ষেপ ক'ল্লে! ছি ছি! (দূরে দেখিয়া) ও কে? ধনেশ্বর কুবের? হাঁ তিনিই ত। হায়, ওঁরও যে দশা—আমারও সেই দশা! এখন্ ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত।

[প্রস্থান।

বরুণের প্রবেশ।

ব।—(সবিষাদে) দৈত্যের হস্তে দেবতার পরাজয়! কি লজ্জার কথা! যার প্রচণ্ড গর্জ্জনে আকাশ পাতাল কেঁপে উঠে—জীবমাত্রেই ভয়ে শশঙ্কিত হয়—যার অলৌকিক শক্তি ও ভয়ঙ্কর ক্রোধ দেখ্‌লে লক্ষ লক্ষ নির্ভীক প্রাণী কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব ক'ত্তে থাকে, সেই বরুণ কি না দেবসেনাপতি হ'য়ে, দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রমের নিকট দুর্ব্বল ব'লে পরিগণিত হ'ল! অহো, কি ঘৃণার কথা! এরূপ অপমানের অপেক্ষা আমার মৃত্যু শত গুণে

মঙ্গলের বিষয় ছিল। আচ্ছা, আর একবার কেন নির্জ্জনে ব'সে ঐ অপমানের প্রতিশোধ তোল্‌বার উপায় ভেবে দেখি না? তাই করি গিয়ে।

[প্রস্থান।

যমের প্রবেশ।

য।—(অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখসহকারে) হা বিধাত! তোমার মনেও এও ছিল! যাকে তুমি সংহারকার্য্যের অধীশ্বর ক'ল্লে, সেই যম কি না এক্ষণে নিজেই সংহারের মুখে পড়-পড় হ'য়ে ফিরে এল! দেব! দুর্দ্ধর্ষ তারকের কথা দূরে থাকুক্, তুমি তা'র সেনাপতি চণ্ডবিক্রমকেই যেন যমের যম ক'রে সৃষ্টি করেচ। ওঃ, কি ভয়ানক পরাক্রম!—কি ভয়ঙ্করী শক্তি! আমি অমর না হ'লে আজ মরেই যেতেম। কুবের, পবন, বরুণ এবং আমি, একে একে দেবসেনাপতি হ'লেম—কত বীরদর্পই প্রকাশ ক'ল্লেম, কিন্তু সমস্তই বৃথা হ'য়ে গেল! আমাকে ধিক্ (কিয়ৎক্ষণ চিন্তিয়া) এখন বাকী কেবল অগ্নি! আজ বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকেই সেনাপতিত্বে বরণ কর্‌বেন। কিন্তু কাজে যে কি ঘটবে, তা' আর ভেবে ঠিক্ কর্‌বার প্রয়োজন নাই। আমাদেরও যে দশা, অগ্নিদেবেরও তাই। তবে বলাও যায় না; যদি বিধাতা অনুগ্রহ ক'রে তাঁ'র উপর শুভদৃষ্টিপাত করেন্। তাই হোক্—তাই হোক্। এখন একটু বিশ্রাম করিগে পরাজিত হ'লেম—দৈত্যের হস্তে অপদস্থ হ'লেম। ছি ছি আমায় ধিক্!

[প্রস্থান

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ই।—(সদুঃখে) কি আশ্চর্য্য! দৈত্যসমরে দেবতার গর্ব্বচূর্ণ হ'ল! যম প্রভৃতি লোকপালগণ সেনাপতিত্বে ব্রতী হ'য়ে যুদ্ধে পরাজিত হ'লেন! আমার আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা কতরূপ যুদ্ধোপকরণ, দুর্ভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ ক'ল্লেন, কিন্তু আমার ভাগ্য-দোষে তৎসমস্তই কোনরূপ সুফলপ্রদ হ'ল না! হায়, বিধাতার নিকট আমি, না জানি, কত অপরাধেই অপরাধী। যেরূপ মহাসমুদ্র ক্ষিপ্ত হ'লে শত শত তরী অস্থির হয়, সেই রূপ ভয়ঙ্কর দৈত্যসমরে আমার সৈন্যগণ অত্যন্ত আকুল হ'য়ে উঠেচে। হা, কেন আমার ভাগ্যে ইন্দ্রত্ব লাভ হ'য়েছিল! এ অপেক্ষা আমার অদৃষ্টে দারিদ্র্যপীড়ন অসংখ্যগুণে ভাল ছিল। (কিয়ৎ-কাল চিন্তা করিয়া) এখন্ আর বৃথা ভাব্‌লে কি হ'বে? বিপদের সময় ধৈর্য্যের আশ্রয় অবলম্বন করাই উচিত। একবারে না হয়, দশ বারে—দশবারে না হয়, শত বারেও চেষ্টার ফল লাভ হয়। তবে আমি কি জন্য হতাশ হ'চ্চি? সাধ্‌লেই সিদ্ধি—আমি এই অমোঘ বাক্যের উপর নির্ভর ক'রে আবার দৈত্যসমরে ঝাঁপ দি। আজ অগ্নিদেবকে সেনাপতিত্বে বরণ করি। তাঁ'র অপরিসীম শক্তির সম্মুখে দৈত্যসেনাগণ, দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রম এবং দৈত্যরাজ তারক সবংশে নির্ব্বংশ হ'বেই হ'বে। আরও এক কাজ করি, অগ্নিদেবের সঙ্গে দ্বাদশ আদিত্যকেও পাঠাই। তা' হ'লে আজ দৈত্যবংশের পরিণাম পর্ব্বতপ্রমাণ ভস্মে পরিণত হ'বে। (দূরে দেখিয়া) এই যে, আমার শক্তিস্বরূপ অগ্নিদেব এই দিকেই আস্‌চেন। ও'ঁর প্রত্যেক লোমকূপ ও নয়নযুগল হ'তে কি এক অচিন্তনীয় ভয়ঙ্কর তেজ বহির্গত হ'চ্চে।

অগ্নির প্রবেশ।

অ।—(সদুঃখে) দেবরাজ! আপনি দিন দিন যেরূপ উদ্বিগ্ন এবং বিমর্ষ হ'চ্চেন, এ দেখে আমার অত্যন্ত আশঙ্কা হ'চ্চে। বলুন, আমা হ'তে আপনার এই উদ্বিগ্নতা এবং বিমর্ষতা'র কোন প্রতীকার হ'তে পারে কি না?

ই।—পারে, অগ্নিদেব! আপনি আজ আমার এবং দেবগণের মঙ্গলসাধনোদ্দেশে সেনাপতি হউন্। আমি আপনার সাহায্যেই দৈত্যসমরে জয় লাভ কর্‌ব।

অ।—(সদর্পে) আজ আপনার আদেশে আমি সেনাপতি-পদ গ্রহণ কর্‌ব। আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন্ যে, আজ আপনার ভাগ্যলক্ষ্মী পুনর্ব্বার সুপ্রসন্ন হ'লেন। আমার অসহ্য তেজে আজ দৈত্যবংশ নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হ'য়ে যা'বে।

ই।—আপনার এই আশ্বাস-বাক্য, আমার করতাড়িত বজ্রধ্বনির ন্যায় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ আশাপ্রদ। বিধাতার ইচ্ছায় আপনি আজ রণজয়ী হউন্। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) বরুণ, যম প্রভৃতি দেবগণ কোথায়?

অ।—(ভাবিয়া) তা আমি বলতে পারি না। আমি আজ তাঁদের দেখি নাই।

ই।—একবার চলুন্ দেখি, উভয়ে গিয়ে তাঁ'দের অনুসন্ধান করি। তাঁদের সম্মুখে আজ আপনাকে সেনাপতিত্বে বরণ কর্‌ব।

অ।—তাঁ'দের না হ'লেও চলে। তবে আপনি বল্‌চেন্, চলুন্ যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

কিয়ৎকাল পরে কুবের, বরুণ, যম, পবন ও অগ্নির পুনঃপ্রবেশ।

অ।—(দেবগণের প্রতি) দেবগণ! দৈত্যরণে পরাজিত হওয়া ত যা'র-পর-নাই লজ্জার বিষয়, তা'র উপর আবার গোপনে অবস্থান! ছি ছি, জগৎ কি বল্‌বে?

ব।—এ সময়ে আপনার এরূপ কঠোর বাক্য উচ্চারণ করাই অন্যায়।

অ।—আমি বলি সম্পূর্ণরূপেই ন্যায়।

কু।—তা ত বল্‌বেনই, কেন না দৈত্যযুদ্ধে আপনার তুচ্ছ বাহুবল এখনও পরীক্ষিত হয় নাই।

অ।—(কিঞ্চিৎ ক্রোধে) আমার বাহুবল তুচ্ছ?

কু।—তুচ্ছাদপি তুচ্ছ!

অ।—আপনারা পরাজিত হ'য়েচেন ব'লে নাকি?

কু।—আপনিও বাকী থাক্‌বেন না।

অ।—আমি আর কুবের, যম, বরুণ বা পবন নই।

প।—(যমের প্রতি জনান্তিকে) তাই ত, ধর্ম্মরাজ! অগ্নি বলেন কি?

য।—(পবনের প্রতি জনান্তিকে) "অত্যুচ্চ পতনায়"।

প।—(প্রকাশে) হাঃ হাঃ হাঃ, ঠিক্—ঠিক্।

অ।—কি, বায়ুদেব! আপনারা দুজনে গোপনে কি বলা-বলি ক'রে হাস্‌চেন—ঠিক্ ঠিক্ বল্‌চেন?

প।—বল্‌চি কি, অগ্নিদেব বড় বীর!

অ।—তাই ব'লে বুঝি হাস্‌চেন? (ক্রোধে) বুঝেচি,

আপনারা সকলে আমাকে পরিহাস ক'চ্চেন। তা যাই করুন্ কিন্তু আপনারা যে কাপুরুষের অপেক্ষাও অতি অসার, তা আ আমার বুঝ্তে বাকী নাই। আপনাদের মত ক্ষুদ্র দেবগণে পক্ষে দৈত্যরণে জয়ী হওয়া আশার বিড়ম্বনা মাত্র। আপ নাদের কর্ত্তব্য কেবল মর্ত্তলোকবাসীদের প্রদত্ত হবির্ভক্ষণ আ দিবারাত্রি নিদ্রার পদসেবন।

য।—আপনি আমাদের চেয়ে অধিক পরিমাণে হবির্ভক্ষ করেন ব'লে বুঝি আপনার কথারও এতদূর গর্ব্ব হ'য়েচে?

অ।—কেবল কথার নয়—কার্য্যেরও গর্ব্ব আছে।

য।—দেখা যা'বে।

প।—আমাদের দলভুক্ত হ'তে আপনার আর বড় বিল নাই।

অ।—তা নয়, বরং আপনাদের দগ্ধমুখ আরও দগ্ধ ক'তে আমার বড় বিলম্ব নাই বলুন।

ব।—আপনি শরৎকালের মেঘ, কেবল গর্জ্জনই সার!

অ।—আপনারা শীতঋতুর কুজ্ঝটিকা; তা নইলে আ দত্য দর্প সূর্য্যতেজ আপনাদের এ দশা হ'বে কেন?

য।—আমরা অসার কথা শোন্‌বার ধার ধারি না, প্রকৃত কার্য্য দেখ্‌বারই আশা করি।

অ।—তাই ত দেখাব।

অভিষেকোপযোগী সামগ্রী লইয়া ইন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ।

ই।—দেবগণ! আপনারা এ কি ক'চ্চেন? আপনা আপনি বাদ! জগৎ কি বলবে? সম্মুখে দুর্দম্য শত্রুমণ্ডলী, এমন

সময়ে আপনাদের কি মনোবিবাদ করা কর্ত্তব্য? গৃহবিবাদ প্রভৃতি অসৎকার্য্য দেবচিত্তে স্থান লাভ কর্‌বার উপযুক্ত নয়। রাক্ষস, দৈত্য, পিশাচগণেরই এ সকল প্রিয় পদার্থ। কিন্তু এক্ষণে আমার ভাগ্য-দোষে তা'র বিপরীত হ'ল। দৈত্যগণ ঐক্যের দিকে আর দেবগণ অনৈক্যের দিকে! যা কখন হ'বার নয়, এখন কি না তাই-ই হ'ল। সুরগণ! কোথায় আপনারা সকলে মিলে প্রাণপণে আমার সহায়তা কর্‌বেন্, তা না হ'য়ে—

য।—মহাবীর অগ্নিই আপনার একমাত্র সহায়। আমরা কিছুই নয়—আমরা কীটানুকীট—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আর না, দেবরাজ! পরের অপমান বরং সহ্য হয়, কিন্তু ঘরের অপমান মেঘান্তরিত সূর্য্যবৎ অত্যন্ত অসহ্য। আমরা চল্লেম, আপনি অগ্নিকে নিয়েই স্বর্গোদ্ধার করুন্।

অ।—আপনি গিয়ে নরকসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করুন্।

য।—শুন্‌লেন্, শচীশ্বর?

ই।—(সদুঃখে) অগ্নিদেব! ক্ষমা করুন্। আপনা আপনির মধ্যে এরূপ সাজে না। ঈদৃশ অযথা আত্মপ্রশংসা, পরকুৎসা ও অনৈক্যের দোষেই আমাদের এই দুর্গতি। এই জন্যই আমরা স্বর্গরাজ্যপরিভ্রষ্ট হ'য়ে এই পর্ব্বতগুহায়—পর্ব্বতের উপত্যকায় অতি সামান্য অবস্থায় অবস্থান ক'চ্চি! আমাদের সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী অমরাবতী এক্ষণে দৈত্যরাজধানী—দেবসিংহাসন দৈত্যের পদধূলিতে কলঙ্কিত!—উদ্যানশ্রেষ্ঠ নন্দনকানন দৈত্যের বিহার স্থান!—দেবভোগ্য সামগ্রী সমুদয় দৈত্যভোগ্য! আর এ দিকে দৈত্যগণের হীনাবস্থা আমাদের ভাগ্যে পরিণত! হায়, আপনারা এই সকল দেখে শুনেও কেন যে, আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত

হ'লেন, তা' আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না! কিন্তু এ বুঝ্‌তে পাচ্চি যে, যখন দুর্ভাগ্য বিভীষিকা প্রদর্শন করে, তখন সে একাকী আসে না, তা'র সঙ্গে তৎসদৃশ অসংখ্য অনুচর আসে। হা বিধাত! কেন আমাকে দেবত্ব প্রদান করেছিলে!

ব।—আখণ্ডল! আমরা সমস্তই বুঝি। বুঝি ব'লেই দৈত্য-সমরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেম, কিন্তু—

ই।—কিসের আশঙ্কা, জলেশ্বর! প্রাণ ত এখনও দেহত্যাগ করেনি। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে?

ব।—বলুন্, আর কি ক'রে চেষ্টা কর্‌ব?

ই।—আমি আজ অগ্নিদেবকে সেনাপতিত্বে অভিষেক কত্তে ইচ্ছা ক'চ্চি। আপনারা ইহাঁর পৃষ্ঠবল হ'য়ে পুনর্ব্বার দৈত্য-সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন্। অগ্নিদেব! আপনিও এঁদের সহিত ভ্রাতৃভাব স্থাপন ক'রে শত্রুবিনাশের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করুন্। সকলের সকল হওয়া কোন মতেই উচিত নয়—সকলের এক হওয়াই সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। বিশেষতঃ এক্ষণে সম্মুখে প্রবল শত্রু, সুতরাং ঐক্য ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় নাই। এখন্ একমাত্র ঐক্যই আমাদের সহায়, সম্পদ, শক্তি, আশা, ভরসা। যা'দের ঐক্য আছে, তা'রা অতি দুর্ব্বল হ'লেও প্রবল শত্রুকে পরাজয় ক'ত্তে পারে। আবার যদি আমাদের পবিত্র স্বর্গরাজ্য পাবার আশা থাকে, তবে ঐক্যেরই শরণাগত হওয়া উচিত। ঐক্যবল ব্যতীত স্বর্গরাজ্যে পুনঃপ্রবেশের অন্যপথ নাই। ঐক্যই এখন্ আমাদের জপ, তপ, ধর্ম্ম, মন্ত্র—ঐক্যই আমাদের শরীর, জীবন ও আত্মা। তবে এখন বলুন্ দেখি, যদি ঐক্যের সাহায্যে আমরা স্বর্গোদ্ধার ক'ত্তে পারি, তা ভাল, না অনৈক্যের পদ-

তাড়নে এই পর্ব্বতগুহায় কারারুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় কালযাপন করা ভাল? যে সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্যের প্রভাব প্রবেশ করে, সে সম্প্রদায় অল্পকালের মধ্যেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। যা'রা ঐক্যের অবমাননা এবং অনৈক্যের সম্মাননা করে, তা'রা (যমকে দেখাইয়া) এই মৃত্যুপতির নরকেও স্থান পায় না। তাদের জন্য বিধাতা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর স্থান নির্ম্মাণ ক'রে রেখেচেন, তা দেবকল্পনারও অতীত! তবে, বলুন দেখি, দেবগণ! এখন্ আপনাদের কা'কে আশ্রয় করা উচিত? আমার সবিশেষ অনু-রোধ, আপনারা পরস্পরে এক হউন্—সকলেরই মঙ্গল হ'বে, কেননা ঐক্যের অপর নাম মঙ্গল।

ব।—(কিয়ৎকাল ভাবিয়া) দেবরাজ! বল্‌তে কি, আপনিই যেন আমাদের সম্মুখে ঐক্য দেবতার ন্যায় উপস্থিত হ'য়েচেন। আমরা আপনার সারগর্ভ বাক্যগুলি শুনে ভগ্নহৃদয়ে পুনর্ব্বার সাহস পেলেম্।

ই।—এক্ষণে পরস্পরে শপথ ক'রে বলুন্, আর আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত হ'বেন না—ঐক্যের আশ্রয় এক নিমেষের জন্যও পরিত্যাগ কর্‌বেন না।

ব, য, কু, প।—শপথ ক'রে বল্‌চি, আর আত্মবিবাদে প্রবৃত্ত হ'ব না—ঐক্যের আশ্রয় এক নিমেষের জন্যও পরিত্যাগ কর্‌ব না।

ই।—এখন আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম যে, এইবার দেবহস্তে দৈত্যপরাজয় হ'বে। বিধাতা আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌বেন। এখন আপনাদের অভিমতি হ'লেই অগ্নিদেবকে সেনাপতিত্বে বরণ করি।

কু, য, ব, প, ।—যে আজ্ঞে, দেবরাজ !

ই।—বৈশ্বানর ! আজ আমি দেবগণের সহিত আপনাকে দেবসেনাপতিত্বে অভিষেক ক'ল্লেম, আপনার হস্তে এই মহাস্ত্র প্রদান ক'ল্লেম। এক্ষণে আপনি সর্ব্বমঙ্গলালয় পরমেশ্বরকে স্মরণ ক'রে তারক প্রভৃতি দৈত্যগণকে বিনাশ করুন। এই শাণিত অসি যেন চণ্ডবিক্রম, তারক ও অপরাপর দৈত্যগণের কণ্ঠশোণিতে রঞ্জিত হ'য়ে পুনর্ব্বার কোষপ্রবিষ্ট হয়। আপনার ও আমাদের মঙ্গল হউক। স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি।

অ।—হে সুরেশ্বর ! সুরগণ ! আজ আমি যে কার্য্য সংসাধন ক'ত্তে সেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হ'লেম, সে কার্য্যে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'ল্লেম। বিধাতা আপনাদের এবং আমার মঙ্গল সাধন করুন্—ইচ্ছা পূরণ করুন্।—স্বস্তি—স্বস্তি—স্বস্তি।

ই।—তবে এখন্ পর্ব্বতগুহায় গিয়ে এ বিষয়ের বিশেষরূপ পরামর্শ করা যা'ক।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—দৈত্যসভা।

কুম্ভোদরের প্রবেশ।

কু।—(সাহ্লাদে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! কি মজাটাই ভোগ ক'চ্চি, যা হোক্!

দেবদৈত্যে লাগলো লড়াই;
মাঝে আমি মজা ওড়াই।
কুম্বুদরের কুম্বুরাশি,
হাত্‌তালি দে বাজাই কাঁসী।

(ভিত্তিলম্বিত ইন্দ্রের চিত্রপট দেখিয়া) আরে মর! এ একটা কি বিচ্ছিরি ছবি! এর গাময় মেলা চোক ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'চ্চে! মুখখানা বড় মন্দ নয়। তবু আমার চেহারার মত নয়। আমার কেমন গোঁফ—কেমন চোক—কেমন নাক—কেমন গাল—কেমন ঠোঁট—কেমন চুল—কেমন দাঁত—কেমন হাত—কেমন পা—কেমন গা! এমন কা'র আচে? আমার এই অপূর্ব্ব অপচ্ছাৎ রূপ দেখে, দৈত্যরাণীর ছোট চাক্‌রাণী আমার রাণী হ'বে ব'লে আশার গোলাব্‌জলে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্চে—প্রেমের বাতিকে লুটুপুটু ক'চ্চে—আর ভালবাসার খাঁচায় ঢুকে ঝুটুপুটু ক'চ্চে। (চিত্রপটের সম্মুখে গিয়া) আরে ম'ল যা! এটা ইন্দির

ব্যাটা যে! আচ্ছা, ব্যাটা! দাঁড়া তুই! (চিত্রপট উল্টাইয়া সংস্থাপন করত) কেমন, কেমন! এখন উপরে পা—নীচে মাথা! কেমন জব্দ! এইবার ঘূরে ব'স দিকি!—(নেপথ্যে সঙ্গীত) অ্যাঁ, ও আবার কি! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! বাহবা বাহবা! বেড়ে বাজ্‌না বাজ্‌চে—বেড়ে গান হ'চ্ছে—তবে নাচ্‌টা কেন ফাঁক যায়? (নৃত্য করিতে করিতে)

ধিন্‌তা ধিনা, তাধিন্ ধিনা,
রাজার মেয়ে বাজায় বীণা।
তাক্ তাক্ তা—ধিন্ ধিন্ তা,
তাল্ বেতালে নাচ্ দেখি পা।
হাঃ—হাঃ—হাঃ! বাহবা বা!

(নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) ঐ বুঝি দৈত্যরাজ আস্‌চেন—আর নাচা হ'ল না—পালাই।

[দ্রুতবেগে পলায়ন।

তারক, চণ্ডবিক্রম ও অপর দৈত্যগণের প্রবেশ।

তা।—(সিংহাসনে উপবেশন করিয়া) সেনাপতি! আমি তোমার অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য এবং রণকৌশল দেখে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হ'য়েচি। আমাকে একবারও সমরক্ষেত্রে যেতে হ'ল না। তোমারই অপূর্ব্ব শক্তিতে স্বর্গরাজ্য আমার অধিকৃত হ'ল।

চ।—দৈত্যরাজ! আপনারই আশীর্ব্বাদে আপনার এই অনুগত ভৃত্য দেবসমরে পুনঃপুনঃ জয়লাভ করেচে। এখনও বাকী আছে, যতক্ষণ না আমি ইন্দ্রকে আপনার কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌চি, ততক্ষণ আমার চিত্তের শেষ তৃপ্তিলাভ হ'চ্ছে না।

তা।—ইন্দ্র এখন্ যে অবস্থায় পতিত হ'য়েচে, তা' তাঁর পক্ষে কারাভোগ অপেক্ষাও কোটিগুণে যন্ত্রণাদায়িনী। আমার বিবেচনায় তা'র পক্ষে স্বর্গের কারাগারও সুখের স্থান হ'বে, সুতরাং তা'কে আর ধৃত ক'রে আন্‌বার প্রয়োজন নাই।

১ম দৈ।—দৈত্যনাথ! আমাদের বড় ইচ্ছা যে, ইন্দ্রকে তা'রই আদেশনির্ম্মিত কারাগৃহে কিছু দিনের জন্য একবার আবদ্ধ ক'রে রাখা হয়। সে আমাদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করেচে। সে দৈত্যদের ধ'রে এনে, যে কারাগৃহে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌ত, এখন্ তাকেই সেখানে অবরুদ্ধ ক'রে রাখা কখনই অকর্ত্তব্য নয়।

২য় দৈ।—তোমার এ বাক্য আমার মনোমত হ'য়েচে।

তা।—না না, ও কথা ভাল নয়। পরাজিত ব্যক্তিকে পীড়ন করা বীরের কার্য্য কি?

চ।—দৈত্যকুলচূড়ামণি! অগ্নির অতি সামান্য স্ফুলিঙ্গও নির্ব্বাণ করা রাজনীতির অনুমোদিত।

তা।—তা' জানি, সেনাপতি! কিন্তু ইন্দ্র এখন্ আর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নয়—নির্ব্বাপিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অতি তুচ্ছ ভস্মমাত্র। আমি তোমার শৌর্য্যবলে তা'কে আর গ্রাহ্য করি না। এখন্ এস, আমরা ঐক্যের উপর আত্মনির্ভর ক'রে নবলব্ধ স্বর্গরাজ্য সুখে ভোগ করি। আমাদের ঐক্য চিরকাল অবিচলিত থাকৃলে একজন ইন্দ্র কেন, শত শত ইন্দ্রও আর আমাদের অতি সামান্য অপকারও ক'ত্তে পার্‌বে না।

১ম দৈ।—দৈত্যনাথ! তবে দৈবের কথাও বলা যায় না।

তা।—কাপুরুষেরাই দৈবকে বিশ্বাস করে। স্বর্গাধিপতি

তারকের নিকট দৈবের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও প্রতীয়মান হয় না। আমার নিকট ঐক্য, সাহস, শক্তি, শৌর্য্য ও বীর্য্যই দৈব।

চ।—দৈত্যনাথ! আপনার এই বশংবদ ভৃত্যের নিকটও তা'ই।

জনৈক দ্বারপালের প্রবেশ।

দ্বা।—(শিরোনমনপূর্ব্বক) দৈত্যরাজের জয়!

তা।—কি সংবাদ?

দ্বা।—একজন দেবদূত মহারাজের দর্শনলাভের আশা ক'রে দ্বারদেশে অবস্থান ক'চ্চে।

তা।—আচ্ছা তা'কে নিয়ে এস।

[দ্বারপালের প্রস্থান।

(সহাস্যে) সেনাপতি! ইন্দ্র কি যুদ্ধে ক্রমাগত পরাজিত হ'য়ে উন্মত্ত হ'য়েচে? তা নৈলে সে কোন্ লজ্জায় আবার আমার নিকট দূত প্রেরণ ক'ল্লে?

চ।—ইন্দ্র নিতান্ত নির্ব্বোধ—নির্লজ্জ।

দেবদূতের সহিত দ্বারপালের পুনঃপ্রবেশ।

দে-দূ।—আমাদের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র আদেশ করেচেন যে, হয় আপনি তাঁ'কে অবিলম্বে তাঁ'র স্বর্গরাজ্য পুনঃ প্রদান করুন্, নয় অদ্যই বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন্।

তা।—তোমার প্রভু নিতান্ত মূর্খ, তাই আবার যুদ্ধক্ষেত্রে অসার বীরত্ব দেখা'তে ইচ্ছা ক'রেচে। আচ্ছা, এইবার তা'কে বিশেষরূপে প্রতিফল দেওয়া যা'বে। যাও, তুমি তা'কে যুদ্ধসজ্জা

ক'ত্তে বল গে। আজ বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ই তা'র পুনরুদ্দীপ্ত রণ-কণ্ডূয়ন নিবারিত হ'বে।

[দ্বারপালের সহিত দেবদূতের প্রস্থান।

(ক্রোধে) কি আশ্চার্য্য! কি ঘৃণার কথা! ধিক্ তাকে!

চ।—এইবার যা'তে সে আর কখনও যুদ্ধের স্বপ্নও না দেখ্‌তে পায়, তাই কর্‌ব।

তা।—বোধ হয়, সে আবার কা'কে সেনাপতি ক'রেচে।

চ।—সে নিজে এলেও আবার পরাজিত হ'বে। আপনার এই অনুগত কিঙ্করের হস্তে যতক্ষণ শক্তি এবং সেই শক্তিধৃত শাণিত অসি আছে, ততক্ষণ আপনার স্বর্গরাজ্যের একটি পিপীলিকাও শক্রকরে নিহত হ'বে না। আদেশ করুন্, আমি আবার সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করি।

তা।—তোমাকে ত আদেশ করাই আছে।

শোভনার প্রবেশ।

শো।—(তারকের প্রতি) বাবা! আবার দেবদূত কেন এসেছিল?

তা।—(শোভনার পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) যুদ্ধের সংবাদ দিতে?

শো।—কা'র সঙ্গে?

তা।—ইন্দ্রের সঙ্গে।

শো।—আর কা'র সঙ্গে?

তা।—আমার সঙ্গে।

শো।—ইন্দ্র যে হেরে গেছে।

তা।—আবার যুদ্ধ কর্‌বে।

শো।—হেরে গেলে কি আবার যুদ্ধ করে? ভাঙা পুতুল আঠা দিয়ে যুড়্‌লে কি, সে আর তেমন শক্ত হয়?

তা।—(সহাস্যে) শোভনা! এ দৃষ্টান্ত তোমাকে কে শেখালে?

শো।—দৃষ্টান্ত কি, বাবা?

তা।—তোমার বাবার মাথা।

শো।—(হাসিয়া) দূর।

চ।—(স্বগত) আহা, বালিকা শোভনা কি সরলা! আমার চক্ষে এ যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী সরলতা। এর হৃদয় সরল—বাক্য সরল—দৃষ্টি সরল—এর আবয়বিক গঠনপ্রণালীও সরল। আমি যখনি একে দেখি, তখনই যেন কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবে মোহিত হই। সে ভাব মুখে প্রকাশ কর্‌বার কথা আজিও অভিধানে স্থান পায় নাই। অভিধানও যে কখন সে অমূল্য কথা আপন বক্ষে ধারণ ক'ত্তে সমর্থ হ'বে, তা'রও সম্ভাবনা নাই। মনই কেবল সে কথার প্রশ্নোত্তর ক'ত্তে সমর্থ, কিন্তু জিহ্বার তা'তে কোনও অধিকার নাই। আহা, এই সরলতামূর্ত্তির সঙ্গে সেই অন্তরোত্থিত কথারও কেন উচ্চারণিক শক্তি সৃষ্ট হ'ল না!

তা।—শোভনা! তোমার সে পুতুলগুলি ভাল আছে ত?

শো।—(ঈষৎ বিমর্ষ হইয়া) ভেঙে গেছে, বাবা!

তা।—কি ক'রে ভাঙ্‌ল?

শো।—এই তোমরা দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর কি না, আমি তাই দেখে, সেই পুতুলগুলোর যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছিলেম।

পাঁচটার ঘাড়ে ছ'টা—তিনটের ঘাড়ে দশটা আর একটার ঘাড়ে তিন্‌টের ঘাড়ে সাতটা পুতুল ঠোকাঠুকি ক'রে সবগুলো ভেঙে গেছে।

তা।—(সহাস্যে) তোমার সর্ব্বশুদ্ধ ক'টি পুতুল?

শো।—কেন ছেলে পুতুলে মেয়ে পুতুলে সবশুদ্ধ ন'টি।

তা।—(সহাস্যে) আর তুমি একটি।

শো।—(সহাস্যে) দূর।

চ।—(স্বগত) দৈত্যরাজ ঠিক্ বলেছেন। শোভনা দৈত্য-বংশে জীবন্ত পুত্তলী। এই পুত্তলী লাভ কর্‌বার জন্য আমার চিত্ত সর্ব্বদাই আশার সাগরে সন্তরণ দিচ্চে। দৈত্যপতি কি আমার প্রতি দয়া কর্‌বেন? ওঁর এই অপূর্ব্ব রমণীকুলের গর্ব্বস্বরূপা সরলা শোভনাকে কি আমি আমার হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী ক'ত্তে পা'ব? কই আজিও ত দৈত্যরাজের মনে সেরূপ ইচ্ছা দেখা দেয় নাই। বল্‌তে কি, আমি এই কন্যারই রূপে মোহিত হ'য়ে সমরক্ষেত্রে অপরিমিত পরাক্রম প্রকাশ ক'রে, সুরগণকে পুনঃপুনঃ পরাজিত ক'চ্চি। শোভনা আমার স্বার্থ-স্বরূপিণী। সমরপ্রাঙ্গণে এই শোভনাই এক একবার আমার মনশ্চক্ষে যেন ছায়াময়ী হ'য়ে দেখা দেয়। সেই ছায়াময়ী মূর্ত্তিই আবার সেখানে আমার পরিশ্রান্ত বাহুকে চতুর্গুণ বল প্রদান করে। যা'র জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্তও শত্রুকরে দিতে প্রস্তুত, তা'র পিতা কি তা'কে আমায় পারিতোষিক স্বরূপ দিবেন না? ভবিতব্যই তা জানে,—জানুক; তা ব'লে আমি আশা ত্যাগ কর্‌ব না। এখন্ যাই। (প্রকাশে) দৈত্যনাথ! তবে আমি আর এখানে বিলম্ব কর্‌ব না।

তা।—(প্রকৃতিস্থ হইয়া) ও ; তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছ, আমি শোভনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে—

চ।—তবে আমি চ'ল্লেম।

তা।—খুব সতর্কতার সহিত সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ো। ভগবান্ রুদ্রদেব আবার তোমাকে যুদ্ধে জয়শ্রী প্রদান করুন্।

[চণ্ডবিক্রমের প্রস্থান।

শো।—বাবা! তোমার সেনাপতি খুব বীর—না? আর দেখতেও বেস্—না? (নেপথ্যে সঙ্গীত) বাবা! আমার সখীরা ঐ বাজনা বাজাচ্চেন—গান গাচ্চেন—আমিও বাজাইগে যাই।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

তা।—দৈত্যগণ! তবে আমিও এখন্ মহিষীকে এই যুদ্ধের সংবাদ দি গে।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর—সমরক্ষেত্র।

(নেপথ্যে রণবাদ্য ও যুদ্ধকোলাহল)

দুই জন দৈত্যসৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈ।—(সাশ্চর্য্যে) ওঃ, আজ কি ভয়ানক যুদ্ধই বেঁধে গেচে। (নেপথ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক) ঐ দেখ—ঐ দেখ।

২য় সৈ।—(নেপথ্যের দিকে দেখিয়া সবিস্ময়ে) তাই ত হে আজ দেবতারা যেন নবজীবন আর নবশক্তি পেয়ে লড়চে অস্ত্রগুলোর কি ঝন্‌ঝনানি শব্দ হ'চ্চে। আজ কি হতে কি হয় রুদ্রদেব আমাদের রক্ষা করুন।

১ম সৈ।—আবার ঐ দেখ! অস্ত্রে অস্ত্রে আঘাত লেগে রাশি রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরুচ্চে।

২য় সৈ।—কিন্তু, ভাই! অগ্নির গা দিয়ে যেন অগ্নির স্রোত ছুটেচে। দেখ দেখ, অগ্নি যে দিকে যাচ্চে, সে দিকটা যেন একবারে পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাচ্চে। অগ্নি আজ ভয়ানক শক্তি প্রকাশ ক'চ্চে।

নেপথ্যে।—জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়!

১ম সৈ। আবার বারটা আদিত্য ওর সঙ্গে যোগ দিয়ে ভয়ানক কাণ্ড ক'রে তুলেচে। আমরা এত দূরে আছি, তবুও যেন আমাদের মুখ হাত পা ঝল্‌সে যাচ্চে। রুদ্রদেব! আমাদের রক্ষা কর—রক্ষা কর।

২য় সৈ।—ভয় নেই—ভয় নেই। আমাদেরি জিৎ—আমাদেরি জিৎ। ঐ দেখ দেবতারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালা'ল!—ঐ দেখ পবন ব্যাটা সকলের আগে প্রাণপণে দৌড় দিয়েচে।

নেপথ্যে।—জয় দৈত্যরাজের জয়!

১ম সৈ।—কিন্তু দেবতাদের সেনাপতি অগ্নি ব্যাটা এখনও লড়্‌চে—ব্যাটা অন্য অন্য দেবতাদের চেয়ে বীর বটে।

নেপথ্যে।—জয় দেবরাজের জয়!

২য় সৈ।—হাজার হৌক্ আগুন কি না।

১ম সৈ।—হো হো! বারটা আদিত্য ঐ পালাল, ঐ পালাল। জয় দৈত্যরাজের জয়!

নেপথ্যে।—জয় দৈত্যরাজ তারকের জয়!

২য় সৈ।—ওহে ভাই! অগ্নিরও বুঝি ঐ দশা ঘট্‌ল। আমাদের সেনাপতি ওকে পাছু হটিয়ে এই দিকে নিয়ে আস্‌চেন। আমরা এখান থেকে শীগ্‌গির অন্য দিকে যাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে করিতে চণ্ডবিক্রম ও অগ্নির প্রবেশ।

চ।—(সদর্পে) পরাজয় স্বীকার কর; নতুবা তোমার নিস্তার নাই।

অ।—(সদর্পে) পরাজয় স্বীকার ?— কথনই না।

চ।—তবে পশ্চাৎপদ হ'য়ে এলে কেন ?

অ।—আমার ইচ্ছা।

চ।—ইচ্ছা ! আচ্ছা, এই ইচ্ছার কতদূর শক্তি দেখি।

(উভয়ের পুনর্ব্বার অসিযুদ্ধ ও অগ্নির পরাজিত হইয়া পলায়ন, তৎপশ্চাৎ চণ্ডবিক্রমের বেগে ধাবন)

নেপথ্যে।—জয় দৈত্যরাজের জয় !

কতিপয় দৈত্যসৈনিকের প্রবেশ।

১ম সৈ।—(বিকৃত মুখে) আঃ, ব্যাটা আগুন কি রে ! আমার গোঁপ যোড়াটা ঝল্‌সে পুড়ে গেচে !

২য় সৈ।—(নাসিকা আকুঞ্চন করিয়া) উঁ, তাই ত, বড় চিম্‌সে গন্ধ বেরুচ্চে। উঁ হুঁ হুঁ হুঁঃ।

৩য় সৈ।—(জড়িত স্বরে) ওঃ, আমি আর কথা কইতে পারিনি।

৪র্থ সৈ।—তোর কথাও পুড়ে গেচে না কি ?

৩য় সৈ।—উহুঁ, জিব্‌টে পুড়ে গেচে।

২য় সৈ।—থু থু দে—থু থু দে।

৩য় সৈ।—তুই ত খুব বুদ্ধিমান দেখ্‌চি !

২য় সৈ।—কেন ?

৩য় সৈ।—জিব পুড়ে গেচে—থু থু পা'ব কোথা ?

২য় সৈ।—হাঁ কর—হাঁ কর—আমি দিচ্চি।

৩য় সৈ।—দূর দূর—ছি ছি! শিব শিব!

১ম সৈ!—এইবার যদি আমি আগুন ব্যাটাকে পাই ত গায়ে জল ঢেলে দি। ব্যাটা আমার সব্বনাশ করেচে!

৩য় সৈ।—আর জল! চল এখন ওষুধ দি'গে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমাদ্রি-কন্দর।

ইন্দ্র, বরুণ, কুবের, যম, অগ্নি ও পবন
বিমর্ষচিত্তে উপবিষ্ট।

ই।—(সদুঃখে) অগ্নিদেব! আমাদের ভাগ্যে এই ঘোরতর নরকনিবাস চিরস্থায়ী হ'ল দেখ্‌চি।

অ।—কি কর্‌ব বলুন, স্বরীশ্বর! চেষ্টার ত অনুমাত্রও ত্রুটি করি নাই।

ব।—হাজার চেষ্টা করুন, কিন্তু দৈব-বলই বল। তা নৈলে এত ক'রেও আমরা দুরাচার দৈত্যগণকে পরাজয় ক'ত্তে পাল্লেম না।

কু।—বিধাতা দৈত্যদের প্রতিই সুপ্রসন্ন।

য।—হায় হায়, আমাদের ভাগ্যে এ কি দুর্দৈব!

প।—হা বিধাত! এ কি ক'ল্লে! আমরা তোমার নিকট কিসে এত অপরাধী?

ই।—এখন্ কি করি বলুন দেখি?

ব।—আমি ত কিছুই ঠিক ক'ত্তে পাচ্চি না।

ই।—হায় হায়, এ কি হ'ল! দৈত্যহস্তে রাজ্য গেল—মান গেল—ধন গেল, কিন্তু দগ্ধ প্রাণ গেল না! কেন অমর হয়েলেম! অমরত্বের পরিণাম যে এতদূর ভয়ঙ্কর—এত দূর যন্ত্রণাদায়ক, তা' অগ্রে ভাবি নাই।

য।—আমি এতদিনে বুঝ্তে পাল্লেম যে, যারা মরে, তারাই সুখী। দেবরাজ! বল্‌ব কি, আমার নরকস্থ জীবেরা যেরূপ যন্ত্রণাভোগ করে, এখন আমি তার চেয়েও কোটি গুণ কষ্ট ভোগ ক'চ্চি!

ব।—আমার হৃদয়মধ্যে দুঃখের উত্তাল তরঙ্গরাশি—উঃ, কি যন্ত্রণা!

প।—বরুণদেব! শুধু আপনি ব'লে নয়, আমারও মনের ভিতর অপমানের ঝটিকা গর্জ্জন ক'চ্চে। আমি লজ্জা ঘৃণা ও দুঃখে অস্থির হ'য়ে পড়েচি।

কু।—দেবগণ! আমার যশ, গৌরব, পৌরুষ প্রভৃতি অমূল্য রত্নগুলি দৈত্যহস্তে লুণ্ঠিত হ'ল, এ অপেক্ষা আমার আর কি অপমান হ'তে পারে? হা অদৃষ্ট!

অ।—দেবগণ! আমি আপনাদের নিকট বড় গর্ব্ব করেছিলেম। তা'র প্রতিফল হাতে হাতেই পেলেম। ওঃ দৈত্যহস্তে পরাজয়রূপ অপমানে আমার হৃদয় দগ্ধ হ'য়ে গেল! কি লজ্জা! কি ঘৃণা—কি যন্ত্রণা! হা ভাগ্য!

(নেপথ্যে গীত নং ১)

ই।—(শুনিয়া) দেবর্ষি নারদ বুঝি আস্‌চেন।

য।—সেইরূপ কণ্ঠস্বর বটে।

ই।—দেবগণ! নারদই জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী।

কু।—সে কথা সত্য, দেবরাজ! যাঁর চিত্তে স্বার্থের প্রলোভন নাই অথচ পরার্থের সম্পূর্ণ ইচ্ছা বিরাজমানা, বিশ্বরাজ্যে তিনিই সুখী। স্বার্থই নরকযন্ত্রণার প্রতিমূর্ত্তি।

নারদের প্রবেশ।

ই।—আসুন, দেবর্ষি! তপশ্চর্য্যার কুশল ত?

না।—(সকলকে বিশেষরূপে দেখিয়া) আপনারা এত বিমর্ষ হ'য়ে র'য়েচেন যে?

ই।—আপনি ত সমস্তই জানেন।

না।—সমস্ত জান্‌লে আপনাদের দেখে আজ আর এত উদ্বিগ্ন হ'ব কেন? আজও কি স্বর্গোদ্ধার ক'ত্তে পারেন নাই?—আজও কি তারকাসুর বৈজয়ন্তধামের মহাসিংহাসন ভোগ ক'চ্চে?

ই।—(সবিষাদে) তা নৈলে কি এখনও আমাদের এই হিমাদ্রিকন্দরে থাক্‌তে হয়!

না।—তাই ত! (ক্ষণেক চিন্তিয়া) এখন্ কি উপায় ঠিক্ করেচেন?

ই।—এখন্ কোন উপায়ই ত আর দেখ্‌তে পাই না।

না।—দৈত্যদের সঙ্গে সংগ্রাম ক'ত্তে ত কোনরূপ ত্রুটি হয় নাই?

চ।—ত্রুটির মধ্যে আমরা অমর।

না।—বলেন কি, মৃত্যুপতি! দৈত্যহস্তে আপনারা এতদূর পরাস্ত হ'য়েচেন! (ইন্দ্রের প্রতি) আপনি কা'কে কা'কে সেনাপতি করেছিলেন?

ই।—(দেবগণকে দেখাইয়া) এঁদের সকলকেই।

না।—(সবিস্ময়ে) আঁ্যা, এই সকল সমর-পণ্ডিত দেববীর দৈত্যযুদ্ধে পরাজিত হ'য়েচেন ;

প।—বিধাতার বিড়ম্বনা।

না।—আহা !

ই।—দেবর্ষি ! এখন্ আমিই কেবল বাকী আছি। যা থাকে অদৃষ্টে, আগামী কল্য দৈত্যসমরে আমার এই বজ্রের শেষ পরীক্ষা হ'বে।

না—(চিন্তিয়া) না, সেটা করা ভাল নয়। যদি আপনি দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ জয়ী হ'তে না পারেন, তা' হ'লে তারকের চূড়ান্তরূপে জয়শ্রীলাভ হ'বে। আপনি অবশিষ্ট থাকাতে, এখনও তারকের মনে সন্দেহ আছে। সে সন্দেহ শীঘ্র দূর করা উচিত নয়।

ই।—কিন্তু আর ত কোন উপায় দেখ্‌তে পাই না।

না।—সেনাপতি হ'বার যোগ্য আর কি কোন বীর নাই ?

ই।—আমি ত জানি না।

না।—(বরুণ প্রভৃতির প্রতি) আপনারা জানেন কি ?

ব।—তা' হ'লে কি এখনও এই গিরিকন্দরে হতাশ হ'য়ে ব'সে থাকি ?

না।—আচ্ছা আমি ভেবে দেখি।—(নিমীলিতনেত্রে ক্ষণেক চিন্তিয়া) হাঁ হাঁ, মনে হ'য়েচে।

ই।—(উৎসুকচিত্তে) কে, দেবর্ষি ?

না।—কার্ত্তিকেয়।

ব।—কার্ত্তিকেয় কে ?

হ'তে আর স্বর্গোদ্ধার হ'বে না। যতদূর চেষ্টা ক'ত্তে হয়, আমি দেবগণকে নিয়ে তা'র ত্রুটি করি নাই, কিন্তু কোন মতে কৃতকার্য্য হ'তে পাল্লেম না।

না।—আর ভয় কি, দেবরাজ? এইবার সর্ব্বমঙ্গলার অনুগ্রহে আপনার সকল অমঙ্গল দূর হ'বে।

পা।—নারদ! আমি কি ক'ল্লে, দেবরাজ ইন্দ্রের মনোদুঃখ দূর হ'তে পারবে?

না।—আপনার মহাবীর পুত্র কার্ত্তিকেয়কে দেবরাজের সেনাপতি ক'ল্লে।

পা—কুমার ত এখন এখানে নাই।

ই।—তবে তিনি কোথায়, মা?

পা।—ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে।

না।—এমন কৈলাসপর্ব্বত পরিত্যাগ ক'রে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে?

পা।—আমার কার্ত্তিকেয় বড় মৃগয়াপ্রিয়, এই জন্য সেখানে সর্ব্বদা কালক্ষেপ করে। এখানেও কখন কখন আসে।

না।—তাঁ'র পত্নী দেবসেনা এখন কোথায়?

পা।—নারদ! তুমি ত জান, স্বামীকে ছেড়ে পত্নী কি কখন স্বতন্ত্র থাকৃতে পারে?

না।—দেবি! আপনি সে বিষয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

ই।—জননি! মহাবীর কার্ত্তিকেয়কে না পেলে যে, আমার মনোরথ সিদ্ধির অন্য উপায় দেখ্‌চি না।

পা।—দেবরাজ! কার্ত্তিকেয় কি তোমা অপেক্ষা বীর? তুমি দৈত্যগণকে যুদ্ধে পরাজয় ক'ত্তে পাল্লে না, কার্ত্তিকেয় কি তা পারবে?

না।—দেবি! আমার নিকট কে বীর আর কে অবীর, তা'র কিছুই অনুধাবন হয় না। যাঁ'র দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয়, তিনিই বীর, তা না হ'লে মহাবীরও বীর নয়। কুমার হ'তে দেবগণের কেন মঙ্গল সাধন হ'তে পার্‌বে না?

পা।—দেবরাজ! কুমার আমার এখনও বালক, কিন্তু তোমাদের বিপদেও আমি অত্যন্ত দুঃখিত হ'লেম; কিন্তু কি করি? (চিন্তিয়া) আচ্ছা, তাকে তোমাদের সেনাপতি ক'রে আবার একবার স্বর্গোদ্ধারের চেষ্টা কর, কিন্তু তুমি তা'র পৃষ্ঠবল হ'য়ে থেক।

না।—(স্বগত) আহা, মাতৃস্নেহ কি অমূল্য পদার্থ!

ই।—জননি! আমি কুমারকে কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় প্রতিনিয়ত রক্ষা কর্‌ব।

পা।—তোমরা এখন আমার সঙ্গে ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে চল।

না।—মা! আপনি দেবরাজকে নিয়ে সেখানে শুভযাত্রা করুন। আমার অন্যত্র একটি বিশেষ কার্য্য আছে।

পা।—আচ্ছা। দেবরাজ! তবে তুমিই আমার সঙ্গে এস। (নারদের প্রতি) নারদ! তুমি এই বিল্বপত্রগুলি ভোলানাথের নিকট রক্ষা ক'রে কোথা যাবে যাও। (বিল্বপত্র প্রদান)

[পার্ব্বতী ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

না।—ভগবতী যেকালে কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনাপতি ক'ত্তে সম্মত হ'লেন, সেকালে তাঁ'র সেনাপতি না হ'বার সম্ভাবনাই নাই। এখন আমি একবার দৈত্যসভায় গমন করি। যেরূপ ভাব গতিক দাঁড়িয়েচে, এখন্ দেখ্‌চি আমাকে নানারূপ কৌশল

চ।—রাজরাজেন্দ্রাণি! আপনার আশীর্ব্বাদ কখনই মিথ্যা হ'বার নয়। (স্বগত) শোভনাই আমার মনোরথ।

তা।—মহিষি! বল দেখি, এই স্বর্গসুখ-ভোগ আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল কি না?

সু।—সুরসেশ্বর! তোমার অনুগ্রহেই এখন আমি স্বর্গের অধীশ্বরী হ'য়েচি।

তা।—এ অপেক্ষা আরও কি কিছুর আশা কর?

সু।—আশার কি অন্ত আছে? বোধ হয় আকাশেরও অন্ত-সীমা পাওয়া যায়, কিন্তু আশার অন্ত একেবারেই নাই। তা থাক্‌লে কি আজ তুমি স্বর্গেশ্বর আর আমি স্বর্গেশ্বরী হ'তে পাত্তেম? কিন্তু, নাথ! বল্‌তে কি, হুতাশনে যত ঘৃত দাও, ততই সে বাড়্‌তে থাকে, সেইরূপ আমার আশাও, স্বর্গ-সিংহাসন, নন্দনকানন, দেবৈশ্বর্য্য পেয়েও আবার যেন কত কি প্রার্থনা করে।

তা।—সকল বিষয়েরই 'অতি' শব্দ ভাল নয়, তা জান ত?

সু।—তোমার ন্যায় প্রবলপ্রতাপী বিশ্ববিখ্যাত মহাবীর যা'র স্বামী, তা'র আশার মূলে 'অতি' শব্দ না থাকাই ভাল নয়।

তা।—(সহাস্যে) মহিষি! স্ত্রীলোককে বুঝান বড় কঠিন ব্যাপার।

(নেপথ্যে গীত নং ৩)

নারদের প্রবেশ।

তা।—(উত্থিত হইয়া) আস্তে আজ্ঞে হয়, দেবর্ষি!

(সকলের প্রণাম)

না।—দৈত্যনাথ! আজ আমি আশাতীত আনন্দ লাভ ক'ল্লেম। ব'ল্লে আপনি বিশ্বাস করবেন না—তোষামোদ মনে ক'রবেন, কিন্তু এতদিনে এই স্বর্গীয় সিংহাসনের যথার্থ শোভাবর্দ্ধনই হ'য়েচে। আপনি এবং দৈত্যরাণীই যে, অমরাবতীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার, তা' আজ আমার প্রত্যক্ষগোচর হ'ল।

তা।—(সহাস্যে) কিন্তু আপনিই সর্ব্ব-শোভার মূল। আপনার শুভাগমনে আজ আমরা স্বর্গরাজ্যের সহিত যেন আর একটি নূতন স্বর্গরাজ্যে উপনীত হ'লেম। আশা করি, মধ্যে মধ্যে অনুগ্রহ ক'রে এখানে পদধূলি দেবেন।

না।—(সহাস্যে) ও কথা বলা বাহুল্য। আপনার দর্শনলাভ আমার পক্ষে অমূল্য রত্ন লাভ স্বরূপ। আমি সর্ব্বদাই আপনাকে দর্শন ক'ত্তে আস্‌ব। আপনি স্বর্গের অধিপতি, সুতরাং আমাদের রাজা। আপনার নিকট আসা আমার সৌভাগ্যের বিষয়।

১ম দৈ।—বাস্তবিক, আপনি যা' বল্‌চেন, তা'র লেশমাত্রও মিথ্যা নয়।

না।—তা' ত জানই, নারদ কখন মিথ্যা কথার ধার ধারে না।

১ম দৈ।—মিথ্যা কথা হ'লে আমাদের মনের মত হ'ত না।

না।—তাই ত বলচি, তোমরা দৈত্যশ্বরকে যেরূপ দেখ, আমিও সেইরূপ দেখি।

২য় দৈ।—এইরূপ দেখাই ত দেখা।

না।—সেনাপতি! আমি আপনার অদ্ভুত বিক্রম ও প্রতাপ দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়েচি। আপনার মত বীরপুরুষ ত্রিজগতে আর দ্বিতীয় নাই।

২য় সৈ।—তা থাক্‌লে কি দেবতারা পর্ব্বতের গুহায় ঢুকে ঘোল খায়।

না।—(সহাস্যে) ঘোল ত ঘোল, ব্যাটারা টোল খেয়ে গেচে;—হাঃ হাঃ হাঃ। ব্যাটাদের হাত পা মুখ সমস্তই থেঁৎলে গেচে! হাঃ হাঃ হাঃ! যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল! খুব হ'য়েচে!—খুব হ'য়েচে! আরে হতভাগারা, জানিস্ না যে, দৈত্যাধিপতি এবং তাঁ'র সেনাপতির প্রচণ্ড তেজের নিকট তোরা অতি সামান্য জোনাক পোকা!

১ম দৈ।—জোনাকপোকা তবুও ত চক্‌মক্ করে, ব্যাটারা কাঠবেরালী! আমাদের চড় চাপড় আর ঘুঁসো ঘাঁসা খেয়ে ব্যাটাদের আষ্টে পিষ্টে কাল্‌শিরে প'ড়ে গেচে!

না।—খুব হ'য়েচে—খুব হ'য়েচে—অমর না হ'লে মরেই যেত!—(কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) দৈত্যরাজ! ভাল কথা মনে হ'য়েচে।

তা।—কি, দেবর্ষি?

না।—আপনার একটি ভ্রম হ'য়েচে।

তা।—কি ভ্রম, দেবর্ষি?

না।—যে শত্রু, তার স্ত্রীও শত্রু। কারণ, স্বামীর যে শত্রু, তার পত্নীরও সে শত্রু। আপনি এটি বুঝে একটি কাজ ক'ত্তে ভুলেচেন। সে কাজটি এই, আপনি ইন্দ্রের পত্নী শচীকে ধ'রে এনে আপনার মহিষীর পরিচারিকা ক'রে নিযুক্ত ক'রে দিন।

শত্রু-শাসন এইরূপ ক'রেই ক'ত্তে হয়। আপনি ইন্দ্রকে, আর দৈত্যরাণী শচীকে শাসন করুন্। এরূপ না ক'ল্লে, হয় ত শচী হ'তে ইন্দ্র সময়ে কোন পরামর্শ পেয়ে, কোনরূপ গোলো-যোগ ঘটা'তে পারে।

তা।—স্ত্রীলোকের কোন ক্ষমতাই নাই। তা'রা কেবল শোভার সামগ্রী।

না।—না, দৈত্যচূড়ামণি! কোমল এবং সুন্দর কুসুমেও বিষকীট থাকে।

১ম দৈ।—ঠিক্—ঠিক্।

সু।—(তারকের হস্তধারণ করিয়া) নাথ! দেবর্ষি খুব ভাল কথা ব'ল্লেন, তুমি শচীকে এনে দাও। সে আমার দাসী হ'বে।

তা।—আহা! সে, কি অপরাধ করেচে?

সু।—করুক্ আর নাই করুক্, তা'কে এনে দিতেই হ'বে।

না।—(নখরে নখরে আঘাত করিয়া স্বগত) নারদ!—নারদ!!—নারদ!!!

তা।—তোমার ত শত শত দাসী র'য়েচে?

সু।—একা শচী আমার শতসহস্র দাসী হ'বে।

না।—বাস্তবিক, দৈত্যরাণীর সেবা কর্‌বার পক্ষে শচীই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্তা।

তা।—আপনিই দেখ্‌চি, বাড়াবাড়ি ক'ল্লেন।

না।—না না, ঠিক্ কথা বলতে দোষ কি?

সু।—নাথ! বল, তাকে আন্‌বে কি না?

তা।—সে, কি মনে কর্‌বে?

সু।—কি আবার মনে কর্‌বে?

তা।—মনে কর, ইন্দ্র যদি তোমাকে শচীর দাসী ক'রে নিযুক্ত ক'ত্ত, তা হ'লে তুমি কি মনে ক'ত্তে ?

সু। কিছুই না।

তা।—ও কথা কথাই নয়।

সু।—তা' যা হোক, তুমি তাকে আন্‌বে কি না বল ?—(চিন্তিয়া) আচ্ছা, আমি তা'কে কোনরূপ নীচকার্য্য ক'ত্তে দেব না—সে কেবল আমার কবরীবন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌বে।

না।—তবে কে বলে দৈত্যরাণীর হৃদয়ে পরদুঃখকাতরতা এবং দয়া নাই ?

১ম দৈ।—দৈত্যরাণী দৈত্যকুলের সাক্ষাৎ করুণা।

না।—হ'বেন না কেন, কতবড় লোকের সহধর্ম্মিণী।

সু।—(অভিমানভরে) আমি চ'ল্লেম।

তা।—কেন, মহিষি! কি হ'ল ?

সু।—কি আর হ'বে, শচীর কিঙ্করী হইগে। (উত্থানোদ্যোগ)

না।—(স্বগত) নারদ!—নারদ!!—নারদ!!!

তা।—(স্বগত) তাই ত, কি বিপদ! আমি এত বড় বীর, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের নিকট আমার বীরত্ব স্ত্রৈণ্যে পরিণত হ'য়ে গেল। (প্রকাশে) আচ্ছা আচ্ছা, আর যেতে হ'বে না—শচীকে তোমার নিকট আনিয়ে দেওয়া যাবে।

না।—(স্বগত) বাঁচা গেল—আমার প্রথম কৌশল সিদ্ধ হ'ল। (প্রকাশে) দৈত্যরাজ! দেখুন্ দেখি, এখন্ দৈত্যরাণী কত আহ্লাদিতা হ'লেন।

তা।—দেবর্ষি! শচী এখন্ কোথায় ?

না।—বিন্ধ্যাচলের একটি গহ্বরে গোপনে অবস্থান ক'চ্চে।

তা।—আপনি জান্‌লেন কি ক'রে?

না।—ইন্দ্র যখন তা'কে সেখানে গোপনে রাখে, তখন আমি পর্ব্বতের একটি চূড়ার অন্তরালে ব'সে অপনার মঙ্গলোদ্দেশে ভগবান্ রুদ্রের পূজা ক'চ্ছিলেম।

সু।—আপনি আমাদের খুব হিতৈষী। আপনি যদি মধ্যে মধ্যে আমাদের নন্দনকাননে ব'সে রুদ্রদেবের পূজা করেন, তা হ'লে—

না।—(বাধা দিয়া) বেশ কথা—আমার মনের মত কথা। অবশ্য আমি তাই কর্‌ব। আপনাদের মঙ্গলকামনাই ত আমার একমাত্র ব্রত।

সু।—নাথ! শচীর সন্ধান পেলে ত; এইবার আনিয়ে দাও।

তা।—যখন বলেচি, তখন আর অন্যথা হবে না। দু এক দিন অপেক্ষা কর।

না।—দৈত্যনাথ! আমার একটি অনুরোধ আছে।

তা।—আমার নিকট আপনার অনুরোধ নয়—বক্তব্য, বলুন।

না।—শচীকে এনে একটু যত্নে রাখ্‌বেন। হাজার হোক, এক জন রাণী ত বটে। দেখ্‌বেন, কোন পুরুষ, কি স্ত্রী তা'র প্রতি যেন অত্যাচার না করে। সেরূপ ক'ল্লে, আপনার এবং দৈত্যরাণীর অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক হ'বে।

সু।—না, দেবর্ষি! কোন ভয় নেই। সে কেবল আমার কবরী বন্ধন কর্‌বে। তাই তা'র পক্ষে খুব অপমান।

না।—অপমান কি, আপনার কবরী বন্ধন করা শচীর পক্ষে খুব সম্মানের বিষয়। আর একটি কথা বলি, আমি যে শচী

হরণের মন্ত্রণাদাতা, এ কথা যেন সে আপনাদের নিকট হ'তে কোন মতে বুঝ্‌তে না পারে। পাল্লে, আমি আর লজ্জায় এখানে আস্‌তে পার্‌ব না। আবার আমি না এলেও আপনাদের অন্য অন্য কতকগুলি কর্ত্তব্য কার্য্য আট্‌কে যা'বে।

স্থ।—না, দেবর্ষি! আমরা কখনই আপনার কথা অবহেলা করব না।

না।—সকলকেই বল্‌চি, খুব সাবধান—খুব সাবধান! তবে এখন আমি চ'ল্লেম। আবার আস্‌ব।

তা।—যে আজ্ঞে! প্রণাম। আমিও সভাভঙ্গ ক'রে একবার আমার নন্দনকাননে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

ক্রৌঞ্চপর্ব্বত—পার্শ্বে হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্য।

(নেপথ্যে নানাবিধ পশুকোলাহল)

মৃগয়াবেশে একটা প্রকাণ্ড সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

কা।—(সিংহকে মুষ্ট্যাঘাতে বধ করিয়া) এই সিংহটাকে বধ ক'র্‌ব ব'লে ক্রমাগত তিন চার দিন চেষ্টা ক'রে আজ কৃতকার্য্য

…লেম। (মৃত সিংহকে পদাঘাত করিয়া) এই বার পর্ব্বতের গুহায় লুকিয়ে থাক্‌গে রে। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ঐ একটা আবার আমায় তেড়ে আস্‌চে। আয় আয়—না না—তোকে আর আস্‌তে হ'বে না—আমিই যাচ্চি।

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে সিংহের আর্ত্তনাদ ও কার্ত্তিকেয়ের হস্তে নিধন প্রাপ্তি)

বেগে কার্ত্তিকেয়ের পুনঃপ্রবেশ।

কা—(নেপথ্যের অপর দিকে চাহিয়া) ও দিকে আবার কিসের শব্দ? আবার বুঝি একটা আস্‌চে? না—মা আস্‌চেন যে।—ওঁর সঙ্গে উনি কে? (শান্তভাবে দণ্ডায়মান)

ইন্দ্রের সহিত পার্ব্বতীর প্রবেশ।

পা।—বাছা! সর্ব্বদাই কি এইরূপে মৃগয়ায় মত্ত হয়ে থাকবে? একবারও কি আমার কাছে যেতে নেই?

কা।—(পার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া) মা! এই দেখ, কত বড় একটা সিংহ বধ করেচি! আবার ঐ দেখ, ওখানেও একটাকে মেরে রেখেচি।

ই।—(স্বগত) নারদের কথা সত্য বটে—কার্ত্তিকেয় একজন মহাবীর।

কা।—(ইন্দ্রকে দেখাইয়া) মা! ইনি কে?

পা।—বৎস! ইনি দেবরাজ ইন্দ্র। তারক দৈত্য স্বীয় পরাক্রমে বরুণ প্রভৃতি দেবগণের সহিত এঁকে যুদ্ধে পরাভূত ক'রে স্বর্গরাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রেচে।

কা।—অ্যাঁ, সে কি! দৈত্যের হস্তে দেবতার পরাজয়!

ই।—দৈব বিড়ম্বনা।

কা।—দেবতার নিকট আবার দৈব কি? দৈত্যই দৈবের অধীন। তারক কি দেবরাজ ইন্দ্রের অপেক্ষা বীর?

ই।—যে কালে আমি তা'র কাছে পরাজিত, সে কালে সে এখন বীর বৈ কি।

কা।—(সহাস্যে) না না; সে দৈত্য, তা'র আকার অতি বৃহৎ। কিন্তু সে বীর কিসের? আপনি তা'র আকার দেখেই বুঝি ভয়ে পরাজয় স্বীকার করেচেন?

ই।—কুমার! তুমি তা'কে আজিও দেখ নি ব'লে নানারূপ সন্দেহ ক'চ্চ।

কা।—মা'র আদেশ পেলে তা'কে একবার দেখতে চাই।

পা।—বাছা! সেই উদ্দেশেই আমি দেবরাজকে সঙ্গে ক'রে তোমার কাছে এসেচি। দেবরাজের সহায়তা করবার জন্য তোমাকে আজ দেবগণের সেনাপতি হ'তে হ'বে। আমি দেবরাজকে তোমার মত স্নেহ করি; সুতরাং—

কা।—মা! তুমি বীরমাতার মতই কথা ব'ল্লে। আমি দেবগণের সেনাপতি হ'তে ইচ্ছা করি। আমি এত বড় হ'লেম, কিন্তু আজিও দেবতাদের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয়ও হয় নাই। কিন্তু তোমার আশীর্ব্বাদে আজ আমি একবারে দেব-সেনাপতি। এ আমার বড় সৌভাগ্য।

ই।—কুমার! আজ আমি তোমায় লাভ ক'রে যেন আমার বিলুপ্ত আশাকে আবার পেলেম। এস, তবে তোমায় দেব-সেনাপতিত্বে অভিসেক করি।—(অভিষেক করণ)

পা।—আমি তোমাদের উভয়কে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা কৃতকার্য্য হও।

(পার্ব্বতীকে উভয়ের প্রণাম)

কা।—দেবরাজ! আমি অদ্য হ'তে অষ্টাহের মধ্যে আপনাদের শিবিরে যাত্রা ক'র্‌ব। আপনি এক্ষণে দেবগণের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করুন্‌গে।

ই।—আমার সঙ্গে আজই গেলে ভাল হয় না?

কা।—দু' চার দিন পরে গেলে মন্দ হ'বার কথা কি? আগে আমি এই বনের হিংস্র জন্তুগুলোকে বধ ক'রে, তা'র পর দেবহিংস্রক দৈত্যগণকে বধ ক'র্‌ব। আমি যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, তখন সে কার্য্যের সমাপ্তি না ক'রে অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হই না।

ই।—কুমার! তোমার এ কথার মূল্য নাই। বাস্তবিক, এরূপ না ক'ল্লে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

পা।—বৎস! তবে তুমি হিংস্র জন্তু শিকার কর। আমরা এখন চ'ল্লেম।

[পার্ব্বতী ও ইন্দ্রের প্রস্থান।

কা।—প্রাণপ্রতিমাকে আমার দেবসেনাপতিত্বের কথা বলি গে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

ক্রৌঞ্চপর্ব্বত—দেবদারুবন।

দেবসেনার প্রবেশ।

দে।—(একটি দেবদারুবৃক্ষে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া)

(গীত নং ৪)

কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

কা।—(সানন্দে) প্রিয়তমে! আজ তোমায় একটি সুসংবা দেব।

দে।—কি নাথ?

কা।—আজ আমি দেবসেনাপতিত্বে অভিষিক্ত হ'য়েচি।

দে।—কেন, প্রাণেশ্বর?

কা।—তারকাসুরকে স্বজনগণসহ বিনাশ ক'ত্তে।

দে।—কে তোমাকে অভিষিক্ত ক'ল্লে?

কা।—দেবরাজ ইন্দ্র।

দে।—শচীপতি ইন্দ্র?

কা।—তা আমি জানি না। শচী কে?

দে।—পুলোম দৈত্যের কন্যা। ইন্দ্র তাঁহাকে বিবাঃ করেচেন।

কা।—তিনি কি সেই ইন্দ্র?

দে।—তাঁর কি সহস্র চক্ষু আছে?

কা।—আছে।

দে।—তবে তিনিই শচীপতি ইন্দ্র।

কা।—তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

দে।—শ্বশুর ঠাকুরের মুখে শুনেছিলেম।

কা।—বটে। আমি তাঁরি পক্ষ হ'য়ে দৈত্যসমরে অবতীর্ণ হ'ব।

দে।—আমার বড় ইচ্ছা ছিল যে, তোমাকে কোন একটা মহাসমরে বীরত্ব প্রকাশ ক'ত্তে দেখি। তা আজ সে ইচ্ছা ফলবতী হ'ল। দেবসেনা যাঁর পত্নী, তাঁ'র কি শুধু পশুসংহারই সাজে?

কা।—তা' বই কি। দেবসেনা যা'র প্রাণের শক্তিস্বরূপিণী, তা'র পক্ষে দৈত্যসংহারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তা', প্রিয়ে! এখন তোমার আশালতার ফল ফলুক, এই আমার মনস্কামনা।

দে।—নাথ! আজ আমি বড় সুখী হ'লেম।

কা।—বীরপত্নীর ত এইরূপেই সুখী হওয়া চাই। কাপুরুষের স্ত্রী অলঙ্কার, বিবাদ, আর অপর্য্যাপ্ত আহারসামগ্রী চায়।

দে।—কাপুরুষের হাতে পড়্‌লে দেবসেনারও তাই ঘট্‌ত। ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা ভাগ্যে ছিলেন, তাই আমি তোমার মত মহাবীর স্বামী লাভ করেচি। ব'ল্‌তে কি, নাথ! তুমি জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্, আবার বীরত্বগুণে গুণবান্। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার অন্ত নাই। আমি রমণীকুলে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালিনী। আজই ত, শুভযাত্রা করবে?

কা।—(পরিহাস করিয়া) সে কি, প্রিয়ে! আমি না ব'লতে ব'লতে, নিজেই যে তাড়াতাড়ি বিদায় ক'চ্চ।

দে।—(সহাস্যে) আমি ত, নাথ! তোমায় আর আমার জন্য বেশভূষা আন্‌তে কোথাও পাঠাচ্চিনে। তুমি আমার মহা-ভূষণ। শত্রুগণ এরূপ ভূষণের জ্যোতি একবার দেখুক। এ ভূষণ কি চিরকালই কেবল অরণ্য আর পর্ব্বতের শোভা বৃদ্ধি ক'র্‌বে?

কা।—দেবসেনা! তুমি কি সাক্ষাৎ রণশক্তি?

দে।—আমি তোমার কিঙ্করী। কবে যুদ্ধ ক'ত্তে যা'বে?

কা।—এরি মধ্যে। আচ্ছা, প্রিয়ে! দেবদৈত্যসমরে আমার যদি কোন ভালমন্দ—

দে।—(বাধা দিয়া) নাথ! ঐ দেখ, কেমন উদ্ভিজ্জপ্রণয়। ঐ দেবদারুর শাখায় ঐ একটি বনলতা কেমন জড়িয়ে র'য়েচে। আচ্ছা, আমিও কি ঠিক ঐ রকম ক'রে তোমায় জড়িয়ে ধ'ত্তে পার্‌ব না। (কার্ত্তিকেয়কে বাহুযুগলে আবেষ্টন)

কা।—প্রিয়তমে! আমি দেবদারুর চেয়েও সুখী। বনলতা দেবদারুর সঙ্গে কথা ক'চ্চে না, কিন্তু আমার বনলতা আমার তৃষিত কর্ণে বচনপীযূষ বর্ষণ ক'চ্চেন।

দে।—তোমার জন্যে একটি ভাল ধনুক তয়ের করেচি। চল দিই গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিন্ধ্যাচল—একটি গুহা।

বিমর্ষচিত্তে শচী উপবিষ্টা।

শ।—কোথায় আমি দেবরাণী হ'য়ে স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেম, কোথায় পর্ব্বতগুহাবাসিনী হ'য়ে ভিখারিণীর মত দৈবের পদদলিত হ'লেম। হায়! আমার মত দুর্ভাগিনী রমণী আর নাই। আমার পতি দেবগণের অধিপতি। তিনি এখন্ পথের ভিখারীর চেয়েও দুঃখী। বিধাতা! আরও কত দিন আমাদের এইরূপে যাবে! তোমার নিয়তিচক্রের গতি কি আমাদের ভাগ্যপথে আর ঘূরবে না!

(গীত নং ৫)

বিধাতা! কেন তুমি আমাদের তোমার সৃষ্টিকার্য্যের কলঙ্কস্বরূপ ক'রে নির্ম্মাণ করেচ? হায় হায়! আমাদের মত দুঃখী আর নাই। আর যে যন্ত্রণা সয় না। এই পর্ব্বতের গুহায় থাকা অপেক্ষা নরকে থাকা সহস্রগুণে ভাল।

দূরে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ই।—(সদুঃখে স্বগত) আহা! প্রিয়তমা অতল দুঃখসাগরে নিমগ্ন হ'য়ে কত যন্ত্রণাই ভোগ ক'চ্চেন! সে রূপ নাই—সে

কান্তি নাই—সে সুখসৌভাগ্য কিছুই নাই! আমার শচী যেন আর শচী নয়—ব্যাধনিগৃহীতা হতভাগিনী কুরঙ্গী। হায় হায়, বিধাতঃ! আমাকে এও দেখতে হ'ল! (ক্ষণেক চিন্তিয়া) ওঁকে আজকের সুসংবাদ বলি গে। তা' হ'লে ওঁর যন্ত্রণার অনেক উপশম হ'তে পার্‌বে। বাস্তবিক, সুসংবাদের এমনই গুণ যে, কার্য্যে ফলুক আর নাই ফলুক, কিন্তু শোন্‌বামাত্র দুঃখের সঙ্গে আর তত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে না। (শচীর নিকট যাইয়া) প্রিয়ে!

শ।—(প্রকৃতিস্থ হইয়া) প্রাণনাথ!

ই।—আর শোকপরিতাপের প্রয়োজন নাই। ভগবান্ মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিকেয় আমাদের সেনাপতি হ'য়েচেন। এবার আমাদের নির্ম্মূল আশালতার মূল পুনর্ব্বার জীবিত হ'য়েচে। ভরসা আছে, সুফল ফলতে পারে।

শ।—তারক দৈত্য যে মহাবীর।

ই।—কার্ত্তিকেয়ও কোন অংশে দুর্ব্বল ন'ন।

শ।—আমার মনে সন্দেহ হ'চ্চে।

ই।—সন্দেহের স্থলে শুভ আশাকে স্থান দেওয়াই সকলের কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতের কথা কে বল্‌তে পারে? একমাত্র আশাই সকলের পথপ্রদর্শিনী। আশাই কেবল আলোকবর্ত্তিকা ল'য়ে অন্ধকারময় ভবিষ্যতের রাজ্যের দিকে সকলকে নিয়ে যায়।

শ।—বিধাতা আমাদের দিকে মুখ তুলে চা'বেন কি?

ই।—সর্ব্বদাই তাঁ'কে কায়মনোবাক্যে এই অসহ্য দুঃখ জানাতে থাক। এখন্ তুমি আর শোক ক'র না। আর কিছু দিন স্থির হ'য়ে থাক। আমি এখন্ চ'ল্লেম। যুদ্ধের আয়োজন ক'ত্তে হ'বে।

প।—ঘন ঘন যেন সংবাদ পাই।

ই।—তা'র ত্রুটি হ'বে না।

[ইন্দ্রের প্রস্থান।

শ।—আমি কার্ত্তিকেয়কে জানি না, কিন্তু শুন্‌লেম, তিনি মহাদেবের পুত্র। তা হ'লে তিনি যে একজন মহাবীর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তারকাসুর—(নেপথ্যে পদশব্দ শুনিয়া) আবার কি প্রাণেশ্বর ফিরে আস্‌চেন? একটু এগিয়ে দেখি। (কিয়দ্দূর অগ্রসরণ)

সহসা চারিজন দৈত্যসৈনিকের প্রবেশ।

১ম দৈ।—আর তোমাকে এই পর্ব্বতগুহায় থেকে কষ্ট সহ্য ক'ত্তে হ'বে না।

শ।—(চমকিত ও ভীত হইয়া) কা'রা তোমরা?

১ম দৈ।—তোমার দুঃখমোচনকারী।

শ।—আমার দুখমোচনকারী আমার একমাত্র স্বামী।

১ম দৈ।—কে তোমার স্বামী?

শ।—দেবরাজ ইন্দ্র।

২য় দৈ।—ঠিক হ'য়েচে—ঠিক্ হয়েচে—এই মাগীই বটে।

শ।—তোমরা কি আমকে রমণী পেয়ে উৎপীড়ন ক'ত্তে এসেচ?

১ম দৈ।—আমাদের কাছে পুরুষও নেই আর রমণীও নেই। আমরা প্রভুর আজ্ঞাধীন। তাঁ'র আজ্ঞা পেলে সবই ক'ত্তে পারি।

শ।—কে তোমাদের প্রভু?

১ম দৈ।—স্বর্গাধিপতি দৈত্যরাজ তারক।

শ।—(শুনিয়া সভয়ে) হা নাথ! হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে। আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তোমার কিঙ্করীকে দৈত্য-দস্যুতে হরণ ক'রে নিয়ে যায়।—(পলায়নের চেষ্টা)

২য় দৈ।—যমের হাত ছাড়াতেও পার, কিন্তু আমাদের কাছে তা' আর পার্‌বে না। তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হ'বে।

শ।—আমি কখনই যা'ব না।

২য় দৈ।—(১ম দৈত্যসৈনিকের প্রতি) মাগী বলে কি হে?

১ম দৈ।—মুখে অমন বলে, কিন্তু মনে মনে খুব ইচ্ছে আচে।

শ।—আমার মুখেও যা—মনেও তা। আমি শপথ ক'রে বল্‌চি, কখনই যাব না—যাব না—যাব না।

১ম দৈ।—আমরাও তোমার দিব্যি ক'রে বল্‌চি, কখনই ছাড়্‌ব না—ছাড়্‌ব না—ছাড়্‌ব না।

শ।—(সরোদনে) তোমরা আগে আমার প্রাণবধ কর, তার পর নিয়ে যাও।

২য় দৈ।—(বিকৃতমুখে) আমরা কি মড়া বইতে এয়েছি?

শ।—(সক্রোধে) আমাকে যদি নিয়ে যাস্‌, তা' হ'লে তোদের কখনই ভাল হ'বে না। আমি যদি সতী হই, তবে তোদের প্রভুর সহিত তোরা নিশ্চয় নিপাত যা'বি।

১ম দৈ।—(সক্রোধে) বড় বাড় দেখচি যে! (দৈত্যগণের প্রতি) ওহে, ধর মাগীকে—চুলে ধ'রে নিয়ে চল্‌। (সকলের শচীর কেশাকর্ষণ)

শ।—(অত্যন্ত রোদনে) হা দেবরাজ! তোমার পত্নীর কি দুর্দ্দশা ঘট্‌ল, একবার দেখে যাও। ওরে দুরাত্মারা! ছাড় ছাড় ছাড়। স্ত্রীলোকের উপর বীরত্ব! তোদের ধিক্! নিপাত যা—নিপাত যা—নিপাত যা। যদি ধর্ম্ম থাকেন, তবে অবিলম্বে এর প্রতিফল পা'বি—পা'বি—পা'বি।

[শচীকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—নন্দনকানন।

কুম্ভোদরের প্রবেশ।

কু।—(কল্পতরুর নিকট দাঁড়াইয়া) আচ্ছা যা হৌক্, এমন ত কখন দেখিনি। লোকেই যাদুবিদ্যে জানে, কিন্তু এ গাছটাও তা' জানে, এ আমি আগে কখন জান্‌তেম না। এ গাছটা কি অদ্ভুত গাছ, বাবা! এ পির্‌তি নিমিষে কত রকম ফল—কত রকম ফুল—কত রকম পাতা উৎপন্ন ক'চ্চে। আমি ত এর ফল খেয়ে খেয়ে তেহারা মুটিয়ে গেলুম। এত দিনে আমার কুম্ভদর নাম সাথক হ'ল। ভগবান্ রুদ্দুরদেবের ইচ্ছে। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) হুঁ হুঁ; আমি এক কাজ করি। এর ডালে কতকগুলো কলম করি। তা' হ'লে বিস্তর টাকা উপাজ্জন

হ’বে। এর কলমের চারা পেলে আর কি কেউ অন্যি গাছ কিন্‌বে? মালী ব্যাটাদের মাথা খাই দাঁড়াও।

একজন দৈত্যের প্রবেশ।

দৈ।—ওহে কুম্মুদর?

কু।—হাঁ হাঁ—বল্ বল্। (স্বগত) এ ব্যাটা আবার কোথেকে ম’ত্তে এল?

দৈ।—এক কাজ ক’ত্তে পার?

কু।—কি—কি?

দৈ।—এই গাছটা থেকে আমায় কতকগুলো ফল পেড়ে দিতে পার?

কু।—আমার হাত বাড়ায় না।

দৈ।—আচ্ছা, তুমি আমার কাঁধে চড়।

কু।—তা’ হ’লে হ’তে পারে বটে। আচ্ছা, তুই ব’স্।

দৈ।—(বসিয়া) বসেচি, চড়।

কু।—(স্কন্ধে বসিয়া) চড়েচি, ওঠ্।

দৈ।—(কষ্টেসৃষ্টে উঠিতে উঠিতে স্বগত) শালা কি ভারী। শালার চেয়ে শালার পেট্‌টা দশগুণ ভারী। (দণ্ডায়মান)

কু।—(স্বগত) শালাকে আজ জব্দ ক’চ্চি। ফলগুলো পেড়ে পেড়ে আপনি খাই। শালাকে একটাও দেব না। (ফল পাড়িয়া ভক্ষণ)

দৈ।—(বিলম্ব দেখিয়া) কই হে, ফল দাও না?

কু।—আরে মুক্‌খু! এখনো হাত বাড়াচ্চে না। তুই আর একটু উঁচু হ।

দৈ।—আবার কি করে উঁচু হব?

কু।—বুড়ো আঙুলের উপর ভর দে দাঁড়া না।

দৈ।—আর আমি পারিনে—আমার কাঁধে বড় লাগ্‌চে।

কু।—আর খানিক দাঁড়া না।

দৈ।—(স্বগত) আঃ, ঘাড়টা ভেঙে গেল! শালা নাবে না কেন? ভালমানুষের কাল নেই। দাঁড়া ত শালা! (প্রকাশে) ওহে কুম্বুদর! সেনাপতি মশাই এ দিকে আস্‌চেন।

কু।—(সভয়ে) অ্যাঁ—অ্যাঁ—কই কই—কোন্ দিকে কোন্ দিকে? (স্কন্ধ হইতে লম্ফপ্রদান ও আঘাতিত হইয়া পতন)

[বেগে দৈত্যের প্রস্থান।

(বিকৃতমুখে) সেনাপতি মশাই কই? কেউ ত নেই। শালা আমাকে ফাঁকি দে পালাল রে! আঃ, পেট্‌টায় বড্ড ধাক্কা লেগেছে। তা লাগ্‌বে না কেন? পরের মন্দ ক'ত্তে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। ফাঁকি দে গাছের ফল খেতে গিয়ে, হাতে হাতে পির্‌তিফল ফলে গেল। একটু শুয়ে থাকি গে।

[খঞ্জবৎ ধীরে ধীরে প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

না।—(চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) এই কল্পতরুমূলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি। স্থানটি বড় মনোহর। তারকের আদেশে দৈত্যেরা শচীকে হরণ ক'রে এনেচে। তিনি মনে মনে বড় ভয় পেয়েচেন। তা পাবেন না কেন? শত্রুপুরীতে কে কোথায় আনন্দ-ভোগ ক'রে থাকে? যাই হোক্, আমি যে তাঁ'কে কৌশল ক'রে এখানে আনিয়েচি, তা তিনি জান্‌তে পারেন নাই। তিনি

বুঝেচেন, তারকাসুরই অনুসন্ধান ক'রে তাঁ'কে ধ'রে এনে সুরসার পরিচারিকা ক'রে নিযুক্ত ক'ল্লে। আহা, শচীর কষ্টের উপর দ্বিগুণ কষ্ট হ'ল। তা কি করব বল? না হ'লে যে চলে না। তারকাসুর কখন্ কিরূপ যুদ্ধসম্বন্ধিনী মন্ত্রণা করে, তা আমার জান্‌বার উপায় ছিল না। সে আমাকে অনেক কথা বলে বটে, কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির বিষয় কিছুই বলে না। শচী এখানে সর্ব্বদা থাক্‌লে, সেই সকল বিষয় অনেক জান্‌তে পার্‌বেন। তা হ'লে আমিও আবার তা'র নিকট হ'তে তা জেনে জেনে দেবতাদের নিকট বল্‌ব। তা হ'লে শচীরও মঙ্গল, আর দেবতাদেরও মঙ্গল। এই জন্যেই আমি কৌশল ক'রে শচীকে এখানে আনালেম। ইন্দ্র বা অন্যান্য দেবগণের নিকট এ কথা বলা হ'বে না। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) এখন আমাকে আর একটি কাজ ক'ত্তে হবে। চণ্ডবিক্রমের সঙ্গে তারকের মনোবিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া খুব কর্ত্তব্য। চণ্ডবিক্রম ব্যাটা তারকের অর্দ্ধবলস্বরূপ। সেটাকে তারকের ঘোরতর শত্রু ক'ত্তে পাল্লে দেবতাদের অনেক মঙ্গল। আমার উদ্দেশ্যও তাই। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) কি কৌশল ক'ল্লে পর এই দুজনের মধ্যে সাংঘাতিক শত্রুতা ঘট্‌তে পারে? হাঁ মনে হ'য়েছে।—চণ্ডবিক্রম তারকের কন্যা শোভনাকে বিবাহ কর্‌বার আশায় আছে। তাই সে তাকে সর্ব্বদা প্রণয়ের চক্ষে দেখে। আমি এই সূত্র অবলম্বন ক'রে কার্য্যোদ্ধারের উপায় করি। এখন একবার আমাকে ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে যেতে হ'ল। দেখি কার্ত্তিকেয় এখনও সেখানে আছেন কি দেবগণের নিকট এসেছেন।

[প্রস্থান।

সুরসা, শচী ও দৈত্যকিঙ্করীগণের প্রবেশ।

সু।—(সাহঙ্কারে) আর কাঁদ্‌লে কি হ'বে? (কেশগুচ্ছ দেখাইয়া) আমার এই কেশে কবরী বাঁধ্‌বার জন্যে তোকে আনিয়েচি। তুই আমার দাসী। দাসীর যা কর্ত্তব্য, তাই কর্‌। মিছে কেঁদে আর কি কর্‌বি?

শ।—(সাশ্রুনয়নে) গৌরব রেখে কথা কওয়ায় গৌরব আছে, সে কথা কি তুমি ভুলে গেলে?

সু।—দাসীর সঙ্গে আবার কে কোথায় গৌরব রেখে কথা কয়? তুই যে আজ নূতন কথা ক'চ্চিস্‌ লা! আহা, কি আমার গৌরবিনী লো!

শ।—কারে পেলে ভেকবধূও যে ভুজঙ্গমহিষীর মস্তকে পদাঘাত করে, তা আজ স্বচক্ষে দেখ্‌লেম।

সু।—(সক্রোধে) মুখ সাম্‌লে কথা ক। জানিস্‌, আমার হাতে তোর প্রাণ।

শ।—এ ছার প্রাণ এখনি নাও।

সু।—আগে মান দে। তার পর প্রাণ।

শ।—হা বিধাতা! তোমার মনে এতও ছিল! দেবেন্দ্র-মহিষী আজ দৈত্যপত্নীর পরিচারিকা!—দাসী! এর চেয়ে যে আমার মৃত্যু কোটিগুণে ভাল ছিল।

সু।—আমার স্বামীর অনুরোধে তোর অনেক কটুকাটব্য সহ্য ক'চ্চি, নৈলে আজ সুরসার হাতে তোর অপমানের এক-শেষ হ'ত।

শ।—যখন দাসী ব'লে সম্বোধন ক'চ্চ, তখন আর অপ-মানের বাকী কি?

সু।—বাকী দড়ী আর কলসী!

শ।—হা দেবরাজ! হা নাথ! একবার এসে তোমার সহধর্ম্মিণীর দারুণ অপমান স্বচক্ষে দেখে যাও।

সু।—তোর স্বামী আমার স্বামীর দাস, আর তুই আমার দাসী।

শ।—অত বাড় ভাল নয়।

সু।—ফের যদি ও রকম চড়া চড়া কথা বল্‌বি, তা হ'লে তোকে আমার দাসীদের দাসী ক'রে দেব। (দাসীদের প্রতি) ওলো, তোরা একে এখন নিয়ে গিয়ে অন্ধকার ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে দে ত। দেখি কতদূর তেজ।

[শচীকে লইয়া দাসীদের প্রস্থান।

আমি এখন একবার মহারাজের কাছে যাই। তাঁকে শচীর এই সকল গর্ব্বের কথা বলি গে। আর আমি তাঁর বারণ শুন্‌ব না। আবার যদি শচী কোন কটু কথা বলে, তা' হ'লে আমার মনে যা আছে, তাই কর্‌ব। দাসীর আবার গুমোর কিসের?

[ক্রোধভরে প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তীতৃয় দৃশ্য।

অমরাবতী—শোভনার ক্রীড়াগৃহ।

চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

চ।—(সানন্দে) দৈত্যরাজকুমারী শোভনা এই গৃহে সর্ব্বদাই খেলা ক'র্ত্তেন। কিন্তু আজ কাল আর বড় এখানে আসেন না। এখন্ তাঁর জননীর নিকটেই অবস্থান করেন। শরদিন্দু ব্যতীত নীলনভস্তলের যেমন শোভা হয় না, শোভনা ব্যতীত এই গৃহটিও এখন তাই হয়েচে। যা'কে যে ভালবাসে, তা'কে সে যেন প্রাণের অপেক্ষাও অধিক দেখে। এমন কি, তা'র ভালবাসার সামগ্রীগুলিও যেন ভালবাসায় মাখান ব'লে বোধ হয়। এই জন্যই শোভনার এই খেলনাগুলিও আমার চক্ষে কত সুন্দর—কত মূল্যবান্ বোধ হ'চ্চে। শোভনা যদিও এখন্ বালিকা, তবু আমার চক্ষে যেন যৌবনের সীমাসন্নিহিতা। শোভনাই আমার প্রাণপুত্তলী—আমার জীবনস্বরূপিণী—আমার হৃদয়েশ্বরী। না, আমি এ কি বল্‌চি? এখন্ তিনি কার? তাঁর পিতার আদেশ ভিন্ন তিনি ত আমার হ'তে পার্বেন না। হা, কেবলই কি তাঁকে চক্ষে দেখ্‌ব! কেবলই কি শোভনা বলে ডাক্‌ব! প্রিয়তমা বলে ডাক্‌তে পাব না! দৈত্য-

রাজই তা জানেন। বিধাতঃ! আমার আশা যেন ফলবতী হয়। (ইতস্তত প্রক্রমণ)

দূরে শোভনার প্রবেশ।

(দেখিয়া) এই যে আমার জীবন্ত আশা!

শো।—কেমন কৌশল করেচি।

চ।—(পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া সহাস্যে) কি কৌশল শোভনা?

শো।—(সহসা চমকিত হইয়া) কে, সেনাপতি?

চ।—(স্বগত) আহা, এই চন্দ্রমুখে কবে 'শোভনাপতি' শব্দটি নিঃসৃত হ'বে! (প্রকাশে) কি কৌশল, রাজকুমারি?

শো।—এই মা, দেবরাজের শচীকে বড় বক্‌ছিলেন, আর শচী কাঁদ্‌ছিলেন, তা দেখে আমার বড় দুঃখু হ'ল। কাজেই আমি একটা কৌশল ক'ল্লেম।

চ।—সে কৌশলটা কি শোভনা?

শো।—কৌশলটা বুঝ্‌তে পাল্লে না?

চ।—বুঝেচি।

শো।—কি বল দেখি?

চ।—(সহাস্যে) শচীকে তুমি শাশুড়ী ব'লেচ।

শো।—(সলজ্জে) দূর।

চ।—(সহাস্যে) তবে কি?

শো।—আমি মাকে ব'ল্লেম, যদি তুমি শচীকে আবার এমন ক'রে গালমন্দ দাও—কাঁদাও, তা' হ'লে আমি খা'ব না—না'ব না।

চ।—(সহাস্যে) তা'র পর?

শো।—মা আর শচীকে কিছু বল্‌বেন না।

চ।—শোভনা!

শো।—উঁ।

চ।—তোমার পুতুলের বিয়ে দাও নাই?

শো।—হুঁ, দিয়েচি। তুমি বর ক'নে দেখ্‌বে?

চ।—ঐ বুঝি?

শো।—হ্যাঁ।

চ।—আমি আর একটি ক'নে দেখিচি, কিন্তু তার বর দেখিনি।

শো।—কই সে ক'নে?

চ।—(সহাস্যে) এই যে তুমি।

শো।—দূর। আমি শচীর কাছে যাই।

[দৌড়িয়া প্রস্থান।

চ।—শোভনা কি সাক্ষাৎ চপলা?

তারকের প্রবেশ।

তা।—শোভনা কোথা দৌড়ে গেল?

চ।—শচীর নিকট।

তা।—সেনাপতি!

চ।—মহারাজ!

তা।—অগ্নি পরাজিত হ'লে পর, মনে করেছিলেম, ইন্দ্র আর যুদ্ধের নামগন্ধও কর্‌বে না, কিন্তু সে আবার আর এক-জনকে সেনাপতি ক'রেচে।

চ।—কে সে, দৈত্যনাথ?

তা।—কার্ত্তিকেয় ব'লে তা'দের কে একজন বীর।

চ।—কই, এত দিন ত তা'র নামও শুনি নি।

তা।—আমিও জান্‌তেম না। এই কতক্ষণ একজন দেব-দূত এসেছিল; তারই মুখে সমস্ত ব্যাপার শুন্‌লেম।

চ।—কবে আবার যুদ্ধ হ'বে?

তা।—ইন্দ্র ব'লে পাঠিয়েচে যে, আগামী ত্রয়োদশী তিথির প্রাতে পুনর্ব্বার সমরাবতারণা হ'বে।

চ।—ইন্দ্র নিতান্ত দৈববিড়ম্বিত, নৈলে পুনঃপুনঃ কেন এরূপ নির্ব্বোধের কার্য্য ক'ত্তে অগ্রসর হয়। তার সঙ্গে আর যুদ্ধ ক'ত্তে ইচ্ছা হয় না।

তা।—তা ত জানি। তবে কি না, তা'র আহ্বানে আমরা নীরব থাক্‌লে, সে মনে কর্‌বে, তারক ভীত হ'য়েচে।

চ।—সে কথা বাস্তবিক।

তা—তবে তুমি পুনর্ব্বার সমরব্যাপারের আয়োজনে প্রবৃত্ত হও। এখনো ত্রয়োদশী তিথির একসপ্তাহ বিলম্ব আছে। এবার তুমি ইন্দ্রকে পরাজয় ক'রে বিশ্বরাজ্যের শেষ সীমা পর্য্যন্ত তাড়িত ক'রে দিয়ে এস। আর যেন সে আমাকে এরূপ ক'রে বৃথা বিরক্ত না করে।

চ।—রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য! তবে এখন আমি চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

সুরসার প্রবেশ।

তা।—মহিষি! আবার আমাদের পরম শত্রু ইন্দ্র যুদ্ধ ক'ত্তে ইচ্ছা করেচে।

সু।—তাকে এবার বেঁধে নিয়ে এস। তা হ'লে তা'র যেমন কর্ম্ম, তেম্নি ফল হ'বে। সে এখানে এসে, তার শচীকে আম্মার কবরীবন্ধন ক'ত্তে দেখুক।

নারদের প্রবেশ।

তা।— আসুন, দেবর্ষি! প্রণাম।

না।—জয় হোক দৈত্যরাজ! মঙ্গল হোক্ দৈত্যরাণি!

সু।—দেবর্ষি! ইন্দ্রের শচী আমার কবরীবন্ধন ক'রে দিয়েচে।

না।—সে তা'র উপযুক্ত কার্য্যই করেচে। তা'র যথেষ্ট পুণ্যবল বল্‌তে হ'বে যে, সে আপনার কেশস্পর্শ ক'ত্তে পেয়েচে।

তা।—দেবর্ষি! ইন্দ্র আবার যে যুদ্ধের জন্য দূত পাঠিয়েছিল।

না।—বলেন কি, দৈত্যনাথ! আমি শুনে চমৎকৃত হলেম যে! ইন্দ্রের নিতান্তই বুদ্ধিভ্রংশ হ'য়েচে। সে দেবকুলের অধম। এবার বুঝি নিজে যুদ্ধ ক'ত্তে ইচ্ছা করেচে?

তা।—না। কার্ত্তিকেয় ব'লে কে একজন দেবতা তা'র সেনাপতি হয়েচে। সেই যুদ্ধ করবে।

না।—(সহাস্যে) সেটা আবার দেবতা! একটা উপদেবতা! একটা জঙ্গুলে!—দিবারাত্র পশুবধ ক'রে বেড়ায়। নিজেও একটা পশু!

তা।—কে সে, বল্‌তে পারেন?

না।—দেবসেনার স্বামী।

সু।—দেবসেনা কে, দেবর্ষি?

না।—আরও কি বিশেষ ক'রে বল্‌তে হবে? আপনি ত

শুন্লেন, আপনাদের একজন নূতম শক্রর পত্নী। সুতরাং আপনাদেরও শক্র। কিন্তু তা'র একটা বিশেষ গুণ আছে।

সু।—কি গুণ, দেবর্ষি ?

না।—সে চমৎকার পুষ্পমালা গাঁথ্তে পারে। দেবকন্যাদের মধ্যে কেহই তেমন পারে না। সে নিজের গাঁথা মালা নিজের কবরীতে ভূষিত করে, কখন অন্যকে এক ছড়াও দেয় না।

সু।—কিন্তু যদি আমি তা'র গাঁথা মালা আমার কবরীতে ভূষিত ক'ত্তে পারি, তা' হ'লে কি হ'বে ?

না।—তা হ'লে তা'র অহঙ্কার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) আমারও তাই ইচ্ছা। তবে কি জানেন, তাকে এখানে আনয়ন করা বড়—

সু!—(বাধা দিয়া) দৈত্যরাজপত্নীর অসাধ্য কি আছে ? সে কোথা থাকে, বলুন্। দেখি, আমি তাকে আন্তে পারি কি না ?

না।—আপনি মনে ক'ল্লে কি না ক'ত্তে পারেন ? আপনারই প্রভাবে দেবেন্দ্রপত্নী শচী কবরীবন্ধনকারিণী, আর দেবসেনা যে আপনার কবরীতে পুষ্পহার পরা'বে, এ ত অতি সামান্য কথা।

সু।—(তারকের প্রতি) নাথ ! দেবসেনাকে আনিয়ে দাও।

না।—(স্বগত) নারদ !—নারদ !!—নারদ !!!

তা।—মহিষি ! আর কেন ? আমি এরূপ পাপ কার্য্য ক'ত্তে ভাল বাসিনে। এ আশা পরিত্যাগ কর।

সু।—তবে তুমিও ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ইচ্ছা ছেড়ে দাও।

না।—এ কথা আপনি বল্তে পারেন ; হাঃ হাঃ হাঃ। (স্বগত) নারদ !—নারদ !!—নারদ !!!

তা।—শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা আর একজন শত্রুপত্নীর হাতের মালা কবরীতে পরা বুঝি সমান হ'ল ?

সু।—আমার কাছে দুইই সমান।

তা।—বটে। (সহাস্যে) এইবার তোমায় আমার মন্ত্রী করব !

সু।—এখন পরিহাস রাখ। দেবসেনাকে আনাবে কি না বল ?

তা।—দেবর্ষি ! আপনি কোথা হ'তে এক একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে দেন। দেখুন দেখি, এ কি ব্যাপার।

না।—মহারাজ ! আমার বিবেচনায় এ বিভ্রাট নয়। আমার কাছে পুরুষ আর স্ত্রী উভয়েই সমান শত্রু।

তা।—তা যাই হোক্, আমি এ কার্য্য ক'ত্তে পারব না। আমি চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

সু।—দেবর্ষি ! উনি দেবসেনাকে নেই বা আনালেন, আমি যে কালে ইচ্ছে করেচি, সেকালে তা'কে আনাবই আনাব।

না।—বটেই ত। আমারও তাই ইচ্ছা। আমি জানি, আপনার কথাও যা'—কাজও তা'।

সু।—দেবসেনা কোথা থাকে, ব'ল্লেন না ?

না।—কথায় কথায় ভুলে গিয়েচি—কিছু মনে করবেন না। আপনি ক্রৌঞ্চপর্ব্বত জানেন ?

সু।—নাম শুনেচি।

না।—দেবসেনা এখন সেখানেই আছে। তার স্বামী দেবগণের নিকট এসেচে আর সে একাকিনী সেখানে অবস্থান

ক’চ্চে। সে বড় তেজস্বিনী স্ত্রীলোক। যে সে গেলে, তাকে আনয়ন করা বড় দুর্ঘট। সুতরাং আপনি এখন এক কাজ করুন্।

সু।—কি—বলুন?

না।—আমি কাল রাত্রিকালে তা’র কাছে গিয়ে বল্‌ব যে, তোমার স্বামী কার্ত্তিকেয় বলেচেন, ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে তোমার একাকিনী থাকা হ’বে না। তুমি দেবর্ষি নারদের সঙ্গে বরাবর আমার কাছে চ’লে এস। আমি এইখানে কোন নিভৃত স্থানে তোমায় রেখে দেব। তা’র পর যুদ্ধ শেষ হ’য়ে গেলে, তোমায় নিয়ে আবার ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে যাব।

সু।—এ কথা ব’ল্লে, সে আপনার সঙ্গে আস্‌বে কি?

না।—অবশ্য আস্‌বে। সে তা’র স্বামীকে বড় ভালবাসে।

সু।—আচ্ছা, তার পর কি ক’র্‌বেন?

না।—তার পর, যখন সে আমার সঙ্গে পথে আস্‌তে থাক্‌বে, তখন আপনাদের সেনাপতি চণ্ডবিক্রম যেন সেখান থেকে, তাকে আমার নিকট হ’তে কেড়ে নিয়ে আসেন।

সু।—আর কি কেউ গেলে হ’বে না?

না।—না। আমি ত আগেই বলেচি, সে বড় তেজস্বিনী। আবার সে যুদ্ধনীতিতেও শিক্ষিতা।

সু।—তবে ত সে আমাদের পরম শত্রু। তাকে এখানে আনা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

না।—রাজমহিষি! তা আর বল্‌তে? যা’ হোক, নারদ যে পরামর্শ দিয়ে এই কাজ ক’চ্চে, এ কথা যেন সেনাপতি ব্যতীত আর কেউই জান্‌তে না পারে।

সু।—না না, সে কি। আপনি আমাদের পরম উপকারী, আপনি যা বল্‌বেন, আমরা তা'ই ক'র্‌ব।

না।—তা' হ'লেই উভয় দিক রক্ষা হয়।

সু।—তবে এখন আমি সেনাপতিকে ডাকিয়ে এনে আপনার পরামর্শমত কাজ করিগে। হঁ্যা দেবর্ষি! দেবসেনা কি খুব সুন্দরী?

না।—যেখানে একলা থাকে। আপনার কাছে এলে আর সুন্দরী ব'লে গণ্য হ'বে না। চন্দ্রের নিকট খদ্যোত কি কখন রূপের গৌরব ক'র্ত্তে পারে?

সু।—আমি এখন চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

না।—এই সময়ে আমিও একবার গোপনে গোপনে দেবতাদের নিকট যাই।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

ক্রৌঞ্চপর্ব্বত—দেবদারুবন।

দেবসেনার প্রবেশ।

দে।—(ইতস্ততঃ প্রক্রমণ করিতে করিতে) প্রাণেশ্বর দৈত্য-যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে এলে আমি দেবগণের নিকট বীরপত্নী ব'লে সমাদৃত হ'ব। তার চেয়ে আমার আনন্দ কি? যে যা সর্ব্বদা ভাবে, সে, তাই যেন চক্ষে দেখ্‌তে পায়। তাই আমি আমার হৃদয়েশ্বরকে দৈত্যদের সঙ্গে যেন যুদ্ধ ক'র্ত্তে দেখ্‌চি। দৈত্যেরা যেন পরাজিত হ'য়ে চার দিকে দৌড়ে পালাচ্চে। কত দৈত্য আমার বীরপতির শাণিত অস্ত্রে ছিন্নমুণ্ড হ'য়ে সমরক্ষেত্রে গড়াগড়ি দিচ্চে। আবার ঐ যেন দেখ্‌চি, আমার হৃদয়রঞ্জন দৈত্যযুদ্ধে জয়ী হ'য়েচেন ব'লে, দেবতারা তাঁ'র কতই প্রশংসা ক'চ্চেন—কণ্ঠদেশে জয়মাল্য পরিয়ে দিচ্চেন। প্রাণনাথ ফিরে এলে, আমিও ফুলের মালা গেঁথে তাঁ'র গলায় পরিয়ে দেব।

(গীত নং ৬)

রাত্রি অনেকটা বেড়ে এল। এখন শিলাগৃহে গিয়ে একটু শুই গে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

পার্ব্বত্যপ্রদেশীয় অরণ্যমধ্যস্থ পথ।

চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

চ।—আমি বীর হ'য়ে আজ একটা কাপুরুষের মত কার্য্য ক'ত্তে এলেম। এই কার্য্যটার কথা মনে হ'লে বড় ঘৃণা হয়। কিন্তু কি করি, আশা যে আমাকে ক্রমাগত এই দিকেই পরিচালিত ক'চ্চে। শোভনা! আজ আমি তোমার জন্যই দেবসেনাহরণরূপ অসৎকার্য্যের পক্ষপাতী হ'য়েচি। আমি তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ লাভ ক'র্‌ব ব'লে, দেবসমরে ঝাঁপ দিয়ে, সর্ব্বদাই তোমার পিতার মনস্তুষ্টি সম্পাদন ক'চ্চি। আজ আবার তোমার জননীর অনুরোধে কার্ত্তিকেয়ের পত্নীকে বলে হরণ ক'রে নিয়ে যেতে এসেচি। অকপটহৃদয়ে বল্‌চি, কেবল তোমার জন্য আমি এখন্ সকলই ক'ত্তে পারি। এতে আমার পাপ হয় হউক, তোমাকে পেলেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'বে। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তিয়া) না—এ কাজ কর্‌ব না। দেবসেনা যদিও শক্রপত্নী, তবুও সে স্ত্রীলোক। পৌরুষভূষণভূষিত চণ্ডবিক্রমের কি তাকে দস্যুর ন্যায় হরণ করা উচিত? আমার এত বীরত্ব কি অবশেষে পরস্ত্রীচৌর্য্যকার্য্যে কলঙ্কিত হ'বে? তা কখনই হ'বে না—আমি এ কুকার্য্য ক'ত্তে পার্‌ব না। ফিরে যাই—

যা হয় হ'বে।—(ক্ষণেককাল ভাবিয়া) কই, তা ত পাল্লেম না। কেন পাল্লেম না?—তা জানি না। শোভনাই তা জানে। শোভনা! শোভনা! আমার আশাময়ী শোভনা! তোমাকে মনে পড়্‌লে আমার আর চিত্ত স্থির থাকে না। কোন্ কার্য্যে পাপ আর কোন্ কার্য্যে পুণ্য, আমি তার কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। তুমি আমার পূতমন্ত্রস্বরূপিণী। যদি আমি আজ দেবসেনা-হরণকার্য্যে পাপলিপ্ত হই, তা' হ'লে তুমিই আমাকে সে পাপ হ'তে নির্ম্মুক্ত ক'র। এখন আমি ঐ বৃক্ষটার অন্তরালে অপেক্ষা করি। দেবর্ষি এই দিক্ দিয়ে দেবসেনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন ব'লেচেন। (বৃক্ষান্তরালে অবস্থিতি)

কিয়ৎকাল পরে নারদ ও দেবসেনার প্রবেশ।

দে।—দেবর্ষি! আরও কত দূর?

না।—যতটা এসেচি, আরও ততটা।

দে।—আমি এমন জান্‌লে, হাতে ক'রে একখানা অস্ত্র নিয়ে আস্‌তেম। একে আরণ্যপথ, তাতে আবার রাত্রিকাল।

না।—কিছু ভয় নেই। তা থাক্‌লে কি আমি আর অস্ত্র আন্‌বার কথা বল্‌তেম না?

দে।—আপনি সর্ব্বদা যাওয়া আসা করেন, তা' আপনিই জানেন। (ক্ষণেক কাল ভাবিয়া) হ্যাঁ দেবর্ষি! আমার স্বামী কি আমার থাক্‌বার জন্য স্বতন্ত্র স্থান ঠিক্ ক'রে রেখেচেন?

না।—ব'ল্লেন ত রেখেচেন।

দে।—আচ্ছা, সেখান থেকে কি সমরক্ষেত্র দেখা যায়?

না।—তা' আমি ব'ল্‌তে পারি না।

দে।—এর মধ্যে আমার স্বামীর সঙ্গে দৈত্যদের কোন যুদ্ধ ঘটনা হয়েচে?

না।—কই, তাও ব'ল্‌তে পারি না।

দে।—তাঁ'র কাছে গেলেই সব জান্‌তে পার্‌ব—কেমন?

না।—অবশ্য। তিনি, যা যা হ'য়েচে, সবই ব'ল্‌বেন।

দে।—দেবর্ষি! আমি এই গাছতলাটায় একটু বসি। তার পর আবার যাব।

না।—হাঁ হাঁ, একটু বিশ্রাম না ক'ল্লে, হাঁট্‌তে অত্যন্ত কষ্ট হবে। (স্বগত) এইখানে না চণ্ডবিক্রমের গোপনে থাক্‌বার কথা ছিল? কই, কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্চি না। সে যদি না এসে থাকে, তবে আমি দেবসেনাকে এখন কোথা নিয়ে যাই? দেবসেনা ত স্বামীর কাছে যাচ্চেন ব'লে ঠিক ক'রেচেন, কিন্তু আমি যে এখন বিষম ফাঁফরে পড়ি। না—নারদ তা কখন পড়েও নি—পড়্‌বেও না। এখনি আবার এক গেচ্‌কোফেরের কথা পেড়ে যেখানকার দেবসেনা, সেইখানেই রেখে আস্‌ব। (চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) ঐ না—ঐ গাছটার পশ্চাতে চণ্ডবিক্রম দাঁড়িয়ে আছে?—ঐ বটে। তা আমি এখন একটু স'রে পড়ি। (প্রকাশে) হ্যা দেখ, বীরপত্নি! তুমি এক্‌টু ব'স। আমিও এই সময়ে ঐ জলাশয়ে গিয়ে এক্‌টু জল পান ক'রে আসি। বুড়ো হাবড়া মানুষ, এক্‌টু হাঁট্‌লেই অত্যন্ত পিপাসা পায়।

দে।—আপনার কমণ্ডলু ক'রে আমার জন্যও একটু জল আন্‌বেন।

না—অবশ্য অবশ্য। আমি তবে যাই।

[প্রস্থান।

দেবসেনার নিকট সহসা চণ্ডবিক্রমের আবির্ভাব ও হস্তধারণ করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ।

দে।—পামর! রাক্ষস! দৈত্য! ছাড়্—ছাড়্—তুই পুরুষ—আমি স্ত্রীলোক—পরপত্নী—ছাড়্—ছাড়্।

চ।—বৃথা বাক্যব্যয় ক'ল্লে কি হ'বে? তোমার কোন ভয় নেই। কিন্তু বলপ্রকাশ কিংবা চীৎকার ক'ল্লে ভয় আছে।

দে।—তোর অস্ত্র আমাকে দে।

চ।—আত্মহত্যা করবে?

দে।—আত্মহত্যা করা মহাপাপ। তাতে আমি কি কাপুরুষের পত্নী? আমার স্বামী মহাবীর কার্ত্তিকেয়। আমি তাঁ'র সহধর্ম্মিণী। আমার হাতে অস্ত্র থাক্‌লে আমি আত্মহত্যা না ক'রে আত্মরক্ষাই ক'রে থাকি। অস্ত্র দে—নতুবা আমায় এখনি পরিত্যাগ কর্।

চ।—আমারই অস্ত্রে আমায় বধ করবে নাকি? তোমার সাহস ত কম নয়। তা যাই হোক্, আমি আর তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না। তুমি আমার সঙ্গে বিনা বাক্যবয়ে বরাবর চ'লে এস। (আকর্ষণ)

দে।—(প্রত্যাকর্ষণ করিতে করিতে) দেবর্ষি! দেবর্ষি! দৌড়ে আসুন—দৌড়ে আসুন—আমাকে তস্করে হরণ ক'রে নিয়ে যায়। (রোদনোন্মুখী হইয়া) নিয়ে গেল—নিয়ে গেল—আর উপায় নেই। আপনি শীগগির গিয়ে আমার স্বামীকে এই কথা বলুন। দেবর্ষি—দেবর্ষি—

চ।—(বাধা দিয়া) আমিই তোমার স্বামীর কাছে গিয়ে এই সংবাদ দেব।

দে।—পাপাত্মা তস্কর! তুই এই দুষ্কর্ম্মের ফল অবিলম্বেই পাবি।

[দেবসেনাকে লইয়া চণ্ডবিক্রমের প্রস্থান।

না।—(নেপথ্যে) হায় হায় হায় হায়—হায় হায় হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ—কি সর্ব্বনাশ! দেবসেনাকে ও কে হরণ ক'রে নিয়ে যায়? ওরে তস্কর! ওরে দস্যু! দাঁড়া—দাঁড়া!—স্ত্রীলোক হরণ ক'ত্তে নেই—ছাড়্—ছাড়্।

বেগে নারদের পুনঃপ্রবেশ।

কই শুন্‌লে না যে! দাঁড়া ত—দাঁড়া ত? (একটা বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া লইয়া) আজ এই ডালে তোর মাথা ভাঙ্‌ব। দাঁড়া ত, পাপাত্মা!

চ।—(নেপথ্যে) আর দু পা এগুলেই তোমার ধড় এক ঠাঁয়ে আর মাথা এক ঠাঁয়ে ক'রে দেব।

না।—অ্যাঁ বলে কি! হায় হায়! হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ! কি বিভ্রাট! কি বিপদ! হা দেবসেনা! আমি তোমার স্বামীকে কি ব'ল্‌ব! হায় হায়—কি হ'ল গো! আর একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি—এখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। ব্যাটা দেবসেনাকে নিয়ে অনেকদূর চলে গেল যে।

[বেগে প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অমরাবতী—নন্দনকানন।

শচী ও দেবসেনার প্রবেশ।

শ।—ভগিনি! কি কর্‌বে বল? আমাদের অদৃষ্টে যা লেখা ছিল, তা ফ'ল্‌ল। আর দুঃখ ক'ল্লে কি হ'বে? দুঃখ ক'ল্লে—কাঁদলে কাট্‌লে যদি দুর্ভাগ্যের কঠিনতা দ্রব হ'ত, তা' হ'লে আর আমাদের এ দশা ঘট্‌বে কেন? আমিও বন্দিনী—তুমিও বন্দিনী। এখন্ আমরা সুরসার কিঙ্করী। পাপীয়সীর মনে যে এত কূটচক্র ছিল, তা' কখন জান্‌তে পারিনি।

দে।—দেবেন্দ্রাণি! আমি আর সইতে পারিনি। আমার মরণ হয় ত বাঁচি। ছি ছি! সুরসার দাসী হ'তে হ'ল!

শ।—ভগিনি! যখন যেমন, তখন তেমন না ক'ল্লে যে চলে না। দেবর্ষি নারদ আমাকে ব'লেচেন যে,এ শক্রপুরী—এখানকার একটা পিপীলিকা পর্য্যন্তও আমাদের শত্রু। সুতরাং খুব সাবধানে থাকৃতে হ'বে—সকল লাঞ্ছনা সইতে হ'বে—সুরসা যা ক'ত্তে বল্‌বে, তাই ক'ত্তে হ'বে।

দে।—দেবর্ষি হয় ত আমার স্বামীকে এই ঘটনার কথা ব'লেচেন। সুরসা আমাদের যেমন অপমান ক'চ্চে, আমরাও

তার চতুর্গুণ করব। পাপিনী আমাকে দিয়ে ফুলের মালা গাঁথিয়ে কবরীতে বেষ্টন করে। যা আমার কখন হয় নি, এখন তাই হ'ল। হায় হায়! দেবেন্দ্রমহিষি! আমাদের এ কর্ম্ম-ভোগ আরও কত দিন ভুগ্‌তে হ'বে?

শ।—দেবর্ষি বলেচেন, আর বড় বেশী দিন নয়।

দে।—সেটা তাঁ'র প্রবোধবাক্য। তিনি কি ক'রে জান্‌লেন?

শ।—নিতান্তই যদি অন্য উপায়ে আমাদের মুক্তিলাভ না হয়, তা' হ'লে তিনি কৌশল ক'রে আমাদের উদ্ধার কর্‌বেন।

দে।—শীগ্‌গির শীগ্‌গির উদ্ধার হ'লেই বাঁচি।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ বুঝি দেবর্ষি এ দিকে আস্‌চেন।

নারদের প্রবেশ।

দে।—দেবর্ষি! আর যে সহ্য হয় না। পিশাচী সুরসার আদেশে পাপাত্মা চণ্ডবিক্রম আপনার হাত থেকে আমাকে কেড়ে নিয়ে এল!

না।—কি করব বল। দৈবদুর্বিপাকে এরূপ ঘটেচে। এই দেখ না, দেবরাজ-মহিষীও তোমার মত দৈত্যকর্ত্তৃক অপহৃতা হ'য়ে এখানে কষ্ট ভোগ ক'চ্চেন।

দে।—আমার যে আর সহ্য হয় না।

না।—এখন ওরূপ ক'রে উতলা হ'লে চল্‌বে না। 'অসহ্য—অসহ্য' ব'লে ব্যতিব্যস্ত হ'চ্চ, কিন্তু দুষ্টা সুরসা জান্‌তে পাল্লে আরও কষ্ট দেবে। একটু ধৈর্য্য ধর।

দে।—আমার স্বামীকে কি এ কথা বলেচেন?

না।—বলেচি বই কি। তিনি শীঘ্রই তোমাদের দু'জনকে এই অরিপুরী হ'তে উদ্ধার কর্‌বেন।

দে।—আর ক'দিন পরে?

না।—খুব শীঘ্র।

শ।—দেবর্ষি! দেবরাজ এবং দেবগণের যুদ্ধে জয়লাভের ত সুবিধা হ'চ্চে?

না।—ইন্দ্রাণি! তোমার নিকট থেকে, এখানকার গুপ্ত-মন্ত্রণাগুলো শুনে গিয়ে আমি তাঁ'দের কাছে বল্‌চি। তাঁ'রাও এ বিষয়ে বিশেষরূপে যোগাড় যন্ত্র ক'রে নিচ্চেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুবিধা হ'য়েচে। (দেবসেনার প্রতি) তুমিও এখানে যখন যা শুন্‌বে, আমাকে গোপনে গোপনে তা' ব'ল। কিন্তু খুব সাবধান, যেন নিজে ধরা প'ড় না—আর আমাকেও ধরা পড়িও না। একজন দৈত্যও জান্‌তে পাল্লে আমাদের তিন জনেরই সর্ব্বনাশ ঘ'ট্‌বে।

দে।—না না—আমি প্রকাশ কর্‌ব কেন?—দেবেন্দ্রপত্নী আগেই আমাকে সে বিষয়ে সতর্ক ক'রে দিয়েচেন।

না।—আমিও আবার সতর্ক ক'রে দিচ্চি।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

ঐ বুঝি সুরসা আস্‌চে। খুব সাবধান—খুব সাবধান।

সুরসার প্রবেশ।

সু।—এই যে দেবর্ষি এখানে আচেন। এরা আপনাকে কি বল্‌চে? আমার নিন্দে ক'চ্চে?

না।—শিব শিব! তাও কি কখন পারে? এরা আরও দুঃখ ক'রে বল্‌চে যে, আমরা দৈত্যরাণীর মনের মত ক'রে কবরী-বন্ধন এবং তাতে পুষ্পমালা বেষ্টন ক'ত্তে পারিনে ব'লে, হয় ত উনি আমাদের উপর রাগ করেন।

সু।—বটে। ওলো শচি! ওলো দেবসেনা! আয়না, চিরুণী, সিন্দূর, সুগন্ধ তৈল, ফুলের মালা এনে রেখেচিস্ ত?

শ।—রেখেচি।

সু।—আচ্ছা; চুলগুলো আঁচ্‌ড়ে দে। ওলো দেবসেনা! তুই এই সময় ফুলের মালাগুলো গুছো।

না।—(স্বগত) ওঃ, বেটীর কি আস্পর্দ্ধা দেখেচ! যা মুখে আস্‌চে, তাই বল্‌চে। তা' আর বল্‌বেই না বা কেন?—আমিই ত এর মূল। বলুক্ বলুক্।—বলা দরকার হ'চ্চে। উঁচুতে উঠুক যে, পড়লেই একেবারে চূর্ণ হবে। এখানে আর আমার থাকা উচিত নয়। (প্রকাশে) আমি তবে এখন আসি।

সু।—আসুন্।

না।—(স্বগত) বেটী কি পিশাচী—একটুও দয়ামায়া নাই।

[প্রস্থান।

সু।—নে না লো—শীগ্‌গির শীগ্‌গির চুল বেঁধে দে না। তোদের সুটু খুটু ক'ত্তে ক'ত্তে যে দিন ব'য়ে গেল।

(শচীকর্ত্তৃক কবরীবন্ধন)

দে।—এই ফুলের মালা নেও।

সু।—আমি ফুলের মালা নিয়ে তোমার খোঁপায় পরিয়ে দেব না কি? আ মর! দে পরিয়ে দে।

দে।—আমি ভাল ক'রে পরাতে পার্‌ব না।

সু।—পার্‌তে হ'বে—নৈলে এই সোনার চৌকীর পায়াতে তোর মুখ রোগ্‌ড়ে দেব। দে পরিয়ে দে।

দে।—(স্বগত) হা বিধাতা! এ পাপিনীর এই বাক্যযন্ত্রণা আর কত দিন সইতে হবে! (দুঃখিত চিত্তে সুরসার কবরীতে মালা বেষ্টন)

সু।—(দর্পণে বিশেষরূপে মুখ প্রভৃতি দেখিয়া) তত ভাল হয় নি। যা হোক্, কাল যেন এর চেয়ে খুব ভাল হয়। আমি এখন চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

দে।—(সদুঃখে) দেবেন্দ্রাণি! সুরসা অত্যাচারিণীর অত্যাচার দেখ্‌লে?

শ। আজ ব'লে নয়, দেবসেনা! আমি তোমার আগে-থেকে দেখে আস্‌চি। বিধাতা! এক দিন না এক দিন আমাদের এই অপমানের প্রতীকার কর্‌বেন।

শোভনার প্রবেশ।

শো। তোমরা আবার এত বিমর্ষ হয়েচ কেন? মা কি আবার বকেচেন?

শ।—(স্বগত) আহা, অমন পামরীর গর্ভে এমন সরলা পর-দুঃখ-কাতরা বালিকা জন্ম গ্রহণ ক'রেচে। শোভনা আমাদের জন্য সর্ব্বদাই কাতরা। কিসে আমরা একটুও কষ্ট না পাই, শোভনার তাই ইচ্ছা। এই সরলা হ'তে আমরা অনেক কষ্ট বিস্মৃত হ'য়ে যাই।

শো।—কই তোমরা যে কিছু বল্‌চ না?

শ।—শোভনা! তোমার মা কিছুই বলেন নি।

শো।—সত্যি সত্যি বল্‌চ। (দেবসেনার প্রতি) হ্যাঁ গা, তুমি মালা গাঁথ্‌বার সময় আমাকে ডাক্‌তে পার না? আমিও দু'ছড়া তিন ছড়া মালা গেঁথে দেব। এইবার ডাক্‌বে?

দে।—(সহাস্যে) শোভনা!

শো।—উঁ।

দে।—তুমি মালা গাঁথ্‌তে পারবে?

শো।—হুঁ। সন্ধ্যে হ'ল; আমি ফুল তুলি গে। আজ রাত্তিরে তোমাদের ঘরে ব'সে মালা গাঁথ্‌ব, কেমন?

দে।—আচ্ছা।

[শোভনার প্রস্থান।

নারদের পুনঃপ্রবেশ।

না।—তারকের কন্যা শোভনা বুঝি চ'লে গেল?

শ।—আজ রাত্রিকালে আমাদের গৃহে ব'সে মালা গাঁথ্‌বে ব'লে ফুল তুল্‌তে গেল।

না।—তোমাদের আজ একটি কাজ ক'ত্তে হবে।

শ।—কি ক'র্‌ব, বলুন।

না।—খুব সতর্ক হ'য়ে কাজটি ক'ত্তে হবে।

শ।—আচ্ছা, বলুন।

না।—শোভনা তোমাদের গৃহে প্রায় সর্ব্বদা থাকে—না?

শ।—থাকে।

না।—আমি তা জানি। তোমাদের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েচে—না?

শ।—আমরা তাকে শক্রকন্যা ব'লে ভাবিনে।

দে।—আমরা তাকে বড় ভালবাসি। সেও আমাদের খুব ভালবাসে।

না।—বাস্তবিক, মেয়েটি বড় ভাল। তা যা হৌক্, কাজটা কি জান?

শ।—না ব'ল্লে, কি ক'রে জান্‌ব?

না।—আজ রাত্রিকালে যখন সে তোমাদের কাছে ব'সে মালা গাঁথ্‌বে, তখন তোমরা তাকে কোন সূত্রে দেবসেনার শয্যায় শুইয়ে, এই দ্রব্যটা তার নাসাপথে ধ'র। তা' হ'লে তা'র খুব গাঢ় নিদ্রা হ'বে। সে এরূপে নিদ্রিতা হ'লে পর, বস্ত্র দ্বারা তা'র হাত পা মুখ বিশেষ ক'রে ঢাকা দিয়ে রাখ্‌বে। দে'খ, কোনমতে যেন তা'র শরীরের কোন স্থান দেখা না যায়।

শ।—(সবিস্ময়ে) কেন, দেবর্ষি! এরূপ কর্‌বার কারণ কি?

না।—এখন তা' বিশেষ ক'রে বল্‌বার সময় নেই। তবে এই মাত্র বল্‌চি যে, এতে তোমাদের আর দেবগণের মঙ্গল হ'বে।

দে।—আমার শয্যায় তা'কে না শোয়ালে কি চল্‌বে না?

না।—না।

শ।—তার পর?

না।—তার পর, তুমি আর দেবসেনা সে গৃহ হ'তে অন্য কোন স্থানে খুব গোপনে থাক্‌বে।

শ।—কতক্ষণ?

না।—যতক্ষণ না আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। এইবার তোমরা এই কাজটা কর্‌বার যোগাড় করগে। দে'খ, যেন অন্যথা না হয়। আমি এখন চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

দে।—আখণ্ডলমহিষি! দেবর্ষির মনস্থ যে কি, তা ত আমি বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

শ।—আমারও সেই দশা। তা যা হোক, উনিই সময়ে বুঝিয়ে দেবেন। এখন চল, আমরা ওঁর কথামত কাজ করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—নন্দনকাননের অপর পার্শ্ব—একটি সরোবর।

কুম্ভোদরের প্রবেশ।

কু।—(চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) আরে মর, দেখ্‌তে দেখ্‌তে অন্ধকার হ'ল দেখ। এই সবে একপহর রাত্তির, কিন্তু বোধ হ'চ্চে যেন দুপুর রাত্তির। নারদঠাকুর বলেছিলেন,তেনার

সঙ্গে এইখানে দেখা হ'বে, তা কই, তেনাকে ত দেখ্‌তে পাইনে! এখনো কি আসেন্ নি? এলে কি আর দেখ্‌তে পাইনে? তবে এই পুকুরের চাতালে একটু বসি। (উপবেশন) আচ্ছা, কুন্দুদর! তোর কি আশা পূর্‌বে? নারদঠাকুর বলেচেন ত পূর্‌বে। তা তিনিই জানেন। আহা-মরি-মরি! দেখাশোনা কেমন দেখ্‌তে—কেমন শুন্‌তে। আহা, ছুঁড়ীর কি রূপ—কি মুখের খোল্‌তা। অমন রূপ ত আমি কস্মিন্ কালে দেখিনি। যে দিন থেকে, দেখাশোনা আমাদের এখানে এসেচে, সেই দিন থেকেই আমার প্রাণটা যেমন কি যেন কি হ'য়ে গেচে। ইচ্ছে করে, তাকে সব্বদা দেখি, কিন্তু পোড়া দৈত্যিরাণীর জ্বালায় তা হয় না। তাকে যখনি দেখি, তখনি আমার মনটা বিয়ে বিয়ে ক'রে কেমন করে। তা' সৌভাগ্যি-বলে তারও সূত্তুরপাত হয়েচে। নারদঠাকুর বলেচেন, তা'র সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। তিনি আরো বলেচেন, দেখাশোনার বিয়ে হয় নি। আহা, তার নামটি কেমন মিষ্টি—দে—খা—শো—না। এমন মধুমাখা নাম ত আমি কখন শুনিনি। বেড়ে মুখখানি! চোক দুটি যেন কেমনতর! ইন্দিরের মত যদি আমার হাজার চোক হ'ত, তা হ'লেও তাকে দেখে আমার আশ মিট্‌ত কি না সন্দেহ।

নারদের প্রবেশ।

(দেখিয়া) পেন্নাম হই, ঠাকুর মশাই।

না।—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্।

কু।—(সহাস্যে) আমার মনোবাঞ্ছা আপনকার হাতে।

না।—হাঃ হাঃ হাঃ! ভয় কি? তা' পূরিয়ে দেব। তোমাকে একটি কাজ ক'ত্তে হ'বে।

কু।—আজ্ঞে করুন্।

না।—তোমার অধীনে কোন বিশ্বস্ত লোক আছে?

কু।—আছে। তা'কে আমি যেমন বিশ্বেস করি, সেও আমাকে তেম্নি বিশ্বেস করে। তা'র নাম গোলাক্ক।

না।—তা' হ'লে আর কোন গোলযোগ হ'বে না। তুমি আজ তা'কে নিয়ে, ঠিক রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়, দেবসেনার গৃহে যাবে।

কু।—যা'ব যা'ব। তার পর?

না।—দেবসেনা এখন্ শুয়েচে। তখন তা'র খুব গাঢ় নিদ্রা হ'বে।

কু।—হ'বে হ'বে। তেমন সময় আমারও খুব ঘুম হয়। যা'রা সকাল সকাল শোয়, রাত দুপুরে তাদের খুব ঘুম হয়। আচ্ছা, তার পর কি কর্‌ব?

না।—তোমরা দুজনে আস্তে আস্তে তা'কে খাটশুদ্ধ ঘর থেকে বা'র ক'রে নিয়ে চ'লে যাবে। তা'র গায়ের বা মুখের কাপড় খুল না।

কু।—ঠিক্ ঠিক্, তা' হ'লে সে জেগে উঠ্‌তে পারে।

না।—তাই বল্‌চি, খুব সাবধান।

কু।—তাতে আমি খুব পাকা। আচ্ছা, ঠাকুরমশাই! তাকে কোথা নিয়ে যাব?

না।—যে পর্ব্বতগুহার কথা তোমাকে পূর্ব্বে বলেচি।

কু।—হাঁা হাঁা, মনে হ'য়েচে। কিন্তু সে যে, এখান থেকে অনেকটা দূর।

না।—তা' হ'লেই বা। কিন্তু নিকটস্থ কোন স্থানে নিয়ে গেলে হ'বে না।

কু।—তাও বটে। যদি কেউ জান্‌তে পারে, তা' হ'লে দৈত্যিরাণীকে ব'লে দেবে।

না।—তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ। তোমারও বিপদ আর আমারও বিপদ।

কু।—উঃ, ভয়ানক বিপদ। আমার পেটের উপরই সকলের টাঁক আছে—সাতটুক্‌রো ক'রে ফেড়ে ফেল্‌বে।—আচ্ছা, আমরা তা'কে সেইখানেই নিয়ে যাব। ঠাকুর মশাই! দেখা-শোনা ত আমায় বিয়ে কর্‌বে?

না।—সে কথা আর বল্‌তে। আমি জানি, তোমার উপর তার ভালবাসা জন্মেচে।

কু।—আমিও তা'কে খুব ভালবাসি। তবে কি না তফাৎ থেকে।

না।—এইবার কাছে থেকে উভয়ে ভালবাসা দেখাবে।

কু।—(সাহ্লাদে) আপনার আশীর্ব্বাদ।

না।—তবে আর তুমি বিলম্ব ক'র না। তোমার সেই বন্ধুকে হাত কর গে। দু'জনে না হ'লে খাটশুদ্ধ একটা লোককে নিয়ে যাওয়া দুর্ঘট।

কু।—যে আজ্ঞে, আমি তবে যাই।

[প্রস্থান।

না।—ব্যাটা বড় লোভেই পড়েচে। আমি যে, কি কৌশল ক'চ্চি, তার বিন্দুবিসর্গও বুঝ্‌তে পারে নি। বুঝতে পার্‌বে?—

নারদের কৌশল বুঝ্‌তে পার্‌বে? এমন লোক ত আজও জন্মায় নি। ও ত ও—ওর প্রভু তারক পর্য্যন্তও আমার কৌশলচক্রে প'ড়ে ঘূর্ণিত হ'চ্চে। এখন একবার শচী ও দেবসেনার নিকট যাই। দেখি, তাঁ'রা কতদূর কি ক'ল্লেন।

গোলাক্ষের সহিত কুম্ভোদরের পুনঃপ্রবেশ।

কু।—ভয় কি? কেন পার্‌বি না?

গো।—রাজা কি রাণী জান্‌তে পাল্লে মাথা নেবে।

কু।—জান্‌তে পাল্লে ত? যাতে কেউ না জান্‌তে পারে, আমি তার যোগাড় ক'রে রেখেচি।

গো।—আমার মনে সন্দ হ'চ্চে।

কু।—তুই দত্যি না একটা সামান্যি মানুষ?

গো।—যাই বল, আমার বড় ভয় হ'চ্চে। বন্ধুর অনুরোধ রাখা বন্ধুর কাজ বটে, কিন্তু এবার আমাকে মাপ কর।

কু।—দূর বোকা! তোর কিছু বুদ্ধি সুদ্ধি নেই।

গো।—এমন ভয়ানক কাজে আমার বুদ্ধির দরকার নেই। বাবা! তোর কি সাহস, ভাই!

কু।—(স্বগত) এ যে ভয়ানক বেঁকে দাঁড়াল। কি করি? একটা কাজ ক'ল্লে হয় না? এ অত্যন্ত অর্থলোভী। সুতরাং একে অর্থ দিয়ে বশীভূত ক'ত্তে হ'ল। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) তাই ত, কত কষ্ট ক'রে, মনিবের পায়ে তেল দিয়ে, কতকগুলি টাকা জমিয়েছিলুম, তা একদমে বেরিয়ে যাবে! একে ত আমার কুল্লে একশটি টাকা পুঁজী। তা আর ভেবে কি কর্‌ব? ও দিকে দেখাশোনা যে আমার লাকটাকার ধন। (প্রকাশে) হ্যা দেখ্‌,

তোর আর আম্‌তা আম্‌তা কর্‌বার দরকার নেই। তোকে আমি পঁচিশটে টাকা দিচ্চি।

গো।—না, ভাই! আমায় মাপ কর।

কু।—(স্বগত) আরে ম'ল, তবুও যে এগোয় না। (প্রকাশে) আচ্ছা, পঞ্চাশ টাকা।

গো।—(স্বগত) হ'য়ে এসেচে, কিন্তু এখনো বাকী আচে। (প্রকাশে) না, ভাই! আমি পার্‌ব না।

কু।—(স্বগত) কি বিপদ! এর কিছুতেই যে মন ওঠে না। (প্রকাশে) আচ্ছা, পঁচাত্তর টাকা। দেখ, পার যদি ত এস।

গো।—(স্বগত)পূরোপূরি না হ'লে আর হাঁ বল্‌চি নে। শালা আপনিই উঠ্‌বে। (প্রকাশে) দোহাই তোর! আমি পার্‌ব না—পার্‌ব না—পার্‌ব না। আমি চ'ল্লেম। (গমনোদ্যোগ)

কু।—(বাধা দিয়া) আরে যাস্‌নে যাস্‌নে—শোন্ শোন্।

গো।—কি বল্?

কু।—নে না—আর কেন দুঃখু দিস্, ভাই?

গো।—তুই কি আমার সব্বনাশ কর্‌বি?

কু।—শিব শিব! অমন অলুক্ষুণে কথা মুখে আন্‌তে নেই। (স্বগত) শালাই আমার সব্বনাশ ক'ত্তে বসেচে! কিন্তু কি করি, দেখাশোনাকে যে, না হলে পাই নি। আমার যদি চাট্টে হাত হ'ত, তা' হ'লে এ শালাকে এত টাকাও দিতে হ'ত না আর খোসামোদ ক'ত্তেও হ'ত না। শালা, দেখচি, পূরোপূরি না হ'লে আর এগুলো না। (প্রকাশে) আচ্ছা, এইবার আমি শেষ কথাটি বলি, এতে তোকে রাজী হ'তেই হ'বে, নৈলে আমি নিরুপায়।

গো।—কি?

কু।—এক শ টাকা। আর আমার কাছে, একটি কাণা-কড়িও নেই—তোর মাথায় হাত দে দিব্যি ক'রে বল্‌চি। তোর পায়ে পড়ি, আর তুই গোলমাল করিস্‌ নে।

গো।—তাই ত, ভাই! তুই যে, আমাকে বড় মুস্কিলেই ফেল্লি।

কু।—মুস্কিলের আসানও ত সঙ্গে সঙ্গে হ'ল। আর দুঃখু দিস্‌নে—তোর পায়ে পড়ি। রাজী হ—রাজী হ।

গো।—(স্বগত) আর বাড়াবাড়ী কর্‌ব না। এর এক শ টাকা বই পুঁজি নেই, আমি তা জানি। কিন্তু টাকাগুলো আগে হাত ক'ত্তে হ'চ্চে। (প্রকাশে) আচ্ছা, তোর অনুরোধটা আর এড়াতে পাল্লেম না। কিন্তু এক শ টাকা আগে দিতে হ'বে, তা নৈলে আমি এ কাজ ক'ত্তে পার্‌ব না। জানিস্‌ ত, টাকা হাতে এলে কতকটা ভরসা হয়।

কু।—(স্বগত) দেখাশোনার দু' একখানা গয়না গড়িয়ে দেব মনে করেছিলুম; কিন্তু এখন তা হ'ল না। আচ্ছা, এর পর রোজগার ক'রে, তা'র রূপর পঁইচে, সোনার চাঁপা, আর সোনার মুড়কী-মাদুলী গড়িয়ে দেব। দু'গাছা মল আর একছড়া গোটও দেব। সময়ে সকলই হবে। এখন্‌ ত কাজটা উদ্ধার করি। (প্রকাশে) তবে তুই এইখানে খানিক দাঁড়া; আমি দৌড়ে গিয়ে ঘর থেকে টাকাগুলো আনি। (স্বগত) উঃ—এক এক শ টাকা!—বাপ!

[প্রস্থান।

গো।—শালা খুব জব্দ হ'য়েচে। যা' হৌক, একটা খুব সুন্দরী ছুঁড়ী লাভ ক'ল্লে দেখ্‌চি। তা আমিই বা কি অলাভ কল্লুম?—এক এক শ টাকা। আট টাকা বাদ দিয়ে ধ'ল্লে তিন টাকা মাসমাইনের হিসেবে তিন বছরের মজুরী।

কিয়ৎকাল পরে কুম্ভোদরের পুনঃপ্রবেশ।

কু।—দ্যাখ্‌, ভাই! কিছু ছেড়ে দে।

গো।—তবে আমি পার্‌ব না।

কু।—(অনিচ্ছাপূর্ব্বক) আচ্ছা, এই নে। (টাকা প্রদান)

গো।—(গণনা করিয়া লইয়া) ওরে, এই টাকাটা ভাঙা যে।

কু।—আমি ত আর ব'দ্‌লে আনিনি। ভাঙা ভাল মিশিয়ে এইই আমার যথাসর্ব্বস্ব।

গো।—এর পর মাইনে পেলে ব'দ্‌লে দিস্‌।

কু।—দেব। (স্বগত) এখানে আর চাক্‌রী কর্‌ব যে, বদ্‌লে দেব? (প্রকাশে) তবে এখন্‌ যাই চল্‌। ঠিক্‌ দুপুর রাত্তিরে দেখাশোনাকে খাট সুদ্ধু তা'র ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে যেতে হ'বে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

দেবসেনার গৃহের পশ্চাদ্ভাগ।

নারদ, শচী ও দেবসেনার প্রবেশ।

না।—রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হ'য়েচে। তোমরা আর এদিকে থেক না। নিভৃত স্থানে গোপনে থাক গে। শোভনা ঘুমিয়ে পড়েচে ?

শ।—ঘুমে একেবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। শীগ্‌গির জাগ্‌বার কোন সম্ভাবনা নেই।

না।—কাপড় দিয়ে তার মুখটুক বেশ ক'রে ঢেকে রেখেচ ত?

শ।—কে যে শুয়ে আছে, তা কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না, এরূপ ক'রে ঢেকে রেখেচি।

না।—দেখ, কুম্ভোদর তা'র বন্ধুকে নিয়ে এখনি এখানে আস্‌বে। তারা খাটশুদ্ধ শোভনাকে দেবসেনা বোধে ঘর থেকে বার ক'রে নিয়ে যাবে। নিয়ে গেলে পর, যে খাটখানার কথা বলেচি, তোমরা এখানে সেইখানা এনে ঠিক ক'রে পেতে রাখ্‌বে। সে খাট্‌খানা দেবসেনার খাটের সঙ্গে সমান দেখ্‌তে। দেখ, ভুল না।

শ।—না ভুল্‌ব না। আচ্ছা, দেবর্ষি! আপনি যে এ সব কি জন্যে ক'চ্চেন, তা ত এখনো ভাল ক'রে বুঝ্‌তে পাচ্চি নি।

না।—এখন্ বুঝেও কাজ নাই;—পরে বল্‌ব। তারা শোভনাকে নিয়ে গেলে, তোমরা যেমন দু'জনে দুখানা খাটে শুতে, তেম্নি ক'রে শুয়ে থাক্‌বে। যাও এখন্ যাও—আর এখানে বিলম্ব ক'র না। আমিও এখন চ'ল্লেম।

[সকলের প্রস্থান।

কিয়ৎকাল পরে গোলাক্ষের সহিত কুম্ভোদরের প্রবেশ।

কু।—এই ত দেখাশোনার শোবার ঘর।

গো।—শচীও ত এই ঘরে শোয়।

কু।—শুলেই বা। সেও ঘুমিয়ে পড়েচে।

গো।—আচ্ছা, কে শচী আর কে দেখাশোনা, তা কি ক'রে বুঝ্‌বি?

কু।—আমি জানি, দেখাশোনা পূর্ব্ব দিকের খাটে শোয়।

গো।—দেখিস্, যেন একে আর হয় না।

কু।—তা' হ'বে না। চল্, আমরা আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর যাই। খুব পা টিপে টিপে আয়।

[উভয়ের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

অমরাবতীর বহির্ভাগস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ।

খট্টাসমেত নিদ্রিতা শোভনাকে লইয়া কুম্ভোদর ও গোলাক্ষের প্রবেশ।

ধীরে ধীরে ভূতলে খট্টারক্ষা।

কু।—(জনান্তিকে) আর ভয় কি? কাজ সাবাড় ক'রেচি। তুই না যোগাড় দিলে এ কাজ হ'ত না। যে ভারী! বাপ্!

গো।—(জনান্তিকে) তোর ভুঁড়ীর চেয়ে হাল্‌কী ব'ল্‌তে হ'বে।

কু।—এইবার এই ভুঁড়ীশুদ্ধ ত এই খাটে বস্‌তে হ'বে!

গো।—তা হ'লেই চিত্তির আর কি! তা' ভয় কি? "খাট ভাঙ্‌লে ভূমি শয্যে।"

কু।—হাঃ হাঃ হাঃ। ভূমি শয্যে কেন রে? আবার একখানা মজ্‌বুৎ খাট তয়ের করিয়ে নেব।

গো।—তোর খুব কপালজোর, ভাই! বড় সুখেই এবার কাল কাটাবি। তোর করকুষ্ঠিতে বিয়ের কথাটা বড় শুভক্ষণেই লেখা হয়েছিল।

কু।—তোরও একটা এই রকম সুন্দরী মাগ যোগাড় ক'রে দেব।

গো।—মনে রৈল! আর তুই আমাকে মনেও ভাব্‌বি?

কু।—(স্বগত) সেকথা বড় মিছে নয়।—কেননা আমার মন এখন এই সোনার চাঁদ দেখাশোনার ছিরিচরণে বিক্কিরী ক'রে ফেলেচি। (প্রকাশে) তোকে মনে ভাব্‌ব না ত, ভাব্‌ব কাকে রে পাগলা?

গো।—দেখা যাবে।

কু।—ভাই! আর ত কোন ভয় নেই। আমরা অনেক দূরে এসে পড়েচি। আর এই পাহাড়ে জায়গাটাও বেশ ঘেরা ঘোরা। এখানে কারো আস্‌বার যো নেই। এখন্‌ কেন একে জাগাই না?

গো।—আমার বিবেচনায় হটাৎ জাগান ভাল নয়। কি জানি, এখনি এ চীৎকার ক'রে কেঁদে ফেল্‌বে কি কি। তা হ'লে কি হ'তে আবার কি হ'বে।

কু।—ঠিক কথা। কিন্তু, ভাই! এমনতর ঢাকা দেওয়া মেয়েমানুষ দেখা কাণার পক্ষেই সাজে। আমি ত আর থির থাক্‌তে পাচ্চি নি। আমি আস্তে আস্তে কাপড় সরিয়ে এর চাঁদমুখখানি দেখি।

গো।—তা বরং দেখ্‌। (স্বগত) আমিও এই সুযোগে সাধ মিটিয়ে দেখে নি। আর ত এ পোড়া চোকে দেখ্‌তে পাব না।

কু।—(ধীরে ধীরে মুখাচ্ছাদিত বস্ত্র অপসরণ করিয়া নিরী-ক্ষণ পূর্ব্বক সভয়ে লম্ফ প্রদানে দূরে পলায়ন)

গো।—(ভীত হইয়া) কি রে!

কু।—সব্বনাশ হ'য়েচে! পালিয়ে আয়! পালিয়ে আয়!

গো।—(মুখ দেখিয়া শশঙ্কিত চিত্তে কুম্ভোদরের নিকট গিয়া) অঁ্যা—এ কি বিভ্রাট! এ কি সব্বনাশ! ক'ল্লি কি! কল্লুম কি!

কু।—(সভয়ে) রাজার মেয়ে শোভনা যে, দেখাশোনার খাটে শুয়েছিল, তা কি ক'রে জান্‌ব! এখন কি করি! ওরে একটা উপায় ঠিক্ কর্ না, ভাই! আমার ত আক্কেল গুড়ুম্ হ'য়ে গেচে।

গো।—আমারও তাই। কি হ'বে, ভাই! রাজার মেয়ে দেখাশোনার খাটে কি ক'রে শুলো?

কু।—ওরে, এ তা'র কাছে সব্বদা থাক্‌ত। কেমন ক'রে হয় ত ঘুমিয়ে পড়েছিল।

গো।—আচ্ছা, তাই যেন হ'ল, কিন্তু দেখাশোনা কোথা গেল তবে?

কু।—সে হয় ত তখন কোন দরকারে বাইরে গিয়েছিল। এখন কি করি?

গো।—তোরও মাথা যাবে আর আমারও মাথা যাবে! কেন আমি সামান্যি টাকার লোভে এমন গুখুরি কাজ ক'ল্লুম! হায় হায়! হায় হায়!

কু।—(স্বগত) আমার এ কুলও গেল ও কুলও গেল! হায় হায়, এক এক শ টাকা ত গেলই; কিন্তু দেখাশোনাও লাভ হ'ল না। এখন্ প্রাণটা থাক্‌লেও বাঁচি যে। হায় হায়, কি হ'ল! আর এমন ক'রে ভেবেই বা কি করি! (প্রকাশে) হ্যা দেখ্, এক কাজ করি আয়। রাজকন্যে এখনও ঘুমুচ্চে; আমরা

আস্তে আস্তে আবার খাট শুদ্ধু যেখানকার সেখানে নিয়ে যাই চল্। এখনো রাত্ আছে।

গো।—তুই বড্ড বোকা! তোর পেট্টাই সার!

কু।—কেন?

গো।—এইবার যদি রাজকন্তের হটাৎ ঘুম ভেঙে যায়, তা' হ'লেই বিপদের উপর বিপদ। অজান্তে যা হবার, তা হ'য়েচে—জেনে শুনে কি আর এ কাজ করা যায়?

কু।—ঠিক বলেচিস্। আমার বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ হ'য়ে গেচে। আমি কিছু বুঝ্তে সুঝ্তে পাচ্চিনি।

গো।—এখন চুপ্ চুপ্ পালিয়ে যাই চ। কে যে রাজকন্তেকে এখানে এনেচে, তার আর কোন গোল হ'বে না। রাজকন্তেও জাগ্‌লে পর কিছুই বুঝ্তে পার্‌বে না।

কু।—নারদ ঠাকুর যে জানে।

গো।—সে ত তোরি পক্ষে। আবার তা'কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলিগে চ।

কু।—তাই চ, ভাই!

[উভয়ের পলায়ন।

চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

নন্দন-কাননের দক্ষিণ সীমা।

কুম্ভোদর ও গোলাক্ষের প্রবেশ।

কু।—দেখ্, গোলাক্ষ! তুই আমার টাকা ফিরে দে।

গো।—কেন টাকা ফিরে দেব? আমি ত আর তোকে দেখাশোনা দেব ব'লে টাকা নিই নি। আমি আরও বলেছিলুম, দেখিস্, ভাই! একে আর করিস্ নি।

কু।—আচ্ছা আমার জন্যে খেটেচিস্ ব'লে অদ্দেক নে আর অদ্দেক ফিরে দে।

গো।—কেন?—তাই বা দেব কেন? ভেবে দেখ দেখি, পথে যদি নগরপাল মশাই, কি আর কেউ দেক্‌তে পেতো, তা হ'লে কি হতো?—তা হ'লে কি আর বাঁচোয়া ছেল। তুই, ভাই! বড় আহাম্মক তাই আবার টাকা চাচ্চিস্।

কু।—কি আমি আহাম্মক! টাকা দিবি ত দে বল্‌চি—নইলে ভাল হবে না।

গো।—কি কর্‌বি?—আমি টাকা দেবো না?—মাগ্‌না আর্ কি?—প্রাণ হাতে করে ওঁর খাট বয়ে নিয়ে পাঁচ পাঁচ কোশ পথ গেলুম! টাকা চাইতে নজ্জা করে না?

কু।—এই দেখ, এখনো বল্‌চি দে, নইলে, এই তলোয়ারে তোর মুণ্ডপাত কর্‌বো! (অসিপ্রদর্শন)

গো।—(অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কেন, আমারো কি তলোয়ার নেই?

কু।—তবে রে বেটা! টাকা দিবি নে, আচ্ছা আয় দেখি কে তোকে বাঁচায়।

(উভয়ের অসিযুদ্ধ, পতন ও মৃত্যু)

চতুর্থ অঙ্ক।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অমরাবতী—রুদ্রদেবের মন্দির।

পুষ্পাদি লইয়া একজন দৈত্যকিঙ্করের প্রবেশ।

দৈ।—(পুষ্পাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া) "যা'র কাজ, তাকে সাজে; অন্য লোক্‌কে লাঠি বাজে।" কুম্বুদরই রোজ রোজ দৈত্যিরাজের শিবপূজোর যোগাড় ক'রে দেয়। কিন্তু আজ সে কোথায় গেচে, এখনো দেখা নেই। তা'র বন্ধু গোলাঙ্কুকেও দেখ্‌তে পাচ্চি নে। দুটোয় গেল কোথা? অনেক ক্ষণ রাত পুইয়েচে। মহারাজের পূজোর সময়ও হ'য়েচে। তিনি মন্দাকিনীতে নেয়েই এখানে আস্‌বেন। কিন্তু তবুও কুম্বুদরের একটু হুঁস নেই। হয় ত কাল রাত্তিরে গোলাঙ্কের সঙ্গে পেট ভ'রে মদ খেয়ে কোথায় প'ড়ে আচে। আমার এ সব কাজ বড় বাধো বাধো ঠেকে। হয় ত দৈত্যিরাজ রেগে উঠ্‌বেন। আমি এখানে ফুল, চন্নন, নৈবিদ্যি রেখে পালাই। কে মার খাবে?

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে গীত নং ৭)

তারকের প্রবেশ।

তা।—অবিলম্বে পূজা ক'রে নি। আজ আবার ভয়ানক যুদ্ধ। পূজার পর সেনাপতিকে যুদ্ধে পাঠাতে হ'বে। আজ

ত্রয়োদশী তিথি। আজকেই দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় দৈত্য-সেনাপতি চণ্ডবিক্রমের সম্মুখে বীরত্ব প্রদর্শন করবে। হাঃ হাঃ হাঃ! ইন্দ্র নিতান্ত গণ্ডমূর্খ! তাই সে কেবল এক এক জনকে এনে অপমান করাচ্চে। ইন্দ্রকে শনিতে ধরেচে—দেবতা গুলোও তা'র হাতে পরিত্রাণ পায় নি। দূর হোক। আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করি। (শিবপূজা) হে ভগবন্ রুদ্রদেব! আজ তোমার এই চিরভক্ত তারককে জয়শ্রী প্রদান কর। তোমার এই কিঙ্করের সেনাপতি চণ্ডবিক্রম যেন তোমার প্রসন্নতা লাভ ক'রে দেবযুদ্ধে জয়লাভ করেন।—(প্রণাম)

[প্রস্থান।

পুষ্পমালা লইয়া নারদের প্রবেশ।

না।—"যা শত্রু পরে পরে।" গোলাক্ষ ব্যাটা টাকার শোকে ক্রুদ্ধ হ'য়ে কুম্ভোদর ব্যাটাকে অস্ত্রাঘাত ক'ল্লে। কুম্ভোদর ব্যাটাও আত্মরক্ষার জন্য প্রতিশোধ নিলে। লাভে হ'তে দু ব্যাটাই আপনা আপনি কাটাকাটি ক'রে মল। ওঃ, এক অর্থ নিয়ে এ জগতে কি ভয়ানক কাণ্ডই না ঘটে। কিন্তু তবুও নির্ব্বোধেরা এই অর্থের জন্য লালায়িত! যা হোক, আমার দুঃখ হ'চ্চে। তা দুঃখ ক'রেই বা কি করব? কে জানে যে, দুটোয় খুনোখুনি ক'রে মরবে? যার কপালে যা' আছে, তা ঘট্‌বেই ঘট্‌বে। আমি ত আমি, আমার পিতা ব্রহ্মাও তার অন্যথা ক'ত্তে পারেন না। আর এক কথা—এ দু ব্যাটা ত দৈত্য—দেবশত্রু, সুতরাং যে কোন প্রকারে হোক, মলেই দেবতাদের মঙ্গল। দু ব্যাটারই নিহত দেহ এখনো নন্দন-

কাননের দক্ষিণ দিকে প'ড়ে আছে। থাক্, এতে আমার কতকটা সুবিধা হ'বে। এখন তারককে এ দিকে আবার নিয়ে আসি। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) আর যেতে হ'ল না— ঐ যে নিজেই আস্‌চে।

তারকের পুনঃপ্রবেশ।

আস্তে আজ্ঞে হয়, মহারাজ !

তা।—(প্রণাম করিয়া) আপনি এখানে এসেচেন শুনে আমি আবার ফিরে এলেম।

না।—আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ।

তা।—একটা বিশেষ পরামর্শ আছে। এই স্থানটি বেশ নির্জ্জন স্থান।

না।—গুপ্তমন্ত্রণার উপযুক্ত স্থানই বটে।

তা।—পরামর্শ কি জানেন।—(পুষ্পমালা দেখিয়া) দেবর্ষি ! এমন সুন্দর ফুলের মালা কোথায় পেলেন ? কে গেঁথেচে ? সে ত খুব চমৎকার শিল্পী।

না।—(সহাস্যে) আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নারদই গেঁথেচে।

তা।—(সবিস্ময়ে) বলেন কি, আপনি ! বিশ্বকর্ম্মাকে পরাজয় ক'ত্তে নাকি ?

না।—আজ্ঞে না। এ মালা ছড়াটি আপনার কন্যা শোভনার জন্য গেঁথেচি। তিনি একদিন আমার বীণাযন্ত্রে একছড়া মালা দেখে বলেছিলেন, "দেবর্ষি ! এর চেয়ে ভাল মালা আমায় এনে দিতে পারেন ?" আমি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেম। তাই

অবকাশ পেয়ে আজ গেঁথে এনেচি। রাজকন্যা কোথায় ?

তা।—আমি তাকে আজ দেখিনি। আচ্ছা, নিজেই তাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌চি। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

না।—(স্বগত) এইবার মহাকাণ্ড বেঁধে গেল। নারদ!—নারদ!!—নারদ!!! (প্রকাশে) চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

সপ্তম দৃশ্য।

অমরাবতী—সুরসার গৃহ।

জনৈকা দাসীর সহিত সুরসার প্রবেশ।

সু।—(ব্যতিব্যস্তচিত্তে) কি লো, কোথাও শোভনাকে দেখ্‌তে পেলি নি?

দা।—না, মহারাণি!

সু।—আর যারা তা'র খোঁজ ক'চ্ছিল?

দা।—কেউই দেখ্‌তে পায় নি।

সু।—তাই ত, গেল কোথা? আমিও যে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হ'য়ে গেলেম। আঁ্যা, শোভনা গেল কোথা?

দা।—কিছু ঠিক্ ক'ত্তে পাচ্চিনি। অমরাবতীর এমন ঠাঁই নেই, যেখানে না রাজকন্যের খোঁজ হ'য়েচে।

সু।—শচী আর দেবসেনার ঘরে?

দা।—সেখানেও নেই।

সু।—মহারাজ কোথা?

দা।—তিনি শিবমন্দিরে গেচেন ত জানি।

সু।—তিনি এ কথা শুনেচেন কি?

দা।—এত গোল হ'চ্চে, শোনেন নি কি?

স্থ।—চল্ দেখি, তাঁ'র কাছে যাই।

[দ্রুতপদে উভয়ের প্রস্থান।

নারদ ও তারকের সহিত স্থরসার পুনঃপ্রবেশ।

তা।—মহির্ষি! এ যে ভয়ানক বিভ্রাট! এর কারণ ত কিছুই বুঝ্তে পাচ্চিনে।

স্থ।—(সদুঃখে) আমার মন কেমন ক'চ্চে! মহারাজ! শোভনা কোথা গেল! তা'র কি হ'ল!

না।—মহারাণি! অত অধীর হ'বেন না।

স্থ।—দেবর্ষি! আমার প্রাণ কেমন ক'চ্চে। আমার পোড়া কপাল আরও পুড়্ল বুঝি! হায় হায়, আমার শোভনার কি হ'ল!

তা।—দেবর্ষি! আমি ত এর মর্ম্ম কিছুই বুঝ্তে পাচ্চিনে।

না।—তাই ত, মহারাজ! এ যে বড় আশ্চর্য্য ঘটনা। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) আচ্ছা, আপনার কন্যা কি কখন কখন কোন দাসীর সঙ্গে রাজধানীর বহির্ভাগে ভ্রমণ ক'ত্তে গিয়ে থাকেন?

স্থ।—এক দিনও না।

না।—তবেই ত। আচ্ছা, আপনার কন্যার উপর কারো কি প্রণয়সঞ্চার হ'য়েছিল?

তা।—কই, আমি তা অত লক্ষ্য ক'রে দেখিনি। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) হাঁ হাঁ—বটে বটে। এখন্ আমার মনে প'ড়েচে। আমি সেনাপতিকে শোভনার ক্রীড়াগৃহে প্রায় দেখ্তে পেতেম। তিনিই আমার কন্যার প্রণয়াসক্ত।

না।—ঠিক্; আমারও এ বিষয়ে একটু কেমন কেমন বোধ হয়।

তা।—আচ্ছা, দেবর্ষি! তা'তে এমন কি হ'তে পারে?

না।—আপনি যদি সে বিষয়ে বিরোধী না হন, তা হ'লে এমন কিছু হ'তে পারে না বটে।

তা।—কিন্তু আমি বিরোধী।

না।—কি রূপ?

তা।—সেনাপতি তাকে বিবাহ ক'ত্তে ইচ্ছা করেছিলেন, আমি তা কোনসূত্রে বুঝ্‌তে পেরে, অস্বীকৃত হ'য়েছিলেম। সেনাপতিও আবার আমার মনস্থ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন!

না।—আপনি কেন অস্বীকৃত হ'য়েছিলেন?

তা।—শোভনা বালিকা।

না।—ওরূপ বালিকারও ত বিবাহ হ'তে পারে।

তা।—পারে বটে, কিন্তু আমার আরও একটি মনস্থ ছিল।

না।—আবার কি মনস্থ, মহারাজ?

তা।—যখন আমি সেনাপতির ইচ্ছার বিষয় জান্‌তে পাল্লেম, তখনই আমার মনে হ'ল যে, আশার প্রবলবেগ ভিন্ন দুরূহ কার্য্যসকল নির্ব্বাহ হ'তে পারে না। সেনাপতির আশা শোভনা লাভের দিকে; সুতরাং তিনি এই আশায় অবিচলিত থেকে আমার মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণপণে দেবগণের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। বাস্তবিক, তাইই করেও আস্‌চেন। শেষে যখন তিনি সম্পূর্ণ রূপে শত্রুপক্ষকে পরাজিত কর্‌বেন, তখন আমি আমার শোভনাকে তাঁ'র হস্তে সম্প্রদান কর্‌ব। এই আমার মনস্থ। এ কথা আমি এত দিন কারও কাছে বলি নাই।

না।—(স্বগত) তারকের এ কৌশল বড় মন্দ নয়। (প্রকাশে) কিন্তু সেনাপতিকে এ কথা বলা ভাল ছিল।

তা।—একবারে হঠাৎ কোন কথা কারো নিকট প্রকাশ করা, আমার বিবেচনায় ভাল নয়। মনে করুন্, যদি কোন-সূত্রে সেনাপতিকে আমার কন্যা না দিতে পারি, তা' হ'লে ত তাঁ'কে আশায় নিরাশ করা হ'বে। তা' হ'লে তাঁ'র মনো-মধ্যে অত্যন্ত কষ্ট হ'বে।

না।—সে কথা ঠিক, কিন্তু, মহারাজ! তাঁকে না বলাতেই হিতে বিপরীত হ'ল—আমার মনে ত এই বোধ হ'চ্চে।

তা।—বিপরীত হ'ল কি?

না।—আমি ত দেখ্‌চি, সেনাপতিরই এই কাজ।

সু।—কি কাজ, দেবর্ষি?

না।—সেনাপতি নিশ্চয় বুঝেচেন, তিনি আপনার কন্যাকে কোনমতে বিবাহ ক'ত্তে পাবেন না। কেননা আপনি তাতে অস্বীকৃত। এইজন্যই তিনি তাঁকে আপনাদের অসাক্ষাতে কোথাও নিয়ে গিয়ে গোপনে রেখেচেন।

তা।—এমন কি হ'তে পারে?

না।—ভালবাসায় কি না হয়? এক প্রণয়ের জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডে কত যে অসম্ভব এবং অন্যায় ঘটনা ঘট্‌চে, তা কি আপনি জানেন না?

সু।—আমারও তাই সন্দেহ হ'চ্চে।

তা।—কি ভয়ানক ব্যাপার! কি বিশ্বাসঘাতকতা! কি ভয়ঙ্কর প্রভুবিদ্রোহ!

না।—কার মনে যে কি আছে, তা' কেউ বল্‌তে পারে না। মহারাজ! অনেকেই মুখে একরূপ, কিন্তু মনে অন্য প্রকার। লোকের চরিত্র এবং কূট-সমস্যায় কিছু প্রভেদ নাই।

তা।—কি আস্পর্দ্ধা! ভৃত্যের এই কাজ!—(সক্রোধে) আচ্ছা, আমি এখনি এর প্রতীকার ক'চ্চি।

না।—(স্বগত) হ'য়ে এসেচে। (প্রকাশে) বিশেষরূপে এ বিষয়ের তদন্ত করা উচিত।

তা।—পামর কপটবেশে আমার সর্ব্বনাশ ক'ত্তে জন্মগ্রহণ করেচে? দুর্ব্বৃত্ত দৈত্যাধম আমার কলঙ্কস্তম্ভ নির্ম্মাণ ক'ল্লে? ওঃ! কি ভয়ানক অসদাচার।

না।—এই প্রকার লোকই জগতে অধিক।

তা।—দুরাচারকে এখনি উপযুক্ত প্রতিফল দিচ্চি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

অষ্টম দৃশ্য।

অমরাবতী—রাজসভা।

তারক ও নারদের প্রবেশ।

তা।—বলেন কি, দেবর্ষি?

না—বাস্তবিক, এখনো তাদের মৃতদেহ নন্দন-কাননের দক্ষিণ দিকে প'ড়ে আছে। কুম্ভোদর আর গোলাক্ষ যে আপনার অনুগত ও প্রভুভক্ত ভৃত্য ছিল, তার আর কোন সন্দেহ নাই। তারা হয় ত সেনাপতিকে এই কাজ ক'ত্তে দেখে, বাধা দিয়েছিল। সুতরাং সেনাপতি স্বকার্য্য সাধনের জন্য সেই দু'জনকে নিহত করেচেন।

তা।—(চিন্তা করিয়া) আপনার এ কথা যথার্থ। আর আমার কোনরূপ সন্দেহ নাই। আসুক বিশ্বাসঘাতক। আজ তা'র আমি মস্তকচ্ছেদন ক'রে, তবে অন্য কার্য্য করব।

না।—(স্বগত) তাই ত একেবারে বিনাশ করবে! না—সহসা তা ক'ত্তে দেব না।—(প্রকাশে) আমি একবার মহারাণীর নিকট হ'তে আসি। আপনি বিশেষরূপে তদন্ত করুন্।

[প্রস্থান।

চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

চ।—(শিরোনমন করিয়া) মহারাজ! আমি সৈন্য সংগ্রহ ক'চ্ছিলেম ব'লে, আপনার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র আস্‌তে বিলম্ব ঘটেচে; তজ্জন্য অপরাধ ল'বেন না।

তা।—তোমার এ অপরাধকে আমি অপরাধ বলি না। কিন্তু তুমি ভয়ানক অপরাধে অপরাধী।

চ।—(সবিস্ময়ে) মহারাজ! সে কি, আমি ত আপনার পাদপদ্মে কখন কোন অপরাধ করি নি।

তা।—তোমার ন্যায় অপরাধী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নাই।

চ।—(সদুঃখে) হা, আজ আপনার মুখে এমন নিষ্ঠুর কথা আমায় শুন্‌তে হ'ল! আমি অতি দুর্ভাগ্য!

তা।—তুমি শুধু দুর্ভাগ্য নও—বিশ্বাসঘাতক।

চ।—ওঃ কি হৃদয়ভেদি বাক্য। এখনো আমার মৃত্যু হ'ল না কেন!

তা।—তোমার এ কামনা অবিলম্বেই পূর্ণ হ'বে। দৈত্যাধম! তুই প্রভুকন্যাহারী।

চ।—(অত্যন্ত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া করতলে কর্ণাচ্ছাদন পূর্ব্বক) সে কি, দৈত্যনাথ! আপনার এই অনুগত ভৃত্যকে আজ আপনি কেন এমন নিদারুণ কথা বল্‌চেন?

তা।—তুই প্রভুবিদ্রোহী ভৃত্য! তুই বিশ্বাসঘাতক দাস! তুই আমার কন্যাহারী শত্রু!

চ।—আমি এ সকল নরকসদৃশ বিশেষণের বিপরীত।

তা।—পামর! আমি আর তোর কোন কথাই শুন্‌তে চাই না। এখন্ বল্, কেন তুই আমাদের অসাক্ষাতে শোভ-

মাকে গোপনে স্থানান্তরিত করেচিস্? তাকে তুই কোথায় রেখেচিস্—বল্?

চ।—ভগবান্ রুদ্রদেবই আমার সাক্ষী। তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি জানেন, আমি এরূপ পৈশাচিক কার্য্য করেচি কি না।

তা।—দোষী ব্যক্তি দোষ প্রক্ষালনের জন্য ওরূপ অনেক শপথ করে।

চ।—আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে বল্‌চি, আমি এমন গর্হিত কার্য্য করি নাই—আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না। সজ্ঞানে এরূপ অসৎ কার্য্য করা দূরে থাকুক, আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার কোন শত্রু আমাকে বিপদে নিক্ষেপ কর্‌বার জন্য এই নিন্দনীয় কার্য্য ক'রেচে।

তা।—তুইই আমার মহাশত্রু। আমি ভ্রান্তিক্রমে বিষধর অজগরকে আশ্রয় দিয়েছিলেম। ওঃ, তোর এতদূর স্পর্দ্ধা! লম্পট! তুই কোন সাহসে বস্ত্রমধ্যে প্রদীপ্ত অগ্নি আচ্ছাদন ক'র্ত্তে ইচ্ছা করেচিস্? কোন্ সাহসে মৃগশত্রু ক্ষুধাতুর সিংহ ও সর্পের মুখ হ'তে দন্ত উৎপাটনের বাসনা করেচিস? কোন্ সাহসে কালকূট পান ক'রে দীর্ঘায়ুর আশা করেচিস্? কোন সাহসে সূচীমুখে চক্ষু মার্জ্জন আর জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহনের অভিলাষ করেচিস্? কোন্ সাহসে কণ্ঠে শিলা বন্ধন ক'রে সমুদ্র সন্তরণে উদ্যত হ'য়েচিস্? আর কোন্ সাহসেই বা লৌহময় শূলের মধ্য দিয়ে সঞ্চরণ কর্‌বার জন্য ইচ্ছুক হয়েচিস্? বল শোভনাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে রেখেচিস্? নৈলে আজ তোকে নিশ্চয়ই শোণিতবাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী দেখ্‌তে হ'বে। আজ কোন মতে তোর নিস্তার নাই।

চ।—(সদুঃখে) মহারাজ! আমি তুচ্ছ প্রাণের ভয়ে, মিথ্যা কথা বল্‌তে পার্‌ব না। আমি এখনো বল্‌চি, এর কিছুই জানি না। দৈত্যরাজ! আজ আমার অতি অশুভক্ষণেই রাত্রি প্রভাত হ'য়েছিল! হা! তাই আজ বিনা দোষে দোষী হ'লেম। হা, আমার অদৃষ্টে সহসা এমন ঘটনা কেন ঘট্‌ল!

তা।—পিশাচ! আমি তোর কথায় আর ভুলি না।

সুরসার প্রবেশ।

সু।—(সদুঃখে) সেনাপতি! আমার শোভনাকে কোথায় নিয়ে গেচ। যা করেচ, তা করেচ, এখন তাকে এনে দাও।

চ।—(সদুঃখে) রাজেন্দ্রাণি! আমি যদি আপনার কন্যাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে থাকি, তবে ভগবান্ রুদ্রদেব এখনি আমার বক্ষে তাঁর বিশ্বসংহারী ত্রিশূল বিদ্ধ করুন্। মা! আমি এর কিছুই জানি না।

সু।—তুমি ত শোভনাকে বিবাহের ইচ্ছা করেছিলে।

চ।—করেছিলেম। তা' বলে এই নারকী জীবের কার্য্য করি নাই। মহারাণি! আমার কোন শত্রু এই বিভ্রাট ঘটিয়েচে। আপনার পবিত্র নামে শপথ ক'রে বল্‌চি, আমি এর কিছুই জানি না।

তা।—মূর্খ! তুই ভিন্ন এরূপ কার্য্য কে ক'ত্তে পারে? এমন সাহস কার আছে? তুই কাল রাত্রিকালে তোর চিরপোষিত দুরভিসন্ধি পূর্ণ করেচিস।

চ।—মহারাজ! আর আমার কোন উত্তর নাই।

তা।—আমিও তোর আর কোন উত্তরের প্রতীক্ষা করি না। এখন তোর পাপ মস্তকচ্ছেদন করাই আমার ইচ্ছা।

চ।—আমারও এ বৃথা তিরস্কৃত জীবন ধারণের আর অণুমাত্র ইচ্ছা নাই।

সু।—নাথ! সহসা এরূপ কার্য্য করা উচিত নয়। আগে শোভনার বিশেষ অনুসন্ধান কর। সেনাপতিকে বধ ক'ল্লে শোভনাকে আর পাব না। যে বিষয়ের জন্য যে দোষী ব'লে সাব্যস্ত হয়, সে ভিন্ন সে বিষয়ের শেষ মীমাংসা হ'তে পারবে না। তাই বল্‌চি, সহসা সেনাপতিকে বধ ক'র না।

তা।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা। (উচ্চৈঃস্বরে) ওখানে কে আছিস্?

(নেপথ্যে) মহারাজ!

তা।—কারারক্ষকগণকে শীঘ্র ডেকে দে।

(নেপথ্যে)—যে আজ্ঞে, মহারাজ!

তা।—দুরাচার কপট! যে কারাগৃহে তুই আমার শক্র ইন্দ্রকে রুদ্ধ করে রাখ্‌বি বলেছিলি, তোরি দোষে তোরি অদৃষ্টে তার ফলভোগ হ'ল।

চারি জন কারারক্ষকের প্রবেশ।

দেখ, তোমরা লৌহ-শৃঙ্খলে এই পাপাত্মার হস্ত পদ বন্ধন ক'রে কারাগারে অবরুদ্ধ ক'রে রাখ। এর পর, এর পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হ'বে। যাও, এখনি এ দৈত্যপিশাচকে আমার দৃষ্টি-পথ হ'তে নিয়ে যাও।

(কারারক্ষকগণ কর্ত্তৃক চণ্ডবিক্রমের হস্তবন্ধন)

চ।—(সদুঃখে) হা অদৃষ্ট! মহারাজ! আমি ত কারাগৃহে বন্দী হ'লেম। কিন্তু আপনি বিশেষরূপে সতর্ক হ'য়ে আজ যুদ্ধে গমন কর্‌বেন। আজ ত্রয়োদশী তিথি। শত্রুপক্ষ অত্যন্ত প্রবল হ'য়েচে।

তা।—তোর চেয়ে আমার আর শত্রু নাই। তুই দূর হ—দূর হ—দূর হ!

[চণ্ডবিক্রমকে লইয়া কারারক্ষকগণের প্রস্থান।

সু।—নাথ! এখন যে বাস্তবিক উভয়-সঙ্কট উপস্থিত। একে ত শোভনা-হারা হ'য়েচি, তাতে আবার আজ দেবগণ যুদ্ধ কর্‌বে।

তা।—মহিষি! আজ আমি যুদ্ধ করব না। এখনি ইন্দ্রের নিকট দূত পাঠাচ্চি। এর পর যুদ্ধের দিন স্থির করা যাবে। আজ আমি অত্যন্ত অস্থির।

সু।—তাই কর। এখন শোভনাকে কোথা পাওয়া যাবে? (সরোদনে) মা কি আমার বেঁচে আচে! কি হবে, মহারাজ!

নারদের প্রবেশ।

না।—(স্বগত) ভাগ্যে সুরসাকে ব'লে ক'য়ে পাঠিয়েছিলেম, নৈলে আজই চণ্ডবিক্রমের মস্তকচ্ছেদন হত। তা' হ'ল না, খুব ভালই হ'য়েচে। এখন ত আমার কলে কৌশলে তারকে আর তাতে অহি-নকুলের ভাব ঘ'টে গেল। সে যে আর এর দিকে ঘেস্‌বে, এমন ত বোধ হয় না। এরি মধ্যে আমিই আবার এক চাল চেলে, তাকে কারামুক্ত ক'রে, দেবতাদের

দিকে ঠেলে দিব। বাস্তবিক, তাকে দেবগণের পক্ষ ক'ত্তে পাল্লে তারক ত আমার মুষ্টিমধ্যে এসে পড়্‌বে।

স্থ।—দেবর্ষি! আপনি এখানে এসে চুপ ক'রে কি ভাব্‌চেন?

না।—মহারাণি! আপনি শোভনার জন্য অত্যন্ত অস্থির হ'য়েচেন দেখে, আমি অতিশয় চিন্তিত হ'য়েচি। (তারকের প্রতি) মহারাজ! সেনাপতি কোনমতেই স্বীকার ক'ল্লেন না?

তা।—কৈ আর স্বীকার ক'ল্লে?

না।—তিনি বড় সাধারণ লোক নন। তাঁকে কি আপনি অম্নি অম্নি ছেড়ে দিলেন? আরও শাসন ক'রে আপনার কন্যার সন্ধানটা জেনে নিলেন না?

তা।—দুরাত্মা কোনমতে তা স্বীকার কল্লে না বলেই ত এখন তাকে কারাগারে রেখেচি।—একেবারে ছাড়ি নাই।

না।—বেশ করেচেন। (ক্ষণেক চিন্তিয়া) দেখুন্, দোষী ব্যক্তি শীঘ্র দোষ স্বীকার করে না। কিন্তু এ দিকে চুপ ক'রে ব'সে থাকাও ত শোভা পায় না। আপনি চতুর্দ্দিকে লোক পাঠিয়ে দিন। আর আমিও কএক জন লোক সঙ্গে ক'রে একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখি। আপানাদের এরূপ বিপদে আমার চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না। আপনি নিজেও অনুসন্ধান করুন্।

তা।—উপযুক্ত পরামর্শ। তাই করি আসুন। আপনি আমাদের জন্য কত কষ্টই ভোগ ক'চ্চেন।

না।—সে কি, দৈত্যরাজ! এ কি আমার কষ্টভোগ। এই ত আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। আপনি বলেন কি, আপনাদের এই

সঙ্কটের সময় নারদ চুপ ক'রে থাক্‌বে? তাও কি কখন হয়। ভগবান্ মহাদেব আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্।

সু—(সরোদনে কৃতাঞ্জলিপুটে) হে দেবাদিদেব রুদ্রদেব! আমার শোভনাকে ঘরে এনে দাও। আমি তোমার প্রীতির উদ্দেশে একলক্ষ বৃষ দান কর্‌ব। (অশ্রুমোচন)

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হিমাদ্রির সানুপ্রদেশ।

নারদ ও চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

না।—বীর! সেই ত রাজকন্যা শোভনাকে পাওয়া গেল,—সেই ত সবই হ'ল,—কিন্তু লাভে হ'তে দৈত্যরাজ আপনার প্রতি এই অত্যন্ত গর্হিত আচরণ ক'ল্লেন।

চ।—দেবর্ষি! এ আমার দুর্ব্বল অদৃষ্টের পাষাণরেখাবৎ অমুচ্য লিখন! কিন্তু আপনি যদি দৈত্যপতিকে ব'লে ক'য়ে আমায় কারামুক্ত না ক'ত্তেন, বরং যদি প্রাণদণ্ড করাতে পাত্তেন, তা' হ'লে আমার সবিশেষ হিতসাধন ক'ত্তেন। আমার এ তুচ্ছ প্রাণে আর প্রয়োজন নাই।

না।—সে কি, সেনাপতি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে? প্রাণের চেয়ে আর কি কিছু অমূল্য সামগ্রী আছে? বিশেষতঃ আপনার ন্যায় বীরপুরুষের প্রাণ, দশকোটি লোকের প্রাণাপেক্ষা গুরুত্বে বেশী।

চ।—ঋষিবর! এখন আমি আর বীরপুরুষ নই—কাপুরুষ! আমার প্রাণ বীরপুরুষের প্রাণ নয়—কাপুরুষের প্রাণ! সুতরাং এরূপ তুচ্ছতম প্রাণ দৈত্যরাজের আদেশে সে দিবস

বায়ুর সহিত মিশ্‌লেই ভাল হ'ত। কেবল দৈত্যরাজ্ঞী আর আপনিই আমাকে জীবিত রাখ্‌লেন। হিতে অহিত কল্লেন।

না।—(স্বগত) দৈত্যরাজ্ঞীর মূলও আমি। আমি না হ'লে ত তুমি নিশ্চয় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে। শোভনাকে পুনর্ব্বার পাওয়ার পরও তোমার প্রাণদণ্ড হ'তে হ'তে আমারই কৌশলে হ'ল না; কিন্তু তারক, সুরসার সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে, তোমায় যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বার আদেশ দিলে। তাও আমি অনেক কৌশল ক'রে ব্যর্থ ক'ল্লেম। কেবল দেবগণের মঙ্গলের জন্যই ত আমার এরূপ করা। নৈলে তোমার মত সুরশত্রু নিহত হ'লে সুরগণের যথেষ্ট লাভ। এইবার একে আমার জালে আবদ্ধ কর্‌বার পন্থা করি। (প্রকাশে) বীরেন্দ্র! ব্যবহার শাস্ত্রে লিখিত আছে, শত শত দোষী ব্যক্তি বরং মুক্তি লাভ করুক, কিন্তু অবিচারে যেন একটিও নির্দ্দোষ ব্যক্তির কোনরূপ দণ্ড না হয়। তবে বলুন দেখি, আমি জেনে শুনে কেমন ক'রে আপনার ন্যায় নিরপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হ'তে দেখি? আপনি যে এরূপ গর্হিত কার্য্যে আপনার চিত্ত ও দেহকে কলুষিত করেন নি, তা' আমি বিশেষরূপে জানি। তাই জেনেই ত আমি আপনাকে কৌশল ক'রে মৃত্যুমুখ হ'তে উদ্ধার ক'ল্লেম। আপনি যাই বলুন, কিন্তু এ কার্য্য ক'রে আমি যার পর নাই আনন্দিত হ'য়েচি। বল্‌ব কি, আমি আমার জীবনে এরূপ মহৎ কার্য্য কখন করি নাই। আপনার মত মহাবীরকে সজীবন কারামুক্ত করা আমার পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।

চ।—আপনি এ দুর্ভাগ্যকে মৃত্যুমুখ হ'তে পরিত্রাণ ক'রে কিরূপে সৌভাগ্যশালী হ'লেন?

না।—আপনি দুর্ভাগ্য?—এ কথা আর বল্‌বেন না। শুনে আমার বড় কষ্ট হয়।

চ।—আমি দুর্ভাগ্য না হ'লে, আমার এ অসহ্য যন্ত্রণাময়ী দুর্দ্দশা ঘট্‌বে কেন? যিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ ক'ত্তেন, যিনি আমাকে সাক্ষাৎ বিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি ব'লে বিশ্বাস ক'ত্তেন—এমন কি, যিনি আমাকে মধ্যে মধ্যে তাঁ'র অর্দ্ধবল ব'লে প্রশংসা ক'ত্তেন, হায়, তিনিই এক্ষণে আমাকে এই নরক-যন্ত্রণাপক্ষো উৎকট যন্ত্রণার অগাধ গর্ভে নিক্ষেপ ক'ল্লেন! আমার হস্ত হ'তে বীরচিহ্নস্বরূপ তরবারি ছিন্ন ক'রে নিলেন? আমায় নির্ব্বাসন-বেশ পরিধান করিয়ে স্বর্গ হ'তে বহিষ্কৃত ক'রে দিলেন! এ অপেক্ষা অপমান কি? দেবর্ষি! তাই বল্‌চি আমার মত দুর্ভাগ্য—হতভাগ্য আর নাই!

না।—দৈত্যরাজের এরূপ অন্যায় কার্য্যটা করা ভাল হয় নাই। আমি অগ্রে তাঁ'কে বড় বুদ্ধিমান্, সদ্বিচারক, ন্যায়দর্শী ব'লে বিশ্বাস ক'ত্তেম, কিন্তু, এক্ষণে তা' আকাশকুসুমবৎ প্রতীয়মান হ'চ্চে। আমি এখন স্পষ্টাক্ষরে বুঝ্‌তে পেরেচি, তাঁ'র লেশমাত্রও বুদ্ধিশুদ্ধি নাই। একের দোষে অপরকে দোষী করা নির্ব্বোধের কার্য্য। তিনিও তাই ক'ল্লেন। বল্‌তে কি, বীরবর! আমি যদি এরূপে অযথা নিগৃহীত হ'তেম, তা হ'লে নিশ্চয়ই এর প্রতিশোধ নিতেম।

চ।—তিনি প্রভু, সুতরাং তাঁ'কে আর কি বল্‌ব বলুন?

না।—তিনি আপনার মহাশত্রু। ওরূপ শত্রুকে বিশেষ-রূপে প্রতিফল দেওয়াই কর্ত্তব্য। আপনি ত জানেন, "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।"

চ।—আমার ভাগ্যে যা' ছিল, তাই হ'ল। আমি পূর্ব্বে কখন প্রভুবিদ্রোহী হই নাই, পরেও হ'ব না।

না।—সেনাপতি!—

চ।—(বাধা দিয়া) দেবর্ষি! এখন আমি আর সেনাপতি নই—এখন আমি নির্ব্বাসিত হতভাগ্য।

না।—হা, আপনার মুখে যে, আমি কখনও এরূপ বিষাদ-বাক্য শুন্‌ব, তা ভাবি নাই। হা, দৈত্যরাজ! তুমি এমন দৈত্যকুলধুরন্ধরকে কোন্ প্রাণে—কোন্ বিবেচনায় এত অপমানিত ক'ল্লে। ধিক্ তোমাকে!

চ।—দেবর্ষি! তাঁ'কে ধিক্কার দেবেন না। আমার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে তুষ্টিলাভ করুন্।

না।—(স্বগত) আহা, এমন্ উদার ও প্রভুভক্ত ব্যক্তি আমি কখন দেখি নাই। এমন নিদারুণ কষ্টের অবস্থাতে জড়ীভূত হ'য়েও চণ্ডবিক্রম তারককে সমান চক্ষে দেখ্‌চে। তা হ'বে না কেন?—"সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেক-রূপতাম্।" কি সম্পদে কি বিপদে মহতের প্রকৃতি একরূপই থাকে।

চ।—দেবর্ষি! আমার হৃদয় ক্রমশঃ অবসন্ন হ'য়ে আস্‌চে—চিত্ত যেন কেমন উদ্ভ্রান্ত হ'য়ে পড়্‌চে—ক্রমে যেন আমি কি হ'য়ে পড়্‌চি। আমি আর এখানে থাক্‌ব না। যে দিকে দু চক্ষু যায়, সেই দিকে চলে যাই। ওঃ—কি ভয়ানক যন্ত্রণা!

না।—বীরবর! যদি আমার কথা রাখেন, তা' হ'লে আপনার এই সমস্ত ক্লেশদ্যোতক লক্ষণ নিরাকৃত হ'য়ে যায়। নৈলে

আপনি ক্রমেই যন্ত্রণার এক স্তর হ'তে অপর স্তরে বিঘূর্ণিত হ'য়ে পতিত হ'তে থাক্‌বেন।

চ।—কি কথা বলুন?

না।—আপনি ত জানেন, "যখন যেমন, তখন তেমন।"

চ।—জানি।

না।—তার বিপরীত হ'লে মন্দ বই ভাল হয় না।

চ।—তাও জানি।

না।—তবে আপনি জেনে শুনে কেন আপনার মন্দ আপনি ক'চ্চেন? পীড়ার সময় ঔষধ সেবন না ক'ল্লে কি কখন পীড়ার উপশম হয়?

চ।—তা হয় না বটে।

না।—তবে আপনি দৈত্যপতি তারককে আপনার মহাশত্রু জেনেও কেন আপনা আপনি যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চেন? আমার বিবেচনায় তেমন শত্রুকে অচিরাৎ প্রতিফল প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমার পরামর্শ শুনুন, এখন আপনি নিঃসহায় বটে, কিন্তু এ সময়ে দেবগণের পক্ষ অবলম্বন ক'রে—বৈরনির্য্যাতন করুন্। তা' হ'লে দেখ্‌বেন, আপনার আর কিছুমাত্রও কষ্ট, পরিতাপ, নিরাশা থাক্‌বে না। যদি আপনি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করেন, তবে আমার কথায় আর দ্বিরুক্তি কর্‌বেন না।

চ।—না, দেবর্ষি! আমি তা পার্‌ব না। যাঁ'র অন্নে আমি শরীরে শক্তি সংগ্রহ করেচি, সেই শক্তি এখন্ কিরূপে তাঁ'র বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর্‌ব? আমার যে মুষ্টিতে তিনি ভোজ্যদ্রব্য প্রদান করেচেন, এখন আমি সেই মুষ্টিতে তীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ

ক'রে কিরূপে তাঁ'র পবিত্র দেহে আঘাত কর্‌ব? আমি তা-পার্‌ব না।

না।—তিনি যাঁ'র বাহুবলে স্বর্গরাজ্য লাভ ক'ল্লেন, কিরূপে তাঁ'র সেই বাহুযুগল লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়েছিলেন? যাঁ'র তরবারিবলে তিনি শত্রুগণকে মন্দাকিনী নদী পার হ'তে দেখ্‌তে পান্ না, এখন কি ক'রে তাঁ'র সেই মহাস্ত্র তরবারি কেড়ে নিয়ে, অপমানের একশেষ ক'রে, নির্ব্বাসিত ক'ল্লেন?

চ।—তিনি যে প্রভু, আমি 'যে ভৃত্য। শক্তিসামর্থে, গৌরবে, সম্মানে প্রভু ভৃত্যে যে অনেক বৈষম্য। তবে বলুন দেখি, তিনি যা' কর্‌বেন, আমিও কি তাই ক'ত্তে পারি? আমার মত প্রভুভক্ত কিঙ্করের, ব্যবহারে দূরে থাকুক, মনে মনেও প্রভুবিদ্রোহী হওয়া মহাপাপ। মুনীশ্বর! ভৃত্যের পক্ষে প্রভুবিদ্রোহিতার চেয়ে যে আর পাপ নাই। প্রভুবিদ্রোহিতাই নরকদ্বার।

না।—প্রভুভক্ত ভৃত্যের প্রতি অত্যাচারী প্রভুর এতাদৃশ কুব্যবহারই, আমার বিবেচনায় নরকদ্বার।

চ।—তা যাই বলুন, আমি কোনমতে দৈত্যপতির অনিষ্ট সংসাধন জন্য অসুর শত্রু সুরগণের পক্ষ অবলম্বন ক'ত্তে পার্‌ব না।

না।—আপনি বলেন কি? প্রতিহিংসা ভিন্ন কখন কি আত্মশান্তি হ'তে পারে?

চ।—আমি প্রতিহিংসাও জানি না—আত্মশান্তিও জানি না। আমার কিছুরই প্রয়োজন নাই।

মা।—আপনি কি বিজাতীয় অপমানে জর্জ্জরিত হ'য়ে আত্মবিস্মৃত হ'লেন ?

চ।—আত্মবিস্মৃত হ'লে এতক্ষণ আপনার পরামর্শ গ্রহণ ক'ত্তেম।

না।—(স্বগত) তাই ত! একে যে কোনমতে আমার কৌশলচক্রে নিক্ষেপ ক'ত্তে পাল্লেম না। এখন দেখ্‌চি হিতে বিপরীত বা ঘটে। আমি একে যে সকল কথা ব'ল্লেম, তৎসমস্তই তারকের বিপক্ষে। কিন্তু, এ যদি এখন কোনসূত্রে তা'র নিকট এই সব কথা প্রকাশ করে, তা' হ'লেই ত বিভ্রাট! দেবগণেরও বিপদ—আমারও সঙ্কট। না, এ কি আর তা'র কাছে যাবে ?—না এ সমস্ত কথা বল্‌বে ? (ক্ষণেক চিন্তিয়া) তা বলাও যায় না। এখনও এ যেকালে এতদূর অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং নির্ব্বাসিত হ'য়েও তারককে পূর্ব্বের ন্যায় জ্ঞান ক'চ্চে এবং তা'র বিরুদ্ধে একটি কথা ব'ল্লে দশটি কথা শুনিয়ে দিচ্চে, তখন এক্‌টা কাণ্ড কারখানা ক'ত্তেও পারে। তবেই ত, মহাগোলযোগের কথা। আমি এক ক'ত্তে গেলেম, কিন্তু আর হ'য়ে পড়্‌ল। দৈত্যচরিত্র বোঝা ভার। আমার মনে বড় সন্দেহ উপস্থিত হ'ল। এখন কি করি ? আচ্ছা, আবার তারকের নিকট যাই। আবার একে ধ'রে নিয়ে গিয়ে কারাগারে আবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বার পন্থা ক'রে দি গে। নৈলে মহাবিভ্রাট ঘটে উঠ্‌বে। (প্রকাশে) সেনাপতি! আর কি বল্‌ব বলুন ? আমি আপনার মঙ্গলের জন্য, যা জানি, তা ব'ল্লেম। কিন্তু আপনি যেকালে কোনমতে সে কথায় কাণ দিলেন না, সেকালে আর কি কর্‌ব বলুন ? যা ভাল বোঝেন, তাই করুন্।

চ।—এখন্ আপনি আমার মনের মত কথা ব'ল্লেন।

না।—আপনি এখন কি কর্‌বেন ?

চ।—এই নির্জ্জন স্থানে ব'সে আমার অদৃষ্ট-নিগ্রহের পরিণাম ভোগ কর্‌ব।

না।—আচ্ছা, আমি যদি দৈত্যরাজকে ব'লে ক'য়ে আবার আপনাকে তাঁ'র সেনাপতি করে দিতে পারি, তা হ'লে আপনি তা'তে সম্মত আছেন কি না ?

চ।—এ প্রাণ থাক্‌তে আর না।

না।—(স্বগত) গোঁথানাও এখন ষোল-আনা।—(প্রকাশে) আচ্ছা, দৈত্যরাজকুমারী শোভনার সঙ্গে যদি আপনার বিবাহ দেওয়াবার চেষ্টা করি, তা'তে আপনি ইচ্ছুক আছেন, কি না ?

চ।—দেবর্ষি! আপনি কি দৈত্যরাজের পরামর্শে আমার চিত্ত পরীক্ষা ক'চ্চেন ? আমি রাজকন্যা অপহরণকারী মহাপাপী নারকী কি না, তাই জান্‌বার চেষ্টা ক'চ্চেন ?

না।—(করতলে কর্ণাচ্ছাদন করিয়া) শিব! শিব! শিব!

চ।—তবে আপনি এতক্ষণ পরে এরূপ কথা তুল্‌লেন কেন ?

না।—আপনি যে নিরপরাধী।

চ।—তবে আপনি কেন আমাকে অপরাধী ক'চ্চেন ?

না।—কি সে ?

চ।—এরূপ কথার অবতারণা ক'রে।

না।—এরূপ কথা ব'ল্লে যদি আপনি আপনাকে অপরাধী জ্ঞান করেন, তবে আর বল্‌ব না।

চ।—তাই আমার প্রার্থনা।

না।—(স্বগত) চণ্ডবিক্রমের আর সে চণ্ডভাব নাই। এখন

দেখ্‌চি, এ প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির হ'য়েচে। কিন্তু সন্দেহও হয়;—কি জানি কখন আবার প্রবল ঝটিকা উঠে হুলস্থূল বাঁধিয়ে দেয়। আর পাঁচ সাত ভেবে কাজ নাই। আমি তারকের নিকট যাই। (প্রকাশে) সেনাপতি! আমি যা যা ব'ল্লেম, তজ্জন্য আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। আমি আপনার একজন পরম সুহৃৎ, এ কথা যেন মনে থাকে। এ স্থানটি আপনার মনোমত হ'য়েচে, তবে আপনি এখানেই চিত্তশান্তির উপায় করুন্।

[প্রস্থান।

চ।—দেবর্ষি চ'লে গেলেন,—ভালই হ'ল। আমিও এখান থেকে অন্য কোন নিভৃত স্থানে যাই। নৈলে আবার হয় ত তিনি এখানে এসে এইরূপ নানা কথার অবতারণা কর্‌বেন। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া) উঃ, হৃদয় কেন এত অস্থির হ'য়ে উঠ্‌চে! এ কি হ'ল!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হিমাদ্রি—নিবিড় অরণ্য।

চণ্ডবিক্রমের প্রবেশ।

চ।—(উৎকণ্ঠিত চিত্তে) কই, এমন সাক্ষাৎ শান্তির শান্তি-নিকেতনেও আমার চিত্তের এক বিন্দুও শান্তি হ'চ্চে না কেন? শান্তিই সকল যন্ত্রণানিবারিণী; কিন্তু আজ তাতেও আমি বঞ্চিত হ'লেম! আমার হৃদাগ্নি নির্ব্বাণ ক'ত্তে কি শান্তির শীতল সলিলও শুষ্ক হ'য়ে গেল! ওঃ কি অস্থিরকারিণী উৎকণ্ঠা! আর যে স্থির থাক্‌তে পাচ্চিনে। সকলেরই উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণা কি অক্ষয়া? আমি এক নিমেষের জন্যও কি আর স্বাস্থ্য লাভ ক'ত্তে পার্‌ব না? (উন্মত্তভাবে) ও কি, কে যেন বলচে, 'মৃত্যুই স্বাস্থ্য!'—মৃত্যু!—মৃত্যু! চণ্ডবিক্রমের এ অবস্থার প্রিয়বন্ধু! অহো, ও আবার কে যেন বিদ্যুতের মত চলে গেল?—শোভনা—সেই সারল্য-প্রতিমা? এক দিকে মৃত্যু—অপর দিকে শোভনা!—আর আমি মধ্যস্থলে! এখন্ কে আমার প্রকৃত বন্ধু?—এ প্রশ্নের উত্তর কি? কে ব'লে দেবে? ওঃ! হা হৃদয়—হা প্রাণ! হা মৃত্যু! হা শোভনা! হা সরলা! হা আমার জীবন্ত প্রতিমা! যাই—যাই—যাই! দাঁড়াও—দাঁড়াও! রাজপুত্রী শোভনা আমার সুহৃৎ—কি মৃত্যু আমার বন্ধু—তা

আজ এখনি দেখ্ব! আমার কেউই আত্মীয় নয়। না—অনেক আত্মীয় আছে।—কৈ?—এই যে,—অপমান!—নির্ব্বাসন!—যন্ত্রণা!—ভগ্ন হৃদয়! দগ্ধ প্রাণ! আর কে?—মৃত্যু!—না। মৃত্যু কোন্ কালে কার বন্ধু? তবে কে?—আছে—আছে—আছে। কে সে?—শোভাময়ী শোভনা! এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার সবাই শত্রু—দৈত্যরাজ শত্রু!—দৈত্যরাণী শত্রু!—ইন্দ্র শত্রু!—যম প্রভৃতি সুরগণ শত্রু!—নারদ শত্রু!—কেবল এক জন মিত্র—প্রাণের মিত্র—জীবনের মিত্র—সম্পদের মিত্র—বিপদের মিত্র—জাগরণের মিত্র—নিদ্রার মিত্র—স্বপ্নের মিত্র—মরণ সময়েরও মিত্র—সে আমার শোভনা—শারদ-কৌমুদী শোভনা—জ্যোতিরীশ্বরীশোভনা! হাঃ—হাঃ—হাঃ! শোভনারই জগৎ! শোভনারই আমি আর আমারই শোভনা! আমি মূঢ়!—আমি অন্ধ! তাই শান্তির অন্বেষণ ক'রে মূঢ়তা, অন্ধতা প্রকাশ কচ্ছিলেম। কিন্তু এই যে আমার কাছে শান্তিময়ী শোভনা দাঁড়িয়ে, নধর অধরে হাসি মাখ্চে! তবে আমিও হাসি— হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ! আর ভয় কি?—আমার সব জ্বালা যন্ত্রণা দূর হ'য়ে গেল। তবে এইবার আমি আমার হৃদয়ে শান্তির শান্তিদায়িনী—চণ্ডেশ্বরের শান্তিপ্রতিমাকে স্থাপন ক'রে আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করি। শোভনা ব'স—আমিও তোমার কাছে বসি। (শিলাতলে উপবেশন) শোভনা! এ কি ক'ল্লে? এ কি রকম মূর্ত্তি ধ'ল্লে?—চোক চেয়ে দেখ্তে পাই না যে! আচ্ছা, নেত্র মুদ্রিত ক'রে দেখি। আহা বেশ—আহা বেশ! অপূর্ব্ব মূর্ত্তি—চমৎকার রূপ—দৈত্যকুলরাজলক্ষ্মী!

(নিমীলিত নেত্রে উপবেশন)

দূরে অগ্নি ও যমের প্রবেশ।

অ।—মৃত্যুপতি! সেনাপতি কার্ত্তিকেয় একটা ব্যাঘ্রকে এ দিকে তাড়িয়ে এনে, কোন্ দিকে গেলেন?

য।—তিনি অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয়। যুদ্ধ ক'ত্তে এসেও একটি দিনের জন্য তাঁ'র শিকার ফাঁক যায় না।

অ।—দেবরাজ আমাদের দু'জনকে তাঁর অনুসন্ধানে পাঠালেন, এখন তাঁ'কে পাই কোথা?

য।—চলুন দেখি, ঐ দিকে গিয়ে দেখি।

(উভয়ের অগ্রসরণ)

অ।—(চণ্ডবিক্রমকে দেখিয়া) মৃত্যুপতি! শত্রু—শত্রু।

য।—(সতর্ক হইয়া) কই, অগ্নিদেব?

অ।—ঐ যে অমরগণের চিরশত্রু—মহাশত্রু চণ্ডবিক্রম।

য।—(দেখিয়া) তাই ত, পাপাত্মা ছদ্মবেশে আমাদের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে এখানে এসে ব'সে আছে!

অ।—আপনি স্থির হৌন্। আমি মহাবীর কার্ত্তিকেয়কে শীঘ্র ডেকে আনি।

য।—না না—তাঁ'কে আর ডাক্‌তে হ'বে না। আমার হাতে এ দুরাত্মার আজ নিস্তার নেই। এ একাকী, তাতে আবার নিরস্ত্র। শত্রু সশস্ত্র হৌক্ বা নিরস্ত্র হৌক বধ করা উচিত। এমন সুযোগ আর পাব না। আপনি এই দিকে দাঁড়ান—দৈত্যকুলকণ্টক যেন পালিয়ে যেতে না পারে।

অ।—দেখ্‌বেন যেন সর্ব্বনাশ না ঘটে। আজও ওর অস্ত্রের

চিহ্ন আমার গাত্রে র'য়েচে। এখনো বেদনা যায় নি। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি কুমারকে ডাকি।

য।—ভয় কি? এরূপ অসহায় অথচ ছদ্মবেশী শত্রু সংহারের জন্যও আবার ভয় বা সন্দেহ ক'ত্তে হয়? আপনি সাহসে নির্ভর ক'রে, নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে সতর্ক হ'য়ে দাঁড়ান। (চণ্ডবিক্রমের সম্মুখস্থ হইয়া) এইবার তোকে কে রক্ষা ক'রে?

চ।—(নেত্র উন্মীলন করিয়া) দেবর্ষি! আপনি আবার এ কি বেশ ধারণ ক'রে এলেন?—শোভনাকে নিতে এসেচেন? না না—নেবেন না। শোভনা—শোভনা! যেও না।

য।—মূঢ়! এ সকল কথা কোথায় শিক্ষা করিলি? শোভনা কে? চেয়ে দেখ্, তোর সম্মুখে তোর সেই চিরশত্রু যম।

চ।—হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি যম?—আমার শোভনা তোমার কি দোষ করেচে?

য।—পিশাচ! এখন এ ছলবাক্য প্রয়োগ ক'রে আত্মরক্ষা ক'ত্তে পার্‌বি না। অনেক কাল ধ'রে অনেক যন্ত্রণা দিয়েচিস্, কিন্তু আজ তার পরিশোধ নেব।

চ।—তুমি অত চীৎকার ক'র না। আমার শোভনার কাণে তালা লাগ্‌বে। তুমি সরে যাও—সরে যাও—সরে যাও। সর্‌বে না?—আচ্ছা, আমি শোভনাকে নিয়ে নিজেই স'রে যাই। এস শোভনা! গর্দ্দভের চীৎকারে কাণে কি তালা লেগেচে?

য।—(সক্রোধে) পামর! এখনও এত অহঙ্কার? আমি গর্দ্দভ?

চ।—তবে এমন বিকট চীৎকার ক'চ্চ কেন? আচ্ছা, তুমি বোবা হ'য়ে থাক, আমার শোভনার কোন কষ্ট হ'বে না।

অ।—(স্বগত) চণ্ডবিক্রম আজ এ কি ভাব ধরেচে? কেবল শোভনা শোভনা ক'রেই অস্থির। দৈত্যচরিত্র বোঝা ভার। নিশ্চয় এ আজ কি মনস্থ ক'রে আমাদের ছিদ্র অন্বেষণ ক'ত্তে এসেচে। যেন কিছুই জানে না—যেন একটা ঘোর পাগল। দৈত্যরাজনীতির এও বুঝি একটা সূত্র? আমার বড় সন্দেহ হ'চ্চে। হয় ত এর সঙ্গে অনেক গুপ্তচর আছে। তারা এখা-নেই কোথা গোপনে আছে, বোধ হয়। চার দিক্ থেকে এসে ঘিরে দাঁড়ালেই ত বিভ্রাট! কাজ নাই, আমি আমার পালাবার পথ ঠিক ক'রে স'রে দাঁড়াই। যমের কি দুঃসাহস! যমের সম্মুখে স্পর্দ্ধা প্রকাশ ক'চ্চেন।

চ।—(যমের প্রতি) কই, তুমি স'রে গেলে না?

য।—তোকে আজ বিনাশ ক'রে স'রে যাব।

চ।—অ্যাঁ তুই কি তস্কর—দস্যু? আমায় মেরে ফেলে আমার অমূল্য রত্ন শোভনাকে চুরি ক'রে নিয়ে পালাবি? (শশব্যস্তে) শোভনা! শোভনা! পালিয়ে এস—পালিয়ে এস! (পলায়নোদ্যোগ)

য।—(বাধা দিয়া) পাতকী! ধূর্ত্ত! ছল প্রকাশ ক'রে কোথায় পালাবি? সন্ধান জান্‌তে এসে, অকৃতকার্য্য হ'য়ে কোথায় পালাবি? নির্ব্বোধ! যমের হাত এড়াতে বাসনা? (তরবারি উত্তোলন করিয়া) এইবার কোথায় পালাবি পালা। (তরবারির আঘাত)

ট।—(স্খলিত পদে ভূতলে পতিত হইয়া জড়িত স্বরে) শোভনা! আমি ত পালাতে পাল্লেম না।—কিন্তু তুমি প্রাণ-পণে দৌড়ে পালাও। তস্কর!—নিষ্ঠুর!—দস্যু! আমার শোভনাকে যদি স্পর্শ করিস্, তা হ'লে আমি প্রেতযোনি লাভ ক'রে তোর প্রতিহিংসা কর্‌ব! ওঃ! ওঃ! শোভনা—শোভ—(মৃত্যু)

কা।—(নেপথ্যে) ও কি! ও কি! হত্যা—হত্যা!

বেগে কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

কা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) এ কি, মৃত্যুপতি! এ কি ক'ল্লেন? নিরস্ত্র ব্যক্তিকে বিনাশ ক'ল্লেন?

য।—(সগর্ব্বে) কুমার! শত্রু নিপাত করেচি। তারকের অর্দ্ধ শক্তি নষ্ট করেচি। আজ আমাদের স্বর্গরাজ্য লাভের অর্দ্ধ বিপদ বিনষ্ট হ'ল।

কা।—(ক্রোধে) তুমি কাপুরুষ!

য।—(সবিস্ময়ে) সে কি, কুমার!

কা।—তুমি ভীরু! তুমি দেববংশের কলঙ্ক!

অ।—(স্বগত) সর্ব্বনাশ! এ আবার কি হ'ল! (নিকটে আসিয়া) কুমার! শত্রু বিনাশ ক'ল্লে কি ভীরুপদ বাচ্য হয়? দেবকুলের কলঙ্ক হয়?

কা।—এর নাম কি শত্রুবধ? এ যে ঘোরতর নিষ্ঠুরের কার্য্য! কসাইয়ের কার্য্য!

য।—তুমি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী না অশুভাকাঙ্ক্ষী?

কা।—শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেম, কিন্তু আজ হ'তে সম্পূর্ণরূপে

অশুভাকাঙ্ক্ষী হ'লেম। তোমাদের মত দেবরূপী দস্যুদের যে মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে, সেও দস্যু!

য।—তুমি এখনো বালক। যুদ্ধনীতিশাস্ত্রের শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠ কর নাই।

কা।—তোমাদের যুদ্ধনীতিশাস্ত্র কসাইয়ের পাপ-হৃদয়—কাপুরুষের অসার বীরত্ব—বীরপুরুষের কলঙ্ক! অমন ঘৃণিত শাস্ত্র এখনি পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যাক্। যম! তোমাকে কোন্ নির্ব্বোধ ধর্ম্মরাজ নাম দিয়েছিল? বোধ হয়, তোমার কোন চাটুকারের এই কাজ! আজ তুমি তোমার 'কৃতান্ত' নামের সূক্ষ্ম পরিচয় দিলে!

য।—তবে আর দোষ কি?

কা।—তোমাকে ধিক্!—তোমার আত্মাকে ধিক্!!—তোমার কার্য্যকেও ধিক্!!! ছি ছি! আজ তুমি তোমার পবিত্র অস্ত্রকে কলঙ্কিত ক'ল্লে। ধিক্, সুরকুলকলঙ্ক যম! ধিক্, দেববংশের গৌরবভস্মকারী অগ্নি!

য।—ভগবান্ মহাদেবের পুত্রের মুখে এরূপ কটূক্তি ভাল শোনায় না।

কা।—ভগবান্ মহাদেবের পুত্র ব্যতীত, তোমাদের পাপমুখ এরূপ উপযুক্ত বাক্যের অধিকারী নয়। হা, আমি তোমাদের মত নারকী দস্যুগণের সেনাপতি হ'য়েছিলেম—ছি ছি! যা'রা অসহায়—নিরস্ত্র—দুর্দ্দশাপন্ন শত্রুকে বিনাশ করে, তাদের পাপমুখ দেখ্‌লে—নাম ক'ল্লে, প্রায়শ্চিত্ত ক'ত্তে হয়! যাও—তোমরা আমার দৃষ্টিপথের অন্তরালে যাও। তোমরা সাক্ষাৎ ঘৃণা। যাও—তোমাদের ইন্দ্রকে বলগে যে, কার্ত্তিকেয়ের

সঙ্গে তাঁর বা তোমাদের আর কোন সম্বন্ধই নাই। আমি আমার শিবিরে চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

অ।—মৃত্যুপতি! হিতে বিপরীত ঘট্‌ল যে!

য।—ভয় কি?

অ।—আপনি ত বল্‌চেন, ভয় কি; কিন্তু আমি বলি ভরসাই বা কি? কুমার ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমাদের সেনাপতিত্ব পরিত্যাগ ক'ল্লেন। এখন উপায়? এইবার যে তারকের পালা!

য।—আমি আছি। আমিই আবার সেনাপতি হ'ব।

অ।—(স্বগত) তা হ'লেই এবার চণ্ডবিক্রমকে যে পথে পাঠিয়েচ, তোমাকেও সেই পথের পথিক হ'তে হ'বে। তারকের সঙ্গে যুদ্ধ করা দূরে থাক্, তা'র নাম ক'ল্লেই আত্মাপুরুষ শুকিয়ে যায়। যা একটু আশা ভরসা ছিল, তাও গেল! (প্রকাশে) এখন্ চলুন, দেবরাজের সঙ্গে এ বিষয়ের পরামর্শ করি গে। কুমারকে বুঝিয়ে স্থুজিয়ে না ফিরুতে পাল্লে, বিপদের উপর বিপদ!

য।—আপনি না অগ্নি? আপনার তেজের কি এই পরিচয়? কিসের ভয়?

অ।—(স্বগত) দেখা যাবে। (প্রকাশে) তবে এখন চলুন্।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর—দৈত্যশিবির।

সৈন্যগণের সহিত তারকের প্রবেশ।

তা।—সৈন্যগণ! অমি বিশ্বস্তসূত্রে শুন্‌লেম, পাপাত্মা চণ্ডবিক্রম নাকি আমার পরম শত্রু দেবগণের পক্ষ অবলম্বন করেচে। দুরাচার এক অবিমুচ্য দোষের জন্য দূরীভূত হয়েচে: এখন দেখ্‌ছি, আবার অন্য মহদ্দোষে পরিলিপ্ত হ'ল। আমার নির্ব্বাণোন্মুখ ক্রোধাগ্নি আবার প্রজ্জলিত ক'রে তুল্‌লে। কিন্তু, সে মহামূর্খ; তাই শৃগাল হ'য়ে বৃষের দলে মিশে ক্রোধিত সিংহকে আরও উত্তেজিত ক'ল্লে। দেখ, এখন্ তোমরা এক কাজ কর;—তাকে আমার নিকট পুনর্ব্বার ধৃত ক'রে আন্‌বার চেষ্টা কর। যে তাকে ধৃত ক'ত্তে পার্‌বে বা তা'র অনুসন্ধান ব'লে দিতে পার্‌বে, আমি তাকে আশাতীত পুরস্কার প্রদান কর্‌ব। আর যদি কেউ তা ক'ত্তে না পার, তা হ'লেও তা'র নিস্তার নাই। দাবাগ্নি যেমন একটি বৃক্ষকে আক্রমণ ক'রে শেষে অরণ্যস্থ সমস্ত বৃক্ষকে ভস্মীভূত করে, আমিও সেইরূপ অগ্রে তা'কে বিনাশ ক'রে পরিশেষে সসৈন্য দেবগণকে সংহার কর্‌ব। এক্ষণে আমার এই অসংখ্য সুশিক্ষিত সৈন্যের আমিই

নপতি। তোমরা সকলে বিশেষরূপে সমরসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে প্রস্তুত থাক।

সৈন্যগণ।—রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

তা।—এক্ষণে সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, অতএব আমি একবার শিবমন্দিরে গমন করি। তোমরা স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হও গে।

সৈন্যগণ।—(কৃতাঞ্জলিপুটে) যে আজ্ঞে, মহারাজ! (উচ্চৈঃস্বরে) জয় স্বর্গাধিপতি দৈত্যরাজের জয়!

[সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে।—ধর্ ব্যাটাকে ধর্ ধর্! ও ব্যাটা নিশ্চয়ই দেব-সৈনিক। দৌড়ো—দৌড়ো—ধর্—ধর্!

[বেগে জনৈক ছদ্মবেশধারী ব্যক্তির প্রবেশ ও বেগে প্রস্থান।

বেগে কতিপয় দৈত্যসৈনিকের প্রবেশ।

১ম দৈ-সৈ।—দূর কুড়ে! তুই কি পায়ের মাথা খেয়েচিস্?

২য় দৈ-সৈ।—তুই কোন্ চতুষ্পদ হ'য়ে আমার আগে দৌড়ে এলি?

৩য় দৈ-সৈ।—আর মিছে বকাবকি ক'রে কি করবি বল? ব্যাটা হরিণের মত বেয়াড়া চোঁচা দৌড় দিয়েচে।

৪র্থ দৈ-সৈ।—ব্যাটা বড় বেঁচে গেল।

১ম দৈ-সৈ।—আর, ভাই! ব্যাটাকে ধ'ত্তে পাল্লে আজ খুব পুরস্কার পেতুম।

২য় দৈ-সৈ।—আর পুরস্কার! এ তেরস্কেরে কপালে তেরস্কার বই আর কিছুই নেই।

১ম দৈ-সৈ।—আমার বোধ হয়, আরও দু-চার ব্যাটা ও দিকে আছে। চল, তাড়া হুড়ো দিয়ে ধরি গে।

৪র্থ দৈ-সৈ।—বেশ কথা। চল চল।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর—দেবশিবির।

জনৈক ছদ্মবেশধারী ব্যক্তির প্রবেশ।

ছ।—(সহাস্যে) দৈত্যসৈনিকগুলো মনে ক'রেছিল, আমি এক জন দেবসৈনিক, কিন্তু আমি যে নারদ, তা ব্যাটারা বুঝতে পারে নি। হাঃ—হাঃ—হাঃ! যা হোক্, আর একটু হ'লেই ব্যাটারা ধ'রে ফেলেছিল। যে পরিচ্ছদ পরেচি, এতে দৈত্যসৈন্য ত দৈত্যসৈন্য—দেবসৈন্যেরাও এখনো আমাকে চিন্‌তে পাচ্চে না।

ইন্দ্র, যম, অগ্নি, বরুণ, কুবের ও পবনের প্রবেশ।

ই।—এই যে, এখানে একজন সৈনিক আছে। একেই আবার কুমারের নিকট পাঠাই।—(ছদ্মবেশীর প্রতি) সৈনিক!

না।—(স্বগত) যা চ'লে! কর্ত্তা পর্য্যন্তও যে গোলকধাঁধায় প'ড়ে গেলেন! না,—আর এরূপ বেশে থাকা ভাল নয়। আবার এখনি ছুটোছুটির আদেশ ঘাড়ে পড়্‌বে। (প্রকাশে) দেবরাজ!

ই।—(স্বগত) দেবর্ষির ন্যায় কণ্ঠস্বর না? (বিশেষরূপে মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! দেবর্ষি যে!

না।—চিন্‌তে পেরেচেন?—বাঁচলেম। এ ধুকুড়ী পরা কি আমার পোষায়? চিরকাল একখানি বস্ত্র পরি, আর একখানি উত্তরীয় কাঁধে ফেলি। আমার মত জীর্ণ শীর্ণ দণ্ডের উপর এ পটমণ্ডপ থাক্‌লে প্রাণ বাঁচে কই? খুলে ফেলি—গায়ে একটু বাতাস লাগুক। (ছদ্মবেশ উন্মোচন করিতে করিতে) আ—এতক্ষণে আমাকে নারদ ব'লে বোধ হ'ল। বায়ুদেব! অনুগ্রহ ক'রে আর একটু কাছে এগিয়ে দাঁড়ান।

ই।—দেবর্ষি! আপনার এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করবার উদ্দেশ্য কি?

না।—আপনাদের শিবিরে প্রবেশ করা। যখন আপনারা উপত্যকার মধ্যে ছিলেন, তখন আমার আসা যাওয়ার কোন গোলযোগ ছিল না। কিন্তু এখন ও দিকে দৈত্যশিবির আর এ দিকে আপনাদের শিবির। এখন্‌ বলুন দেখি, কি ক'রে নিজের বেশে দৈত্যমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে আসি? তারকের নিকট

থেকে আস্‌তে গেলে, সেই বই আর পথ নেই—তাতে আবার দৈত্যদের মধ্যে কে না আমাকে চেনে? কাজেই আমাকে নানারূপ ভেবে চিন্তে চার দিক চেয়ে দেবসৈনিকের বেশ ধ'র্ত্তে হয়েছিল। এতেও কি পরিত্রাণ আছে? দৈত্যগুলো, কুকুরে শেয়াল তাড়ার মত, আমাকে যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল।

ই।—দেবর্ষি! আমাদের জন্য আপনাকে কত যন্ত্রণা, কত পরিশ্রমই সইতে হ'চ্চে। তা কি কর্‌বেন বলুন? আপনি না হ'লে আমাদের গতি নেই।

না।—এখন সংবাদ কি বলুন দেখি?

ই।—আমার 'হরিষে বিষাদ'!

না।—সে আবার কি, পুলমেশ্বর?

ই।—(যমকে দেখাইয়া) ইনি দৈত্যসেনাপতি চণ্ডবিক্রমকে নিহত করাতে, আমার হর্ষ—আর তজ্জন্য কার্ত্তিকেয়ের ভয়ঙ্কর ক্রোধাদ্দীপন হওয়াতে, আমার বিষাদ।

না।—(সবিস্ময়ে স্বগত) অ্যাঁ! মৃত্যুপতি যম চণ্ডবিক্রমকে বিনাশ করেচেন! এ কি সত্য না ভ্রম? (প্রকাশে) ইনি কি রূপে তাকে বধ ক'ল্লেন?

ই।—সে ছদ্মবেশে আমাদের ছিদ্রান্বেষণ কর্‌বার জন্য হিমাদ্রির অধিত্যকায় ব'সে উন্মাদরোগীর ন্যায় ভান ক'চ্ছিল, এমন সময়ে কার্ত্তিকেয়, অগ্নিদেব আর মৃত্যুপতি সে দিকে গিয়েছিলেন।

না।—তার পর?

ই।—তার পর, মৃত্যুপতি আপন কোটে শত্রু পেয়ে, বিনাশ ক'ল্লেন ?

না।—(স্বগত) দেবরাজ বল্‌চেন, সে পাগলের মত ভান ক'চ্ছিল, কিন্তু আমার তা বোধ হয় না। সে পূর্ব্বাবস্থার সঙ্গে সেই শোচনীয় অবস্থার তুলনা ক'রে ক'রে, আকাশ পাতাল ভেবে ভেবে, মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়ে, সত্য সত্যই পাগল হ'য়েছিল। (প্রকাশে) ভালই ত, এক জন মহাশত্রু নিপাত হ'ল। তাতে সেনাপতি কার্ত্তিকেয় ক্রুদ্ধ হ'লেন কেন? তিনিও ত এই কার্য্য ক'ত্তে এসেচেন।

য।—দেবর্ষি! বলি শুনুন,—তাঁ'র এখনো যুদ্ধশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মায় নি। তাই তিনি বালকের ন্যায়, অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে, ক্রোধে জ্ব'লে উঠেচেন।

না।—(স্বগত) তাই ত, যম যে ভয়ানক চটেচেন! ব্যাপার খানা কি, জান্‌তে হ'ল। (প্রকাশে) ধর্ম্মরাজ! কুমারের এতাদৃশ রোষোৎপত্তির কারণ কি ?

য।—কারণ কি জানেন, চণ্ডবিক্রমকে আমি নিরস্ত্র অবস্থায় বিনাশ করেচি। এতেই তাঁ'র এত রাগ।

না।—(দুঃখিত চিত্তে স্বগত) আহা, মহাবীর চণ্ডবিক্রম অসহায় হ'য়ে প্রাণত্যাগ করেচে! বাস্তবিক এ কথা শুনে আমার হৃদয় অত্যন্ত আঘাতিত হ'ল! আমিই তা'র মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুপতি অত্যন্ত নৃশংসের কার্য্য করেচেন। তা শত্রুর প্রতি শত্রুর যেরূপ ব্যবহার চিরপ্রসিদ্ধ, তাই ঘটেচে। (প্রকাশে) এক্ষণে কুমার কোথায় আছেন ?

ই।—তিনি আপনার শিবিরে আছেন। আমাদের সেনা-

পতিত্ব পরিত্যাগ করেচেন। কোন মতেই আর আমাদের পক্ষ অবলম্বন ক'ত্তে চান না।

না।—তাই ত, এতদূর ঘটেচে। তবেই ত বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হ'ল। ও দিকে কাল যে তারক স্বয়ং যুদ্ধ ক'ত্তে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বে।

ই।—বলেন কি, দেবর্ষি?

না।—তাই জেনেই ত আমি তাড়াতাড়ি এখানে এলেম। এসেও যে আবার এক বিভ্রাটে প'ড়ে গেলেম।

কু।—কি সর্ব্বনাশ!

প।—এখন উপায়?

অ।—ভয় কি? মৃত্যুপতি যম সেনাপতি হ'য়ে তারকের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বেন বলেচেন।

য।—কার্ত্তিকেয়ের এতক্ষণ ক্রোধ শান্তি হ'য়েচে। চলুন, বুঝিয়ে সুঝিয়ে আনি গে।

অ।—এখন্ আর ও কথা ব'ল্লে চল্‌বে না। এবার নিজেই ধর্ম্মরাজকে ধর্ম্ম রক্ষা ক'ত্তে হ'বে।

য।—(স্বগত) তবেই ত, এবার গেচি! এ যে ভয়ানক উভয় সঙ্কট! এখানে দেবগণের বাক্য-গঞ্জনা—সেখানে স্বয়ং তারকের অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা! (প্রকাশে) আচ্ছা, আপনারা আমার সঙ্গে চলুনই না কেন। আমি বেস্ ক'রে তাঁ'কে বোঝাব।

না।—(সহাস্যে) মৃত্যুপতির মৃত্যুভয়! এ এক নূতন ঘটনা!

য।—(লজ্জিত হইয়া) ভয় আবার কি? কুমার যদি নিতান্তই অস্বীকার করেন, তখন আমিই সেনাপতি হ'ব।

না।—ধর্ম্মরাজ! আর অমন ক'রে দায়ে-পড়া কথা ব'লে ভয় ঢাক্‌বার প্রয়োজন নাই।—আপনাদের হিতৈষী নারদ থাক্‌তে কোন আশঙ্কাই নাই। কুমারকে আবার আপনাদের সেনাপতি কর্‌বই কর্‌ব।

ব।—আপনি যে আমাদের একমাত্র হিতৈষী, তা আর বলা বাহুল্য।

য।—(স্বগত) আ—বাঁচ্‌লেম! এতক্ষণ গায়ে যেন ঘাম ছুট্‌ছিল। কিন্তু এখনো বলা যায় না।

না।—দেবরাজ! আপনারা অগ্রে তাঁ'র নিকট গমন করুন। আমি একটু পরে যাচ্চি। আমি যে এখানে এসেছি, এ কথা যেন কার্ত্তিকেয় না শোনেন।

ই।—যে আজ্ঞে।

[নারদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

না।—কার্ত্তিকেয় যে এক জন মহাবীর—ন্যায়বীর, তা' তাঁ'র এই কার্য্যটিতেই উদ্ভাবিত হ'য়েচে। ওরূপ তেজস্বী পুরুষের চক্ষে এরূপ অবীরোচিত কার্য্য সহ্য হবে কেন? দেবগণ বিপদে প'ড়ে এখন্ মধ্যে মধ্যে এক একটা কেমনতর কার্য্য ক'রে ফেলচেন। বিপদ কি ভয়ানক কঠোর! তা'র গুরুপেষণে পিষ্ট হ'য়ে এঁরা সকলে যেন আত্ম-বিস্মৃত হয়েচেন, ব্রহ্মাণ্ডবিখ্যাত দৈবতেজকেও যেন হারিয়েচেন এবং স্খলিতপদ হ'য়ে, অন্যায়কে ন্যায় বিবেচনা ক'রে, অসহায় চণ্ডবিক্রমকে নিহত করেচেন। তা' এতে, সময় বিশেষে, দোষই বা কি? আত্মরক্ষা এবং আত্মোদ্ধারের জন্য নানারূপ উপায়ই ক'ত্তে হয়, নৈলে চলে না। যা হোক, কুমারকে আবার আজই

দেবপক্ষ অবলম্বন করাতে না পাল্লে, ভয়ানক গেলোযোগ ঘ'টে ওঠে দেখ্‌চি। তা চক্রচিন্তামণি নারদ থাক্‌তে কোন ভয়ই নেই। দেবসেনার পত্র খানি এখন একটি বিশেষ কার্য্যে লাগ্‌ল দেখ্‌চি। তিনি সে দিন আমার পরামর্শানুসারে স্বহস্তে এই পত্র খানি লিখে, নাম স্বাক্ষর ক'রে কার্ত্তিকেয়কে দেবার জন্য আমার হাতে দিয়েছিলেন। আমি কার্ত্তিকেয়কে তা দিয়েচি ব'লে, আজ কয় দিন ধ'রে তাঁ'কে ফাঁকি দিয়ে আস্‌চি। ভাগ্যে পত্র খানি ছিঁড়ে ফেলিনি। লোকে কথায় বলে "যাকে রাখ, সেই রাখে"। সে কথা বাস্তবিক—তার আর কোন সন্দেহই নাই। এত গুলি বড় বড় দেবতায় যা না ক'ত্তে পেরেচেন, এইবার এই পত্র খানি তাই করবে। একি যেমন তেমন পত্র—দেবসেনার পত্র। তেত্রিশ কোটি দেবতা এক-দিকে আর এই পত্র খানি অন্য দিকে। কিন্তু গুণে, কার্য্যে এবং ফলে পত্র খানি তেত্রিশ দ্বিগুণে ছষট্টি কোটি। আর বিলম্ব কর্‌ব না—যাই।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর—কার্ত্তিকেয়ের শিবির।

ক্রোধিত চিত্তে কার্ত্তিকেয় উপবিষ্ট।

ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের, অগ্নি ও পবনের প্রবেশ।

কা।—(দেবগণকে দেখিয়া) দেবগণ! আমায় ক্ষমা করুন—আমায় একটু স্থির হ'য়ে বিশ্রাম ক'ত্তে দিন। আপ-নারা কেন আমায় বৃথা কষ্ট দিতে এবং নিজে নিজে কষ্ট পেতে এলেন?

ই।—কুমার! তুমি রাগ ক'ল্লে, আমাদের আর উপায় কৈ?

কা।—আমার রাগে আপনাদের কোন ক্ষতিই নাই। নক্ষত্র সূর্য্যের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ ক'ল্লে, নিজেই আকাশে মিশিয়ে যায়।

য।—কুমার! একটু স্থির চিত্তে ভেবে চিন্তে দেখ, তোমার মত বীরপুরুষের কি এতাদৃশ উৎকট ক্রোধের বশীভূত হওয়া উচিত? মহাবীর কার্ত্তিকেয়কে ক্রোধ-পরাজিত দেখ্‌লে লোকে কি বল্‌বে?

কা।—অসহায় অস্ত্রশূন্য ক্ষমাপাত্র জীবের হত্যাকারী নিষ্ঠুর নৃশংস যমকে যা বলবে, তার বিপরীত।

য।—(স্বগত) তাই ত! এঁর ক্রোধের যে হ্রাস নাই, বরং বৃদ্ধি। এখন্ আমারই সম্পূর্ণ বিপদ। কাল তারক স্বয়ং যুদ্ধ ক'ত্তে আস্‌বে, দেবগণ আমাকেই অগ্রণী কর্‌বেন দেখচি। কি করি? (ইন্দ্রের প্রতি প্রকাশে) দেবরাজ! কুমার আমার কথা শুন্‌বেন না, আপনি ওঁকে বিশেষ ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

ই।—(স্বগত) আর কি ক'রে বোঝাব? সর্ব্বনাশ হলো দেখচি। হা, কোথায় চণ্ডবিক্রমের মৃত্যুতে আশ্বাস ও ভরসায় বুক বাঁধলেম, আর কোথায় কুমারের ভয়ঙ্কর ক্রোধ আমার সে বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিলে! এতেও কি আর ভাগ্য স্বীকার কর্‌ব না? দৈবে বিশ্বাস কর্‌ব না? এতক্ষণে সূক্ষ্মরূপে বুঝ্‌তে পাল্লেম, আমার ভবিষ্যৎ—আবার সেই ভবিষ্যতের পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক।

প।—কুমার! তুমি এমন ক'রে আমাদের ত্যাগ ক'ল্লে, আমরা দাঁড়াই কোথায়?

কা।—সমর-ক্ষেত্রে।

প।—তুমি অগ্রে, আমরা পশ্চাতে।

কা।—এরূপ নিষ্ফলা আকাঙ্ক্ষাকে কেন অন্তঃকরণে স্থান দিয়ে, আপনারা ভারাক্রান্ত হ'চ্চেন? কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে সমরক্ষেত্রের আর কোন সম্বন্ধই নাই।

কু।—তুমি মহাবীর শুনে, কাল তারক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বে। এমন সময়ে তুমি সমরক্ষেত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখ্‌লে, সে কি মনে কর্‌বে?

কা।—কিছুই মনে কর্‌বে না। সে আমাকে চেনে না—আমিও তাকে চিনি না।

ঐ।—আমাদের একান্ত ইচ্ছা, এইবার সে তোমাকে বিশেষরূপে চিনুক।

কা।—আপনি আমার সঙ্গে কথা কবেন না।

ব।—বীরেন্দ্র! শত্রুমণ্ডলিপরিবেষ্টিত দেবগণের যিনি সেনাপতি, তিনি বিমুখ হ'লে আমাদের দগ্ধভাগ্য আরও দগ্ধ হ'বে।

কা।—জলাধিপ! আমি পুনঃ পুনঃ বল্‌চি, আপনারা আমার আশা পরিত্যাগ করুন্। আপনারা নিশ্চয় জান্‌বেন, কার্ত্তিকেয় এক নিমিষের জন্যও অন্যায়ের পক্ষপাতী নয়। তারক আপনাদের যেরূপ শত্রু, অন্যায়কারীও আমার সেইরূপ শত্রু।

বেগে নারদের প্রবেশ।

আসুন, দেবর্ষি!

না।—(শশব্যস্তে) কুমার! মহাবিভ্রাট উপস্থিত।

কা।—কি হয়েচে, দেবর্ষি?

না।—আর কি হ'য়েচে; সর্ব্বনাশ হ'য়েচে।

কা।—কি সর্ব্বনাশ?

না।—তোমার সহধর্ম্মিণী এখন দৈত্যকারাগারে বন্দিনী।

কা।—(সবিস্ময়ে) বলেন কি?

না।—তারক তাঁ'কে, তোমার অবিদ্যমানে, ক্রৌঞ্চপর্ব্বত হ'তে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েচে।

কা।—এ কথা কি সত্য? আপনি শুনেচেন, না স্বচক্ষে দেখেচেন?

না।—শোনা কথা নয়; স্বচক্ষে দেখেচি। এই দেখুন, তাঁর পত্র। (পত্র প্রদান)

কা।—(পত্র পাঠ) "নাথ! তোমার হতভাগিনী দেব-সেনা এক্ষণে দুরাত্মা তারকের কারাগৃহে অবরুদ্ধা! তারকই আমার এই দুর্দ্দশা করেচে। এখন আমি তা'র পাপিনী পত্নী সুরসার কবরী-শোভার জন্য ফুলের মালা গাঁথি! যে করে মালা গেঁথে তোমার কণ্ঠশোভা বর্দ্ধন ক'ত্তেম, সেই করে দৈত্যপত্নীর কবরী-শোভার জন্য মালা গাঁথ্‌তে হ'ল! হায়, তোমার ন্যায় মহাবীর যা'র স্বামী, তা'র কপালে এতও বিড়ম্বনা ছিল! নাথ! আর আমার কষ্ট সহ্য হয় না। অচিরে আমায় এই নিদারুণ অপমান এবং অসহ্য যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত কর। তোমা হেন স্বামী থাক্‌তে দেবসেনার এই দুরবস্থা ঘট্‌ল। দেবর্ষির হাতে পত্র পাঠালেম। তুমি পত্র পাঠ মাত্রেই আমার উদ্ধারের উপায় করবে।

তোমার অনুগতা কিঙ্করী

অমরাবতী। দেবসেনা।"

(পত্র পাঠানন্তর সক্রোধে) কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! দৈত্যকুলাঙ্গার পামর তারক শৃগাল হ'য়ে, অন্যায় পথ অবলম্বন ক'রে গোপনে সিংহপত্নীকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে!

ব।—দেখ, কুমার! অন্যায় কা'কে বলে।

কা।—(সক্রোধে) দেবর্ষি! বলুন্, সে মূঢ়—সে দৈত্য পিশাচ—সে কাপুরুষ—সে তস্কর এক্ষণে কোথায়? আমি আজি তা'র মস্তকচ্ছেদন ক'রে, তবে অন্য কার্য্য করব। আমি তা'র বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌ব না, প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, কিন্তু সে দুরাত্মা নিজেই ধরালে। আমি পরিত্যক্ত তরবারি পুন-

গ্রহণ ক'ল্লেম, যতক্ষণ না তা'র শিরশ্ছেদন ক'চ্চি, ততক্ষণ আর একে মুষ্টিবিচ্যুত কর্‌ব না। আপনি বলুন, সে অল্পায়ু এখন কোথা?

য।—(স্বগত) আ বাঁচ্‌লেম। দেবর্ষি এ সংবাদ না আন্‌লে, আমার ভাগ্যে যে কি বিপদই ঘট্‌ত, তা আর ব'লে শেষ করা যায় না।

না।—সে কাল তোমার সঙ্গে সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ কর্‌বে। সে তোমার পত্নীকে ত সুরসার কিঙ্করী করেচে, এখন তোমাকে বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে তা'র কিঙ্কর কর্‌বে, এই তা'র ইচ্ছা।

কা।—(অত্যন্ত ক্রোধে) ওঃ, বড় অসহ্য—বড় অসহ্য!

ই।—কুমার! এই দেখ দৈত্যচরিত্র কিরূপ কুটিল।

কা।—দেবরাজ! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌চি, কাল আমি আমার পত্নীপীড়নকারীর পত্নীকে বিধবা কর্‌ব—কর্‌ব—কর্‌ব।

না।—তা না ক'ল্লে দেবসেনার কষ্টের একশেষ হ'বে। তারক না জানি, তোমাকে কাপুরুষ ভেবে কত উপহাসই কর্‌বে—কত টিট্‌কারীই দেবে।

কা।—দেবর্ষি! কে কাপুরুষ, আপনি কালই তা দেখ্‌তে পাবেন।

না।—কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা তারকের কি দুঃসাহস! সে জেনে শুনে কি ক'রে এরূপ অন্যায় এবং ঘৃণিত কাজটা ক'ল্লে? আয়ু শেষ হ'লে এইরূপই বুদ্ধিভ্রংশ ঘ'টে থাকে। এখন যেমন কর্ম্ম, তেম্‌নি ফল ভোগ করুক্‌। আহা, দেবসেনার যে কত কষ্টই হ'চ্চে, তা আর ব'লে শেষ করা যায় না! সে শরীর নাই—সে কান্তি নাই—আহার নাই—নিদ্রা নাই—কিছুই

নাই। এখন্ দেবসেনাকে দেখ্‌লে আর দেবসেনা ব'লে চেনা যায় না। আহা! রোদন ক'রে ক'রে চোক দু'টি ফুলে গেছে।

কা।—দেবর্ষি! কাল আর আপনি তাঁ'কে দৈত্যগৃহে দেখ্‌তে পাবেন না।

না।—কাল ত কাল, আজ যদি রাত্রি কাল না হ'ত, তা' হ'লে আজই তাঁ'র উদ্ধার কার্য্য সমাধা হ'য়ে যেত। পাপাত্মা তারক আজ্‌কের রাত্রিটে আয়ু ভোগ ক'রে নিক্। (কিয়ৎ-ক্ষণ ভাবিয়া) হাঁ, ভাল কথা মনে হ'ল। (দেবগণের প্রতি) আপনারা এই সময়ে সকলে মিলে সৈন্যগণকে সজ্জিত হ'তে এবং যুদ্ধের বিশেষরূপে আয়োজন ক'ত্তে বলুন। কুমারকে এখন আর কোন কার্য্য ক'ত্তে বলবেন না। উনি অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়েচেন, একটু স্থির হৌন।

ই।—আমিই সব ঠিকঠাক্ ক'রে দিচ্চি।

না।—সকলে মিলে ঠিক্ করুন্! একলা তাড়াতাড়ি ক'ল্লে সব ঠিক হ'বে না।

ই।—দুরাত্মা তারক অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য করেচে।

না।—দৈত্য আবার কোন্ কালে ন্যায় কার্য্য ক'রে থাকে?

কা।—এখানে আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বোধ হ'চ্চে। আমি মন্দাকিনী তীরে যাই।

[প্রস্থান।

না।—দেখ্‌লেন, দেবরাজ?

ই।—আর আপনাকে কি বল্‌ব? আমরা আপনার নিকট বিক্রীত হ'য়ে আছি।

অ।—(সহাস্যে) আমার কর্ত্তব্য কার্য্য আমি ক'ল্লেম। আপনারা কেন বিক্রীত হ'তে যাবেন?

য।—আপনি না থাকলে, আজ সর্ব্বনাশ ঘটেছিল। কুমার এখন্ বুঝ্তে পেরেচেন, যম অন্যায় করেচেন, কি তারক অন্যায় করেচে।

না।—এমনও হ'তে পারে যে, ওঁর নিকট আপনাদের দুজনেরই কার্য্য অন্যায় হ'য়েচে।

কু।—তাও হ'তে পারে।

না।—সে যা হৌক, এখন আপনারা সৈন্যগণকে প্রস্তুত হ'তে বলুন গে। আমি চ'ল্লেম।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দাকিনী-তীর—সমরক্ষেত্র।

(নেপথ্যে সৈন্যকোলাহল ও রণবাদ্য)

এক দিক দিয়া সসৈন্য তারক ও অপর দিক দিয়া সসৈন্য কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

দৈত্য-সেনাগণ।—(উচ্চৈঃস্বরে) জয় দৈত্যরাজের জয়!

দেব-সেনাগণ।—(উচ্চৈঃস্বরে) জয়, দেবরাজের জয়! জয়, কুমারের জয়!

(নেপথ্যে সৈন্য-কোলাহল, সিংহনাদ, জয়নাদ ও অস্ত্রঝনৎকার ইত্যাদি)

কা।—(সগর্ব্বে তারকের প্রতি) তুমিই কি দৈত্যগণের অধিপতি তারক?

তা।—(সগর্ব্বে) হাঁ, আমিই স্বর্গাধিপতি তারক।

কা।—(ঘৃণাসহ) তুমি নরকের কীট! কাপুরুষ!—দস্যু!—তস্কর! পুরুষবেশধারী স্ত্রী!

তা।—(সক্রোধে) তুমি যা'র সামান্য সেনাপতি, আমি সেই ইন্দ্রের গর্ব্বখর্ব্বকারী।

কা।—সেটা নামমাত্র। প্রকৃতপক্ষে হ'লে একটা সামান্য স্ত্রীলোকের কথায় পররমণী হরণ ক'রে কি আর বীরত্ব প্রকাশ করতে ? তুমি স্ত্রীলোকের নিকট বীর ! কিন্তু বীরপুরুষের নিকট কাপুরুষ ! তোমার মুখদর্শন ক'ল্লে নপুংসক দর্শনের পাপ অর্শে।

তা।—(সক্রোধে) কি, একজন সামান্য বালক হ'য়ে তোর এতদূর স্পর্দ্ধা ?

কা।—মূর্খ ! বয়সে এখনো বালক বটে, কিন্তু স্পর্দ্ধায় তোর অপেক্ষাও প্রৌঢ়।

তা।—(সোপহাসে) শিশুর নিকট বিষধর সর্প, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি, শাণিত অস্ত্র ক্রীড়নক ব'লে বোধ হয়, তাই তুই আমাকে চিন্‌তে পাচ্চিস্ না। তোর প্রতি আমার দয়ার উদ্রেক হ'চ্চে। যা, তুই ফিরে যা। তোকে বধ ক'ল্লে আমাকে শিশুহত্যার পাপে লিপ্ত হ'তে হ'বে। বালক ! তুই এখনো বিশ্বসংসারে একটী ক্ষুদ্র ডিম্ব স্বরূপ। তারকের এই তীক্ষ্ণ অসি, ডিম্ব নষ্ট কর্‌বার জন্য নির্ম্মিত হয় নাই।

কা।—(সোপহাসে) ঐ কি তোর তীক্ষ্ণ অসি ! আমার বিবেচনায় ও ত তোর জিহ্বা ! আমার তরবারি-স্পর্শে এখনি ও শতখণ্ড হ'য়ে যা'বে।

তা।—(সোপহাসে) তুই বালক বটে, কিন্তু অসার বাচাল। যা হোক্ এখনো আমাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর্। পরের জন্য কেন প্রাণ দিতে উদ্যত হ'য়েচিস্ ? তুই রূপে যেরূপ উৎকৃষ্ট, গুণে সেরূপ হ'লে, কখন আর এরূপ রূপ অকালে নষ্ট ক'ত্তে আস্‌তিস্ না।

কা।—(সোপহাসে) দৈত্যাধম ! তুই রূপে আর গুণে দুয়েই

সমান ব'লে বুঝি এই কথা বল্‌চিস্‌? হাঃ হাঃ হাঃ! সুরসার স্বামী একটা পশু!

তা।—কি বল্‌লি, মূর্খ? তুচ্ছ মুখে উচ্চ কথা? (সৈন্যগণের প্রতি) সৈন্যগণ! এখনি এ পাপাত্মার পাপ-জিহ্বা খণ্ড বিখণ্ড কর।

(দৈত্যগণের কার্ত্তিকেয়কে আক্রমণ, কিন্তু তৎ-কর্ত্তৃক পরাজিত হওন)

কা।—(তারকের প্রতি) দৈত্যপিশাচ! এইবার তুই আয়! তোর মস্তকচ্ছেদন করাই আমার উদ্দেশ্য। তোর পাপ-রক্তের স্রোতে আমার ক্রোধকে বিসর্জ্জন কর্‌ব।

তা।—(সক্রোধে) মূর্খ! দেবাধম! প্রজ্জলিত অগ্নির কএকটা স্ফুলিঙ্গের উপর শক্তি প্রকাশ ক'রে কি, সেই অগ্নি-কেও নির্ব্বাণ কর্‌বি?—আজ তুই আপনার দোষে আপনি বিনষ্ট হ'লি।

কা।—(সক্রোধে) তোর মত কাপুরুষের হস্তে না কি? পাপাত্মা! তোর সৈন্যদের যে দশা, তোরও সেই দশা ঘট্‌ল দেখ্‌চি। না—তা হ'লে আমার আশার তৃপ্তিলাভ হ'বে না। যে পরস্ত্রীহারী, আজ তা'কে অস্ত্রবলে এরূপ বিতাড়িত কর্‌ব যে, তাকে এখনি প্রাণের ভয়ে পলায়ন ক'রে সুরসার অঞ্চলের মধ্যে লুক্কায়িত হ'তে হ'বে! না—তাতেও আমার আশা মিট্‌বে না। এই শাণিত তরবারির আঘাতে আজ তোর পাপমুণ্ড তোরই পদচুম্বন কর্‌লেই, আমার আশার শেষ-তৃপ্তি সংসাধিত হ'বে।

তা।—আয়, মূর্খ! আয়। তোর তুচ্ছ প্রাণের সহিত তোর নিষ্ফলা দুরাশাকে আকাশে মিশিয়ে দি, আয়। নতুবা এখনো ক্ষমা প্রার্থনা কর্।

কা।—তোর কি দুঃসাহস! তুই একজন অস্পর্শ্য দৈত্য হ'য়ে কার্ত্তিকেয়কে ক্ষমা ক'ত্তে চাস্?

তা।—তুই নিতান্ত নির্ব্বোধ, তা আর আমার বুঝ্‌তে বাকী নেই। তোর ইন্দ্রও নির্ব্বোধ! তা না হলে সে কি তোর মত একটা শিশুকে সেনাপতি করে? আর তুইও নির্ব্বোধ না হ'লে কি, ভেক হ'য়ে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের সম্মুখে আস্ফালন ক'ত্তে সাহস করিস্? নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, একটা দুর্ব্বল বালক, তারকের অসিকে নিজের কণ্ঠশোণিত মাখাতে ইচ্ছা করেচে!

কা।—দৈত্যকুলভস্ম! তুই কার্ত্তিকেয়ের ফুৎকারেরও ভার সহ্য কর্‌বার যোগ্য ন'স্। তুই কেবল বাক্যবীর! তোতে বিধাতা সারবত্তা প্রদান করেন নাই। তা হ'লে এখনও কেন তুই কেবল বৃথা বাগাড়ম্বর কর্‌বি? আমি বুঝেচি, তোর ভীরু প্রাণ আমার তরবারির ঝন্‌ৎকার শুনে মূর্চ্ছিত হ'য়েচে। পলায়ন কর্—পলায়ন কর্! বীরের লীলাভূমি পবিত্র সমরক্ষেত্রকে আর কেন কলঙ্কিত ক'চ্চিস্?—তোর সামান্য শক্তি রণপ্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হ'বার যোগ্য নয়। যোগ্য কেবল সুরসার পদমর্দ্দনে!

তা—(সক্রোধে) সেটা তোর ভ্রম! তোর অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী দেবসেনা আমার মহিষী সুরসার পদমর্দ্দন ক'চ্চে!

কা।—(সক্রোধে) পামর! আজ তোর বিধবা পত্নী সুরসাকে দিয়ে দেবসেনার দাসীর পদমর্দ্দন করাব। সেইজন্য আজ

আমি এই তীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ ক'রেচি। (তরবারি উত্তোলন করিয়া) দেখ্, নির্ব্বোধ! দেখ্, পিশাচ! এই তরবারি-ফলকে কি লিখিত আছে?—লিখিত আছে, "সুরসা বিধবা!"

তা—(সক্রোধে) ঐ তরবারির সহিত তোকে আজ শত খণ্ড কর্‌ব। আয়, দেবকুলাঙ্গার! (তরবারি উত্তোলন)

কা।—(সক্রোধে তরবারি উত্তোলন করিয়া) এইবার জন্মের মত সুরসাকে একবার স্মরণ ক'রে নে—আর দেখ্‌তে পাবি না। আয়, অসুরগর্দ্দভ!

(উভয়ের কিয়ৎকাল দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও তদবস্থায় প্রস্থান)

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

দৈত্যসৈন্যগণ।—জয় দৈত্যরাজ তারকের জয়!

(নেপথ্যে মুহুর্মুহুঃ কোলাহল)

দেবসৈন্যগণ।—জয় দেবরাজ ইন্দ্রের জয়!—জয় কুমার কার্ত্তিকেয়ের জয়!

(যুদ্ধ করিতে করিতে তারক ও কার্ত্তিকেয়ের পুনঃপ্রবেশ)

(চতুর্দ্দিকে সিংহনাদ, জয়ধ্বনি প্রভৃতি)

(যুদ্ধ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের পতন)

(দৈত্যসৈন্য ও দেবসৈন্যগণের যুদ্ধ এবং দেবসৈন্যগণের ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন)

দৈত্যসৈন্যগণ।—জয় স্বর্গাধিপতি দৈত্যরাজ তারকের জয়!

[illegible]।—(মূর্চ্ছিত কার্ত্তিকেয়ের প্রতি) পাপাত্মা! এখনি তোকে বিনাশ ক'ত্তে পারি, কিন্তু আমি মূর্চ্ছিত শত্রুকে নিধন করা শবচ্ছেদনের ন্যায় ঘৃণার কার্য্য জ্ঞান করি। তোকে এখন কারারুদ্ধ ক'রে রাখিগে। তা'রপর তোকে দিয়েই আমার পদমর্দ্দন করাব। তোর আস্পর্দ্ধা—অহঙ্কার—দেবসেনাপতিত্ব আমার দাসত্বে পরিণত হ'বে।

(মূর্চ্ছিত কার্ত্তিকেয়কে কক্ষদেশে লইয়া গমনোদ্যোগ)

(নেপথ্যে কোলাহল)

যম, বরুণ, কুবের, অগ্নি ও পবনের বেগে প্রবেশ।

যম প্রভৃতি দেবগণ।—(সক্রোধে) ওরে পাপাত্মা দৈত্য-কুলাঙ্গার! কুমারকে পরিত্যাগ কর্, নতুবা এই দ্যাখ্—
(সকলের তরবারি উত্তোলন করিয়া তারককে আক্রমণ)

তা।—(কার্ত্তিকেয়কে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তরবারি উত্তোলন পূর্ব্বক) নির্লজ্জগণ! আবার এসেচিস্! গাত্র-বেদনা বিলীন হ'য়েচে? আয়, আজ কার্ত্তিকেয়ের যে দশা, তোদেরও সেই দশা করি। (সকলের সহিত যুদ্ধ)

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

[পরাজিত হইয়া যম প্রভৃতি দেবগণের পলায়ন।]

বেগে ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র।—(সক্রোধে) দৈত্যপিশাচ! কুমার মূর্চ্ছিত, যম প্রভৃতি পলায়িত ব'লে আপনাকে জীবিত জ্ঞান করিস্ না। আজ ইন্দ্রের এই বিশ্বসংহারী বজ্রে তোর পাপমস্তক শতধা বিদীর্ণ হ'বে। আজ তোর কোনরূপেই নিস্তার নাই।

তা।—(সোপহাসে) নূতন বজ্র, না সেই জীর্ণ শীর্ণ জঙ্গার বজ্র!

ই।—দস্যু! এই দেখ্, কোন্ বজ্র! এ বজ্রের নাম "শচী-হরণের প্রতিফল"। (সিংহনাদ ও বলে বজ্রনিক্ষেপ)

(বিদ্যুতাগ্নি ও বজ্রধ্বনি)

তা।—(সবলে বজ্রপাতগতি ব্যর্থ করিয়া) এই ত তোর বজ্র! এখন আমার অস্ত্রের শক্তি সহ্য কর। (উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ)

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

দৈত্যসৈন্যগণ।—জয় দৈত্যরাজের জয়!

(নেপথ্যে কোলাহল)

দৈত্যসৈন্যগণ।—(সহর্ষে) জয় স্বর্গাধিপতি রাজাধিরাজ দৈত্যরাজের জয়!

তা।—(সগর্ব্বে) সেনাগণ! তোমরা এই কাপুরুষ মূর্চ্ছিত কার্ত্তিকেয়কে তুলে নিয়ে চল। আমি সমস্ত শত্রুকে নিগ্রহ ক'ত্তে ক'ত্তে যাচ্চি।

দৈত্যসৈন্যগণ।—(সহর্ষে) জয় অসুরেশ্বরের জয়।

[মূর্চ্ছিত কার্ত্তিকেয়কে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী—নন্দনকানন।

চিন্তাকুলা শচী ও দেবসেনা উপবিষ্টা।

দে।—(বিমর্ষ চিত্তে) দেবেন্দ্রাণি! আমার মন কেন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌চে? বুকের ভিতর যেন কেমন গুর গুর্‌ ক'চ্চে—এই দেখ, ডান হাত আর ডান চোক ঘন ঘন নেচে উঠচে! কেন এমন হ'চ্চে, দেবেন্দ্রমহিষি?

শ।—(সান্ত্বনা বাক্যে) দেবসেনা! সর্ব্বদা এক বিষয়ের চিন্তা ক'ল্লে অমন হয়। ও কিছু নয়—তুমি ভয় ক'র না। (স্বগত) দেবসেনাকে অন্যমনস্ক ক'ত্তে হ'ল। (অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে চক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে প্রকাশে) উঃ, চোখে কি পড়্‌ল—বুঝি এই ফুল গুলো থেকে একটা পোকা উড়ে পড়্‌ল—দেখ ত—দেখ ত—বড় কর্‌ কর্‌ ক'চ্চে। (চক্ষু প্রদর্শন)

দে।—(ভূমে জানু পাতিয়া বসিয়া শচীর মুখমণ্ডল উত্তোলন পূর্ব্বক চক্ষু দেখিতে দেখিতে) কই, কিছুই যে দেক্তে পাই নি।

শ।—ফুঁ দাও দেখি। চোক চাইতে পাচ্চিনে।

দে।—(ফুৎকার দিয়া) গেছে? (পুনর্ব্বার ফুৎকার প্রদান)

শ।—হাই দিয়ে আঁচল-পুঁটলী দাও।

দে।—তা হ'লে সে'রে যাবে?

শ।—যাবে, বোধ হয়।

(দেবসেনার তন্দ্রাপকরণ)

সুরসার প্রবেশ।

শচী ও দেবসেনা।—(সুরসাকে দেখিয়া দণ্ডয়মানা)

সু।—(সগর্ব্বে) কি, লো দেবসেনা! বড় যে তেজ ক'রেছিলি? ওলো শচি! তুইও যে বড় দেমাক ক'রেছিলি? এখন তোদের পোড়ার মুখ যে আরও পুড়্‌ল!

দে।—যে কালে দাসী হ'য়েচি, সে কালে আরও কত শুন্‌ব।

সু।—তাই শোনাব ব'লেই এসেছি। তুই ত দাসী হয়েই-চিস্‌, আজ আবার তোর স্বামী দাস হ'ল। সত্য মিথ্যে কারা-গারে গিয়ে দেখে আয়। আর এই দেখ, তোব বীরেন্দ্র স্বামীর বীরসজ্জা! (উচ্চৈঃস্বরে) এ দিকে ও গুলো নিয়ে আয় ত লো।

জনৈকা কিঙ্করীর প্রবেশ ও কার্ত্তিকেয়ের বীরসজ্জা রক্ষা।

দে।—(দেখিয়া গভীর বিষাদে রোদন করিতে করিতে) হা নাথ! হা প্রাণেশ্বর! তুমি দৈত্যকারাগারে! (পতন ও মূর্চ্ছা)

শ।—(শশব্যস্তে) হায় হায়, এ কি হ'ল! দেবসেনা! দেবসেনা! হায়! হায়! (অঞ্চল দ্বারা বীজন)

তারকের প্রবেশ।

তা।—(সবিস্ময়ে) এ কি! দেবসেনা মূর্চ্ছা গিয়েচে! (সুরসার প্রতি) তুমি দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ? (কিঙ্করীর প্রতি) জল আন্—জল আন্।

কিঙ্করীর প্রস্থান ও জল লইয়া পুনঃপ্রবেশ।

শ।—(জল লইয়া দেবসেনার মুখে প্রদান)

তা।—মহিষি! দেবসেনা হঠাৎ কেন মূর্চ্ছা গেল?

সু।—ওর স্বামী আমাদের কারাগারে অবরুদ্ধ হ'য়েচে শুনে।

তা।—এ কথা কে একে শোনালে?

সু।—আমি।

তা।—(বিরক্ত হইয়া) ভাল কর নাই। পেটে কি এক নিমেষেও কথা থাকে না?

সু।—এ বিষয়ে স্ত্রীলোক বিখ্যাত, তা ত জানই। ও আমাকে বড় খোঁটা দিত।

তা।—এই বুঝি তা'র প্রতিশোধ? এ কাজ তোমার মত রমণীর অকর্ত্তব্য। এখন এখান থেকে চল। কি জানি আবার কি ক'ত্তে কি করবে। (শচীর প্রতি) তুমি বেশ ক'রে দেবসেনার শুশ্রূষা কর। (দেবসেনাকে দেখিয়া) এই যে চৈতন্যের উদ্রেক হ'চ্চে। আর কোন ভয় নাই। (সুরসার প্রতি) চল, মহিষি! চল।

[তারক, সুরসা ও কিঙ্করীর প্রস্থান।

শ।—(সখেদে) হা অদৃষ্ট! হা বিধাতা! দেবসেনা!—দেবসেনা!—দেবসেনা!

দে।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া জড়িতস্বরে) দেবেন্দ্রাণি!

শ।—এখনো কি বড় কষ্ট হ'চ্চে?

দে।—বড় কষ্ট!—হায়,—কারাগার!

শ।—ও সব কথা এখন ভাব্‌তে নেই।

দে।—আমাকে তুলে বসাও। আরও বাতাস।

শ।—(দেবসেনাকে ধীরে ধীরে উত্থিত করিয়া) বস্‌তে পার্‌বে কি?

দে।—(ক্ষীণস্বরে) তোমার কাঁধে মাথা রেখে বসি। (তদ্রূপ করিয়া উপবেশন) হা নাথ! তোমার এ কি হ'ল!—(রোদন)

শ।—চুপ কর—চুপ কর।

দে।—আমাকে প্রাণেশ্বরের কাছে নিয়ে চল।

শ।—খানিক বাদে যাব। এখন যেতে পার্‌বে কেন? (ক্ষণেক চিন্তিয়া) এখন্ একটু শোবে চল। আমার কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে এস দেখি।

[দেবসেনাকে লইয়া শচীর প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

না।—(চতুর্দ্দিকে দেখিয়া) তারক ব'ল্লে, দেবসেনা এখানে মূর্চ্ছিতা হ'য়ে পড়েছিলেন। শচী তা'র নিকটে ছিলেন। কই, কাকেও যে দেখ্‌তে পাই না। তবে বুঝি মূর্চ্ছা ভঙ্গ হ'য়ে গৃহে গিয়েচেন। আচ্ছা, গিয়ে দেখ্‌চি। কিন্তু এখন কি

উপায় করি? এ যে বড় বিপদে পড়লেম।—ভয়ানক বিভ্রাট। কি আশ্চর্য্য! কার্ত্তিকের অত বড় বীর হ'য়ে সমরক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন! তিনি তারকের অপেক্ষা কিসে হীনবল?—বরং বলবান্। অস্ত্রপ্রয়োগে, হস্তলাঘবে এবং সমর-নৈপুণ্যেও তিনি সবিশেষ অভিজ্ঞ; তবে কেন এমন হ'লেন? অবশ্য এর কোন কারণ আছে। (ক্ষণেক কাল চিন্তা করিয়া) হাঁ, ঠিক্ ঠিক্;—তাঁ'র সেই সর্ব্ববিজয়িনী শক্তি, বোধ হয়, তিনি তারকের সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌বার সময় সঙ্গে রাখেন নাই। তাতেই এমন হ'য়ে থাক্‌বে। এখন্ এ বিষয়ের তথ্যই বা কি ক'রে করি? কারাগারে গিয়ে তাঁ'র নিকট এ কথার উত্থাপন করা বড় দুর্ঘট। সেখানে তারকের কারারক্ষকগণ র'য়েচে; সুতরাং জিজ্ঞাসা করা হ'বে না। আচ্ছা, দেবসেনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি। তিনি সেই শক্তি অস্ত্রের কথা জান্‌লেও জান্‌তে পারেন। তাই যাই। (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) এই যে শচীর সঙ্গে দেবসেনা এই দিকেই আস্‌চেন। আহা, দেবসেনা আজ বিষাদ-প্রতিমা!

শচী ও দেবসেনার পুনঃপ্রবেশ।

দে।—(সখেদে নারদের পদতলে পতিত হইয়া) দেবর্ষি! এ হতভাগিনীর ভাগ্যে বিধাতার এতও বিড়ম্বনা ছিল! হায়, আমার স্বামী কারাগারে অবরুদ্ধ হ'লেন! আর এ মন্দভাগিনী এখনো জীবিত আছে! দেবর্ষি! আমি পাষাণী! আমার হৃদয় কি কঠিন! (সরোদনে) হা প্রাণনাথ! হা দুর্ভাগিনী দেবসেনার জীবন-সর্ব্বস্ব! আমার এ কি হ'ল! পাপিনী

সুরসা যা ব'লে, তাই ক'লে! আমি কিঙ্করী! আর আমার স্বামী কিঙ্কর! উঃ, এখনো কেন আমার মাথায় বজ্রপাত হ'চ্চে না!

না।—(সান্ত্বনা বাক্যে) দেবসেনা! এ কি, একটু স্থির হও। এত শোকাকুলা হ'লে বিপদের উপর আরও বিপদ এসে পড়বে। চুপ কর—চুপ কর। তোমার মত বীরপত্নীর কি সামান্যা স্ত্রীলোকের মত এত অধীর হওয়া উচিত? চিরদিন কি সমান যায়? সুখ-দুঃখ—সম্পদ-বিপদ সকলেরই আছে। বিপদে পড়েচ—আবার বিধাতা তোমায় উদ্ধার করবেন। ভয় কি? আমি থাকতে তোমাদের আশঙ্কার কিছুই কারণ নাই। এখন শান্ত হও;—শত্রুপুরীতে এরূপ ক'রে কাঁদলে, শত্রু হাসবে।

শ।—দেবসেনা! দেবর্ষি যা বলচেন, স্থির হ'য়ে শোন। অমন ক'রে কাঁদলে কি হ'বে?

দে।—(সরোদনে) হায়! আমি মনে মনে বড় আশা করেছিলেম, আমার স্বামী রণজয়ী হ'লে সকলে আমাকে বীরপত্নী ব'লে ডাকবেন। কিন্তু পোড়া ভাগ্যের দোষে আমার সকল আশা মনে মনেই র'য়ে গেল! কোথায় বীরপত্নী হব, না—কোথায় দাসী হ'লেম! কোথায় আমার স্বামী যুদ্ধজয়ী হ'বেন, না—কোথায় দৈত্যকারাগারে বন্দী হ'লেম—দৈত্যের দাস হ'লেন! (অত্যন্ত রোদনে) দেবর্ষি! আর সহ্য হয় না—সহ্য হয় না—বড় অসহ্য—বড় যন্ত্রণা—ঘোর অপমান! (শোকমিশ্রিত ক্রোধে) না, কেন আমি এত অধীর হ'চ্চি—হতাশ হ'চ্চি? দেবর্ষি! আমাকে একখানা অস্ত্র এনে দিন। আজ

তারককে বিনাশ করব—সুরসাকে শতখণ্ড করব! তা যদি না পারি, তবে নিজের এই অপমানিত—নিগৃহীত জীবনকে বিসর্জ্জন দেব। দাও—অস্ত্র এনে দাও।

না।—(শশব্যস্তে) কি সর্ব্বনাশ! চুপ কর—চুপ কর! উন্মাদিনী হ'লে নাকি? আমাকে শুদ্ধ কি আজ দৈত্যকারাগারে বন্দী করাবে?—ব্রহ্মহত্যা করাবে?

শ।—(হস্তে দেবসেনার মুখবন্ধ করিয়া) দেবসেনা! এখনি কে এসে প'ড়ে আমাদের সকলকেই আরো বিপদে ফেল্‌বে। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও। দেবর্ষি কি বলেন, শোন।

দে।—(সরোদনে) দেবেন্দ্রাণি! আমি বধির হ'য়েছি! আর কি শুন্‌ব? আমার শ্রবণশক্তিও স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে! পৌলমি! তুমি আমার পরম হিতৈষিণী। আমার শেষ হিত কর—রজ্জু এনে দাও—আমি গলায় বেঁধে মন্দাকিনী-নীরে ডুবে মরি! আর আমি যন্ত্রণা সহ্য ক'ত্তে পারিনে।

না।—দেবসেনা! তুমি কোন কথাই শুন্‌বে না? তবে আমি চ'ল্লেম। কাঁদলেই যদি বিপদ উদ্ধার হয়, তবে কাঁদ। আমি চ'ল্লেম।

দে।—(সরোদনে) হা, প্রাণেশ্বর! তুমি বন্দী! তোমার দেবসেনার আর কে আছে? এ মন্দভাগিনী কা'র কাছে দাঁড়াবে? হা নাথ! হা নাথ!

না।—(স্বগত) দেবসেনা স্বামীর শোকে যেরূপ ব্যাকুল হ'য়ে উঠেচেন, এখন দেখ্‌ছি, এঁকে শান্ত করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। (শচীর প্রতি) ইন্দ্রাণি! তুমি এখন এঁকে

গৃহে নিয়ে গিয়ে শয্যায় শয়ন করাও গে। আমিও খানিক পরে সেখানে যাচ্ছি।

[দেবসেনাকে লইয়া শচীর প্রস্থান।

দেবসেনা ত যতদূর বিপদগ্রস্ত হ'তে হয়, তা হ'য়েচেন। শচী এখনও নিজের বিপদ জান্‌তে পারেন নাই। পাল্লে, ওঁকেও আজ এরূপ হ'তে হ'ত। দেবরাজ যে, আজ তারকের হস্তে পরাভূত হ'য়েচেন, এ কথা এখনো ওঁর কাণে ওঠে নাই। এ প্রকারে যতক্ষণ যায়, ততক্ষণই ভাল। যা হোক্, আমি আর কিঞ্চিৎ বিলম্বে দেবসেনার নিকট অস্ত্রের কথা তুল্‌ব।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

হিমাদ্রি—উপত্যকা।

বিমর্ষচিত্তে যম, বরুণ, কুবের, অগ্নি ও পবন উপবিষ্ট।

য।—(সবিষাদে) দেবগণ! আর আশা ভরসা নাই।

ব।—সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গে আমাদের সমস্তই চ'লে গেল! হায় হায়, বিধাতা এ কি ক'ল্লেন!

কু।—দেবর্ষি আমাদের জন্য কত কষ্ট স্বীকার—কত কৌশল বিস্তার ক'ল্লেন, কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে কিছুতেই কিছু হ'ল না।

অ।—যক্ষেশ্বর! ভাগ্য যখন বিমুখ, তখন কিছুতেই কিছু হবার নয়।

প।—তা নৈলে, কে জান্‌ত যে দৈত্য-সেনাপতি চণ্ড-বিক্রম তাদৃশ অবস্থায় মর্‌বে?—শচী ও দেবসেনা দৈত্যকিঙ্করী হ'বেন?—মহাবীর কার্ত্তিকেয় দৈত্যকারাগারে বন্দী হবেন?—আর আমাদের এই পর্ব্বতগুহায় আবার বাস গ্রহণ ক'ত্তে হ'বে? ভাগ্যলিপি আর আশার কল্পনাময় চারুচিত্র-আলিম্পনে বিস্তর প্রভেদ, আশা যা ক'ত্তে যায়, ভাগ্য তার বিপরীত করে,

আর ভাগ্য যা' ঘটিয়ে দেয়, আশা তা' স্বপ্নেও বুঝ্‌তে পারে না।

কু।—আর আমাদের আশা নাই। এখন ভাগ্যেরই একাধিপত্য। সে যা হয় করুক্!

ব।—হা বিধাতঃ!

ইন্দ্রের যোগিবেশে প্রবেশ।

যম প্রভৃতি দেবগণ।—(দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ)

কু।—(সবিস্ময়ে) দেবরাজ! এ কি! এই আমরা ভাগ্য-বিচার ক'চ্ছিলেম, আপনি কি তা'র আর একটি নূতন নিদ-র্শন হ'লেন?

ব।—দেবেন্দ্র! আপনার এ বেশ কেন?

প।—আমরা কখন যা ভাবি নাই, আপনি তাই হ'লেন।

য।—(সবিস্ময়ে) দেবরাজ যোগী!

অ।—(সবিস্ময়ে) অ্যাঁ, একি ব্যাপার! যে সুন্দর অঙ্গ স্পর্শ ক'রে চন্দন চরিতার্থ হ'ত, সে অঙ্গে আজ বিভূতি! যে মস্তকে এই কতক্ষণ মণিমণ্ডিত উষ্ণীশ ছিল, সে মস্তকে উপ-জটা! চারুকণ্ঠ মুক্তামালা ফেলে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করেচে! রাজপরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে ব্যাঘ্রচর্ম্ম! এ কি দেবরাজ!

ই।—(সদুঃখে সাশ্রুনয়নে) দেবগণ! এই হতভাগ্য ইন্দ্রের প্রিয়তম বন্ধুগণ! আমি আপনাদের যার-পর-নাই কষ্ট দিয়েচি। আপনারা আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে দৈত্যসমরে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার দগ্ধভাগ্যের দোষে আপনাদের নিদারুণ যন্ত্রণাভোগই সার হল। কিছু মনে করবেন না। আজ ইন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্চে। অমরগণ!

আজি আপনাদের সঙ্গে আমার এই দেখা—শেষ দেখা! আমি চ'ল্লেম—চিরকালের জন্য চ'ল্লেম। ব্রহ্মাণ্ডের শেষ সীমায়—সেই মহান্ধকারে ব'সে, এই বেশে ভাগ্যফল ভোগ করিগে। বিদায় দিন্।

ব।—(সদুঃখে) দেবেন্দ্র!

ই।—(বাধা দিয়া) না, আমি ভিক্ষুক!—সন্ন্যাসী!

ব।—একটু স্থির হৌন! এরূপ হয়ে আত্মবিস্মৃত হ'বেন না। আমাদের কথা শুনুন।

ই।—বিদায়!—বিদায়!—বিদায়!

[প্রস্থান।

য।—চলুন—চলুন। ওঁকে ধরিগে চলুন।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

না।—(নেপথ্যে) এ কি, দেবরাজ! এ কি অসম্ভব ঘটনা!

ই।—(নেপথ্যে) বিদায়!—বিদায়!—বিদায়! দেবর্ষি! এ হতভাগ্যকে স্পর্শ কর্‌বেন না।

না।—(নেপথ্যে) আপনাকে স্পর্শ কর্‌ব না ত, পাপাত্মা তারককে স্পর্শ কর্‌ব নাকি? আপনি এমন কথা কেন বল্‌চেন?—আসুন।

ইন্দ্রের হস্ত ধরিয়া অগ্রে নারদ ও পশ্চাৎ যম প্রভৃতি দেবগণের পুনঃপ্রবেশ।

ই।—(সখেদে) দেবর্ষি! আমি কোন্ মুখে আর এখানে অবস্থান কর্‌ব? আমার জন্য পার্ব্বতীকুমার কার্ত্তিকেয় কারারুদ্ধ হ'লেন! তিনি এখানে এসেছিলেন ব'লে, দুরাত্মা তারক

তাঁ'র প্রাণাধিকা পত্নী দেবসেনাকে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়ে পাপিনী সুরসার কিঙ্করী ক'ল্লে! বলুন দেখি, এখন, দেবী পার্ব্বতী আমাকে কি বল্‌বেন! পতিপ্রাণা দেবসেনাই বা কি মনে ক'চ্চেন! আমি তাঁ'দের নিকট ঘোরতর দোষে দোষী! কার্ত্তিকেয়ই বা কারাগৃহে বন্দী হ'য়ে আমাকে কি বল্‌চেন! আবার দেখুন্, আমার পত্নীকে অত গোপনে রেখেও, হারালেম! আমার ভাগ্যদোষে শচীও সুরসার কবরীবন্ধনকারিণী হ'লেন! এই দেবগণও আমার জন্য কত বিপদ—কত অপমান—কত যন্ত্রণা ভোগ ক'ল্লেন! আপনিও কত কষ্ট পেলেন। তবে বলুন দেখি, আমার আর কি আছে? আমি কি সুখে—কিসের আশায় আর এখানে থাক্‌ব? আমার কিছুই সম্বল নেই—সম্বল কেবল অশ্রুপাত! আমি সেই নিমিত্তই এই যোগিবেশ ধারণ ক'রেচি। এখন আমার এই বেশই উপযুক্ত। আমায় ছেড়ে দিন্! আমি জগতের সীমান্তে ব'সে দুর্ভাগ্যনিগ্রহ ভোগ করিগে। দেবর্ষি! আপনি কেন আর আমাকে বৃথা আশ্বাস বাক্য ব'লে আপনার রসনাকে যন্ত্রণা দিচ্চেন? আমার দগ্ধভাগ্য আপনার আশ্বাসের বশীভূত নয়। ছেড়ে দিন—নিয়তিনিষ্পেষিত ইন্দ্রকে ছেড়ে দিন্।

না।—দেবেন্দ্র! আপনার ন্যায় বিজ্ঞোত্তমের এতাদৃশ আত্মবিস্মৃত, ক্ষুব্ধচিত্ত এবং হতাশ হওয়া কি ভাল দেখায়? সুখের পর দুঃখ—দুঃখের পর সুখ; তবে আপনি সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে কেন যোগী হ'য়ে নির্জ্জন-নিবাস গ্রহণ কর্‌বেন? যোগী হ'য়ে সমস্ত পরিত্যাগ ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েচেন—হৌন্, কিন্তু যে নারদের একটি কথাও অসার ব'লে পরিত্যাগ ক'ত্তেন

না।—আজ সেই নারদের অনুরোধ, এবং প্রবোধে কি আপনার আস্থা পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হ'ল?

ই।—সে কি, দেবর্ষি! আপনি অমন কথা ব'লে আমাকে লজ্জিত করেন কেন?

না।—তবে স্থির হয়ে শুনুন; কার্ত্তিকেয় শীঘ্র শত্রু-হস্তে পরাজিত বা মূর্চ্ছিত হবার পাত্র নন; তবে যে হ'লেন, তা তাঁর নিজের ভ্রমে।

ই।—সে কি?

না।—তাঁর হস্তে আপনারা কি কি অস্ত্র দেখেছিলেন?

ই।—তরবারি, ধনু এবং নানাবিধ শর।

না।—আর কোন অস্ত্র?

ই।—(চিন্তা করিয়া) কই, না। কি অস্ত্র দেবর্ষি?

না।—সর্ব্বসংহারিণী শক্তি?

কু।—কই, সে মহাস্ত্র ত আমরা দেখি নাই। (দেবগণের প্রতি) আপনারা কি কেউ দেখেছিলেন?

সকলে।—না।

না।—সেই মহাস্ত্র শক্তি তাঁর হস্তে থাক্‌লে আর এই ভয়ানক বিভ্রাট ঘট্‌ত না। আমি সে অস্ত্রের ন্যায় অস্ত্র দেখি নাই।

অ।—দেবরাজের বজ্রাপেক্ষাও কি কঠিন?

না।—কোটি বজ্রের তেজে তা নির্ম্মিত। সে অস্ত্র কার্ত্তিকেয়ের হস্তে থাক্‌লে, যেমনই প্রবল শত্রু হোক না কেন, তাকে পরাজিত, এমন কি নিহত পর্য্যন্ত হতেই হবে। কার্ত্তিকেয় যখন সেই শক্তি মুষ্টিমধ্যে গ্রহণ করেন, তখন তাঁর শক্তির সীমা থাকে না। এমন কি, তখন তিনি কোটি কোটি

ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ ক'ত্তে পারেন। পাছে এইরূপ ঘটনা ঘটে, এই জন্য তাঁর জননী শক্তিস্বরূপিণী পার্ব্বতী তাঁকে সর্ব্বদা সেই মহাস্ত্র শক্তি হস্তে ধারণ ক'ত্তে নিষেধ করেছিলেন। তিনিও মাতৃ-আজ্ঞায় সে অস্ত্র অতি নিভৃত স্থানে রেখে দিয়ে-ছিলেন। আপনাদের নিকট আস্‌বার সময় আন্‌তে ভুলে গিয়েই এই বিষম বিভ্রাট ঘটিয়ে ফেল্লেন।

ই।—(উৎসুক চিত্তে) দেবর্ষি! সে শক্তি কোথা আছে?

না।—অতি নিভৃত স্থানে। কার্ত্তিকেয় আর দেবসেনা ব্যতীত অপর কেউই জানে না। আমি জান্‌লে আর এত গোলযোগ ঘটত না। আমার বিশ্বাস ছিল, কার্ত্তিকেয় সেই মহাস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন, তাই আমি তাঁর সেনাপতিত্ব লাভের দিন সে কথা তুলি নাই।

ই।—এক্ষণে কিরূপে সে মহাস্ত্র পাওয়া যাবে?

না।—তারও পন্থা করে এসেচি বলেই ত আপনার যোগি বেশ দেখে আমি দুঃখিত হ'লেম। আমরাই যোগী সন্ন্যাসী;— রাজা রাজড়ার কি তা ভাল দেখায়?

কু।—(আশ্বস্ত হইয়া) আপনি না পারেন, এমন কাজই নাই। যদি কেউ ভাগ্যের উপর আধিপত্য ক'ত্তে পারে, তা সে আপনিই কেবল। ধন্য আপনার প্রতিভা! ধন্য আপনার চেষ্টা!

ই।—দেবর্ষি! আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন্‌।

না।—ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের মূলদেশে সেই মহাস্ত্র প্রোথিত আছে। আপনি পবনদেবকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন। ওঁতে আমাতে শীঘ্র সেই অস্ত্র আনয়ন করি। তার পর যা

ক'ত্তে হবে, সে ভার আমার উপর রৈল। আপনারা আর নির্জীবের ন্যায় কালক্ষেপ কর্‌বেন না। পুনর্ব্বার পরাজিত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করুন্।

প।—দেবর্ষি! তবে আমরা শীঘ্র যাই চলুন্।

[নারদ ও পবনের প্রস্থান।

য।—(নবোৎসাহে) দেবরাজ! দেবর্ষি যে অস্ত্রের কথা ব'ল্লেন, তা শুনে আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েচি।

ই।—পিতৃলোকেশ্বর! বিধাতা এইবার আমাদের প্রতি সদয় হৌন্, এই আমার প্রার্থনা।

কু।—আপনার এ বেশ পরিত্যাগ করুন্।

ই।—পরিত্যাগ কর্‌বার এখনো বিলম্ব আছে। কার্য্য সিদ্ধি না হ'লে আর আমি এ বেশ পরিত্যাগ করব না।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

অমরাবতী—কারাগার।

একপার্শ্বে একটি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ)

শৃঙ্খলে হস্তপদবদ্ধ কার্ত্তিকেয় উপবিষ্ট।

কা।—(ক্রোধ ও দুঃখে) হা, যে হস্তে দেবসেনা পুষ্প-মালা বন্ধন ক'ত্তেন, আজ সেই হস্তে লৌহশৃঙ্খল! যে কারাগৃহে

দস্যু, তস্কর, কাপুরুষ, অপরাধিরা অবরুদ্ধ থাকে, আমি এখন সেখানে অবস্থিতি ক'চ্চি! যে ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে আমি প্রিয়তমার সঙ্গে স্বাধীন ভাবে ভ্রমণানন্দ লাভ ক'ত্তেম, এখন সে সুখনিবাস পশুনিবাস হ'য়ে গেল! আর আমরা দু'জনে দৈত্যপুরে বন্দী—বন্দিনী! আমি বড় গর্ব্ব ক'রে দেবসেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছিলেম, কিন্তু তারক দৈত্যের হস্তে সে গর্ব্ব—সে চিরপোষিত গর্ব্ব একেবারে খর্ব্ব হ'য়ে গেল! কার্ত্তিকেয়! তোমার এখনো মৃত্যু হ'ল না কেন? তুমি কোন্ সুখে এখনো তোমার অপমানিত জীবন ধারণ ক'রে আছ? তুমি তোমার আত্মগৌরব জীবন্ত রাখ্‌তে চাও, কি অসার জীবন জীবন্ত রাখ্‌তে ইচ্ছা কর? ওঃ আর যে সহ্য হয় না! (শৃঙ্খল ভাঙ্গিবার চেষ্টা) হা, আমার শক্তি আমাকে কাপুরুষ ব'লে কি পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেল! এত ক'রেও এই লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্‌তে পাল্লেম না! তবে আবার কোন্ ইচ্ছায় কারাগৃহের দ্বার ভগ্ন কর্‌বার ইচ্ছা ক'চ্চি? আমাকে ধিক্!—আমার ইচ্ছাকে ধিক্! মান গেল—সম্ভ্রম গেল—বিক্রম গেল—শক্তি গেল, কিন্তু ছলনাময়ী ইচ্ছা কেন আমাকে পরিত্যাগ ক'চ্চে না? আমার ইচ্ছায় আর মরুভূমি-মরীচিকায় কিছুই প্রভেদ নাই। হা অদৃষ্ট!—অ্যাঁ, আমি আজ এ কি কথা উচ্চারণ ক'ল্লেম?—অদৃষ্ট!—অদৃষ্ট!—হা, সে দিন না দেবরাজকে এই অদৃষ্ট বিশ্বাসের জন্য পরিহাস করেছিলেম?—করেছিলেম। আজ আমাকে আবার কেউ পরিহাস ক'রে তা'র প্রতিশোধ নিক্। আমি এখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝ্‌তে পেরেচি,—অদৃষ্ট আছে—ভবিতব্য আছে—দৈব আছে। তা'র সাক্ষী কার্ত্তিকের আর এই কারাগার! হা আবার আমার মত

আমার সেই প্রাণাধিকা এই দৈত্যপুরে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ ক'চ্চেন! তিনি কি আমার এই দুরবস্থার কথা শুনেচেন? তা কি রূপে জান্‌ব? বিধাতার নিকট আমার এই ভিক্ষা, যেন এ কথা—এ দুর্দ্দশার কথা তাঁর কর্ণে না যায়। দেবসেনা! প্রিয়তমে! আমি সর্ব্বদাই তোমার মঙ্গল কামনা ক'রে থাকি। আজও তাই ক'চ্চি—যত দিন আমার এই দশা থাকবে, তত-দিনের জন্য তোমার কর্ণ বধির হোক্। সরলে! তুমি বড় অভিমানিনী; এ কথা শুন্‌লে, না জানি, কি হ'তে কি হ'বে। দেবসেনা! আর কি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হ'বে না? বিধাতাই জানেন। না, দেখা হ'লেও আমি আর এ দগ্ধমুখ তোমাকে দেখাব না। এ দুর্ব্বল কাপুরুষের মুখ কারারক্ষক-গণেরই দেখ্‌বার উপযুক্ত,—কিন্তু তোমার ঘৃণারও যোগ্য নয়। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওঃ! আমিই কি কার্ত্তিকেয়?—না। আমি কাপুরুষদের নিকটেও কাপুরুষ! হায়! এত দিন পরে আমি দুর্ব্বল, অসার, হেয়, অবীর, বন্দী প্রভৃতি নিন্দনীয় বিশেষণ উপার্জ্জন ক'ল্লেম! হা বিধাত! এ কি ক'ল্লে? অহো, এই যে অন্ধকার রাত্রি, এর চেয়েও আমার অন্তর্জগতে অন্ধ-কারস্তূপ ঘনীভূত হ'য়েচে। বহির্ভাগের এই অন্ধকার আর কিছুকাল পরে কোথায় চ'লে যাবে, আবার আলোকরেখা দেখা দেবে, কিন্তু আমার হৃদন্তর্গত অন্ধকার কি আর বিনষ্ট হ'বে?—আর কি এ হৃদয়ে আলোক উদ্ভাসিত হ'বে?—বৃথা আশা! বন্দীর এরূপ আশায় আর আকাশ-কুসুমে প্রভেদ কি? কিছুই না। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আচ্ছা, দেখি, আমার দুর্ভাগ্য-চক্র এইরূপে আরও কত দিন আমাকে নিষ্পে-

ষিত করে। (ক্রোধে) তারক! দেখি, তুই আরও কত দিন স্বাধীন কার্ত্তিকেয়কে অধীন ক'রে রাখিস্! পামর! তুই নিশ্চয় জানিস্ যে, কার্ত্তিকেয়ের শরীরকে কারারুদ্ধ ক'রে তা'র ক্রোধের পথ চতুর্গুণ প্রশস্ত করেচিস্। দেখি, তুই এই ভস্মাচ্ছাদিত মহাবহ্নিকে আরও কত দিন তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে সুখশয্যার নিদ্রা যাস্। আমি তোকে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করাবই করাব! নির্ব্বোধ! তুই তোর সৌভাগ্যক্রমে আমাকে বন্দী করেচিস্—কিন্তু তোর এ সৌভাগ্য উত্তপ্ত লৌহফলকস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় দেখ্‌তে দেখ্‌তেই বিশুষ্ক হ'য়ে যাবে। পিশাচ! তুই বরং কার্ত্তিকেয়ের মৃতদেহ কারারুদ্ধ ক'রে রাখ্‌লে এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকৃতে পাত্তিস্, কিন্তু ভেবে দেখ্, একা কার্ত্তিকেয় নয়, কার্ত্তিকেয়ের ক্রোধ, ঈর্ষা, প্রতিহিংসা প্রভৃতিকেও কারাগৃহে অবরোধ করেচিস্। মূর্খ! বুঝে দেখ্; কেবল কার্ত্তিকেয় নয়, এরাও তোর পরম শত্রু। দৈত্যাধম! নিতান্তই তোর মৃত্যু আসন্ন। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হা, আমি কি বল্‌চি! আমার হস্তে এ কি!—পদে এ কি!—আমি কোথায়! হায়, আমি কি বল্‌চি!

জনৈক ছদ্মবেশধারী ব্যক্তির প্রবেশ।

(দেখিয়া সক্রোধে) কে তুই? কি জন্য আমাকে বিরক্ত ক'ত্তে এলি?

ছ।—বিরক্ত ক'ত্তে আসিনি। শৃঙ্খলবদ্ধ সিংহকে বিমুক্ত ক'ত্তে এসেচি।

কা।—আমি তোর পরিহাসের যোগ্য নয়; এ কথা যেন মনে থাকে।

ছ।—তোমার শত্রু তোমায় পরিহাস করুক্।

কা।—তুই বুঝি মিত্র?

ছ।—বাস্তবিক তাই। কুমার! আমি শচী।

কা।—তবে যে বল্‌ছিলি, "তোমার শত্রু তোমায় পরিহাস করুক্"? দূর হ, পিশাচ! আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ!

ছ।—(স্বগত) এ কি! কুমার যে সাক্ষাৎ ক্রোধের প্রতিমূর্ত্তি! তারক, শৃঙ্খলে এঁর হস্তপদ বন্ধন করেচে, কিন্তু ক্রোধের ত কিছুই ক'ত্তে পারেনি। (প্রকাশে) কুমার! পূর্ব্বে আমি তোমাকে কখন দেখিনি—তুমিও আমাকে কখন দেখনি, তাতে আবার আমার দৈত্যসৈনিক বেশ। সুতরাং তুমি নানারূপ সন্দেহ ক'ত্তে পার। কিন্তু তোমার এ সন্দেহ এখনি ভঞ্জন হ'য়ে যাবে। এই নাও।—(একটি অঙ্গুরী প্রদান)

কা।—(অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) এ কি! এ অঙ্গুরী যে আমার! এই যে এতে আমার ময়ূরারোহিত চিত্র এবং নাম অঙ্কিত র'য়েচে। আমি প্রিয়তমা দেবসেনাকে এ অঙ্গুরী প্রদান করেছিলেম। এ দুষ্ট পিশাচ হয় ত তাঁকে উৎপীড়ন ক'রে এটি কেড়ে নিয়েচে। তাই বা কি ক'রে বলি? কেড়ে নিলে আবার আমাকে দিতে আস্‌বে কেন? আস্‌তে পারে, কারণ অপমানিত কার্ত্তিকেয়কে আরও অপমানিত করাই এর ইচ্ছা। (ক্রোধে) দস্যু! আয়, আর একটু অগ্রসর হয়ে আয়! এই শৃঙ্খলবদ্ধ পদাঘাতে তোর এই অঙ্গুরী-চৌর্য্যের প্রতিফল দি! পিশাচ!—তস্কর!

ছ।—(স্বগত) এখন্ দেখ্‌চি কথায় বা নিদর্শনে এঁর ক্রুদ্ধ অন্তঃকরণে বিশ্বাস স্থাপন করা অসম্ভব। এ ছদ্মবেশ

পরিত্যাগ ক'ত্তে হ'ল। (ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিতে করিতে প্রকাশে) কুমার! এখনো কি অবিশ্বাস করবে?

কা।—(লজ্জিত হইয়া অধোমুখে) দেবেন্দ্রাণি! বন্দী কার্ত্তিকেয় কি আপনার ক্ষমার যোগ্য নয়?

শ।—কুমার!

কা।—দেবি!

শ।—এই কারাগৃহের চতুর্দ্দিকে দৈত্য সৈনিক র'য়েচে ব'লে আমি নারদের আদেশে এই দৈত্যপরিচ্ছদে দেহ আচ্ছাদন ক'রে তোমার কাছে এসেচি। আর বিলম্ব করব না, কি জানি, কেউ জান্‌তে পাল্লে ভয়ানক বিভ্রাট ঘট্‌বে।

কা।—দেবি! আপনি জেনে শুনে কেন এমন স্থলে এলেন?

শ।—তোমার মহাস্ত্র শক্তি কোথা?

কা।—(সচকিত হইয়া) অঁ্যা, তাই ত! শক্তি—আমার শক্তিস্বরূপিণী শক্তি! (সদুঃখে)দেবেন্দ্রমহিষি! আপনি কেন আর ও কথা তুল্‌লেন! এই কারাগারস্থিত শৃঙ্খলবদ্ধ হতভাগ্য কার্ত্তিকেয়ের নিকট কেন ও কথা তুল্‌লেন! হা! সে দিন আমি দেবসেনাপতিত্ব লাভের অভিনব আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে আমার সেই বিশ্ববিধ্বংসিনী শক্তিকে আনয়ন ক'ত্তে বিস্মৃত হ'য়ে গিয়েছিলেম! হা, কি সর্ব্বনাশই করেচি! তারক! তোর নিতান্ত পুণ্যবল।

শ।—বীর! আর আক্ষেপের প্রয়োজন নেই। (বস্ত্র মধ্য হইতে শক্তি অস্ত্র বাহির করিয়া) এটি তোমার কোন্ অস্ত্র?

কা।—(দেখিয়া অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দসহকারে) দেবি! আপনিই হতভাগ্য কার্ত্তিকেয়ের সৌভাগ্যপ্রদায়িনী। এইই

আমার শক্তি—ব্রহ্মাণ্ডবিদারিণী শক্তি। আপনি কিরূপে পেলেন?

শ।—এর পর বলব।

কা।—দেবি! শক্তিবিহীন কার্ত্তিকেয়ের হস্তে দিন—শক্তি দিন।

শ।—(শক্তি প্রদান)

কা।—আপনি শীঘ্র প্রস্থান করুন্।

[পুনর্ব্বার ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া শচীর প্রস্থান।

(শক্তি স্পর্শ করিবামাত্র অত্যন্ত শক্তিবিশিষ্ট হইয়া) লৌহ-শৃঙ্খল! আর কেন? (বলে শৃঙ্খল ভগ্ন করণ)। তারক! আজ তোকে অমরাবতী সমেত পরমাণুতে মিশ্রিত কর্‌ব। আজ বিধাতা এলেও তোকে রক্ষা ক'র্ত্তে পার্‌বেন না। (সলম্ফ দণ্ডায়মান) আজ দৈত্যকুল নির্ম্মূল কর্‌ব। (বলে শক্তির আঘাতে কারাগৃহের দ্বার ভগ্ন করিতে গিয়া) এই যে, দ্বার উন্মুক্তই আছে।

[বেগে প্রস্থান।

(নেপথ্যে ভয়ানক কোলাহল, আর্ত্তনাদ, চীৎকার, অস্ত্রঝনৎকার প্রভৃতি)

দৈত্যগণ।—(নেপথ্যে উচ্চৈঃস্বরে) কারাগার ভেঙে শত্রু বেরিয়েচে—কার্ত্তিকেয় বেরিয়েচে—সর্ব্বনাশ হ'ল—খুন ক'ল্লে—আর নিস্তার নেই—গেল—গেল—সব গেল—দৈত্যরাজকে সংবাদ দে—সংবাদ দে—দৌড়ে চল্—দৌড়ে চল—গেল—গেল—প্রাণ গেল—দৌড়—দৌড়!

[পটপরিবর্ত্তন]

অমরাবতী—রাজপথ।

আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দৈত্যসৈন্যগণের
বেগে প্রবেশ।

সকলে।—(সভয়ে) আজ আর নিস্তার নেই—কোথায় পালা'ব! হায় হায়, অমরাবতীতে আজ মৃত্যু স্বয়ং প্রবেশ করেচে! ভগবান্ রুদ্রদেব! রক্ষ কর—রক্ষা কর! (নেপথ্যের দিকে দেখিয়া) ঐ এল—ঐ এল!—পালা—পালা!

বেগে কার্ত্তিকেয়ের প্রবেশ।

কা—(সক্রোধে) ওরে পিশাচেরা! কোথায় পালাবি? (বলে সকলকে আক্রমণ এবং শক্তিপ্রহার দ্বারা নিহত করণ)

বেগে তারকের প্রবেশ।

তা—(নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে সক্রোধে) দুরাত্মা! কারাগারের জীর্ণ লৌহদণ্ডগুলো ভাঙ্‌বার সময় তারকের বিশ্বজয়ী বাহুদণ্ড কি মনে পড়েনি?

কা।—(সক্রোধে) পিশাচ! তারকের শুধু বাহুদণ্ড কেন?—প্রাণপর্য্যন্ত মনে পড়েচে। দেখি, আজ তোকে কে রক্ষা করে।

তা।—নির্ব্বোধ! তোকে বিনাশ কর্‌ব না মনে করেছিলেম, কিন্তু নির্জ্জন কারাগারে মৃত্যু তোকে মন্ত্রবলে বশীভূত ক'রেচে। আয়, আজ মৃত্যুর ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন করি।

কা।—কি বল্‌লি, সুরসাকিঙ্কর! এখনো কি তুই স্বপ্ন দেখ্‌চিস্? বিধাতা আজ তোকে সুখনিদ্রা হতে জাগরিত ক'রে আমার হস্তে চিরনিদ্রায় নিক্ষেপ ক'ল্লেন? আজ তোর আয়ুর সহিত সমস্ত দৈত্যবংশ ধ্বংস হ'বে—সুবর্ণ পর্য্যঙ্কের পরিবর্ত্তে আজ তোকে মন্দাকিনী-তীরস্থ জ্বলচ্চুল্লীর উপর শয়ন ক'র্ত্তে হ'বে।

তা।—নির্ব্বোধ! নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায়, আরও তুই দুই একবার তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে নে।

কা।—আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি; তা নৈলে তুই প্রচণ্ড হুতাশনকে সামান্য একটা দীপশিখা ব'লে ভাব্‌বি কেন?

তা।—কার আসন্নকাল সম্মুখে নিত্য ক'চ্চে, এই দেখ্।

(কার্ত্তিকেয়কে আক্রমণ)

কা।—জগৎ! আজ অনন্ত চক্ষু উন্মীলন ক'রে তারকসংহার দর্শন কর।

(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ)

(নেপথ্যে কোলাহল)

(কার্ত্তিকেয়ের শক্তিপ্রহারে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া তারকের পতন)

তা—(কিয়ৎক্ষণ পরে যন্ত্রণাসহকারে) এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, বিধাতা তোমাকেই আমার মৃত্যুস্বরূপ ক'রে সৃষ্টি ক'রেচেন! ওঃ বড় যন্ত্রণা! আমি ত চিরকালের জন্য চ'ল্লেম! ওঃ হৃৎ-পিণ্ড বিদীর্ণ হ'য়ে গেছে! এই মৃত্যু সময় আমি তোমার পরিচয়

জেনে শেষ আশা—ওঃ—ওঃ! নিদারুণ অস্ত্র প্রহার!—কে তুমি?

কা।—ভগবান্ রুদ্রদেবের পুত্র।

তা।—হা,তুমি আমার গুরুকুমার! ওঃ ওঃ!—বড় যন্ত্রণা!—আমি তোমার পিতা ভিন্ন কখন কারো নিকট কোনরূপ ভিক্ষা প্রার্থনা করিনি; আজ গুরুপুত্রের নিকট আমার শেষ ভিক্ষা!—ওঃ ওঃ!—শেষ ভিক্ষা—বিধবা সুরসা আর বালিকা শোভনাকে তোমার হস্তে সমর্পণ ক'ল্লেম। তুমিই এখন তাদের রক্ষক—প্রতিপালক। গুরুকুমার! আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর! ওঃ প্রাণ যায়!—বড় যন্ত্রণা! শরীরে আর একবিন্দুও শোণিত নাই!—ওঃ ওঃ!—গুরু রুদ্রদেব!—গুরুকুমার কার্ত্তিকেয়!—(অত্যন্ত যন্ত্রণা সহকারে) ওঃ ওঃ ওঃ! হৃৎপিণ্ড ফেটে গেল—গেল—গে—(মৃত্যু)

কা।—(সবিস্ময়ে) অ্যাঁ! তারক আমার পিতার শিষ্য! আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতৃস্থানীয়! হা, আমি কি ক'ল্লেম! ভ্রাতৃহত্যা ক'ল্লেম! পিতা আমায় কি বল্‌বেন্! মা তখন কেন আমায় এ কথা বলেন নি? আমি অগ্রে জান্‌লে, এঁর নিকট স্বর্গরাজ্য ভিক্ষা ক'রে দেবরাজকে প্রদান ক'ত্তেম। হায় হায়, আমি আজ কি অন্যায় কার্য্য ক'ল্লেম! (তারকের মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া সাশ্রুনয়নে) দাদা! আমায় ক্ষমা কর! ওঠ, একবার ওঠ! একবার ভ্রাতৃহন্তা নিষ্ঠুর কার্ত্তিকেয়ের দিকে চেয়ে দেখ! একবার বল, ক্ষমা ক'ল্লেম। হা! দেবাধম কার্ত্তিকেয়! তুই আজ কি ক'ল্লি! নারকী! কি সর্ব্বনাশ ক'ল্লি! স্বহস্তে ভ্রাতৃজায়া মহারাজ্ঞী সুরসাকে বৈধব্য-যন্ত্রণার অতল

সাগরে বিসর্জ্জন দিলি! ভ্রাতৃকন্যা শোভনাকে পিতৃহীনা ক'ল্লি! বীরেন্দ্র! তুমি আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল, নৈলে পিতা শিষ্য-কা—ভ্রাতৃঘাতী ব'লে আমার পাপমুখ দর্শন করবেন না। (নেপথ্যে রোদনধ্বনি শুনিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

সরোদনে বেগে সুরসার প্রবেশ।

সু।—(অত্যন্ত শোকে) হা নাথ! হা প্রাণেশ্বর! তুমি তোমার সুরসাকে কোথায় রেখে চ'ল্লে! যেতে দেব না—যেতে দেব না—যাবে যদি, তবে সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল। মহারাজ! সোণার খাট ছেড়ে এসে, রাজপথের ধূলোয় কেন শুয়েচ! ওঠ—ওঠ; গাত্র-বেদনা হ'বে! হায় হায়, কে আমার এমন সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! কে আমায় বিধবা ক'ল্লে! কে আমার চক্ষে চিরকালের জন্যে অশ্রু সম্বল ক'রে দিলে! মহারাজ! শোভনাকে কি ভুলে গেলে! যাকে এক নিমেষ চক্ষের আড়ালে রাখ্‌লে অস্থির হ'তে, এখন তা'কে কোথায় রেখে নিজে চিরকালের জন্য লুকুলে! এ দাসীকে কি দোষে ছেড়ে চ'ল্লে!—যদি কোন দোষ ক'রে থাকি, পায়ে ধ'চ্চি,—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর! (বক্ষে করাঘাত) হা নাথ! হা মহারাজ! একবার চাও—একবার কথা কও! হায় হায়! হা রুদ্রদেব! প্রত্যহ তোমাকে যিনি পূজা না ক'রে জলগ্রহণ ক'ত্তেন না, তুমি তাঁ'রই জীবন গ্রহণ ক'ল্লে! এই কি তুমি ভক্তবৎসল!

কা।—(সুরসার সম্মুখে আসিয়া সখেদে) রাজ্ঞি! ভগবান্ রুদ্রের কোন দোষ নাই। তাঁ'র এই নিষ্ঠুর পুত্র কার্ত্তিকেয় দোষী! এই দেবপিশাচ আজ ভ্রাতৃহত্যা-দোষে পরিলিপ্ত হ'য়েচে।

সু।—(সবিস্ময়ে) অঁ্যা, তুমি আমাদের গুরুদেবের পুত্র! সেই আশুতোষ ভোলানাথের পুত্র!

কা।—(অধোমুখে) আমি সেই দয়ার সাগর মহাদেবের নির্দ্দয়তম পুত্র!

সু।—(সরোদনে) গুরুকুমার! এইরূপ ক'রে কি পরিচয় দিতে হয়? হা ভাগ্য! হা হতভাগিনী সুরসা! হা নিয়তি! গুরুপুত্রের হস্তে গুরু-শিষ্যের মৃত্যু! গুরু-শিষ্যা বিধবা!

কা।—(সখেদে) রাজেন্দ্রাণি! আমার এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই! এই বক্ষ পেতে দিলেম—তোমার স্বামীর তীক্ষ্ণ তরবারি শতধা বিদ্ধ কর—হৃৎপিণ্ড শত খণ্ড কর। যে হৃদে তোমার বৈধব্য-যন্ত্রণা সংঘটন কর্‌বার পাপ আশাকে পোষিত ক'রে রেখেছিলেম—সে হৃদয় এখন তোমার সম্মুখেই র'য়েচে;—বিদ্ধ কর—বিদ্ধ কর! আমি, যদিও না জেনে, আমার পিতার ভক্তকে—আমার সম্মানপাত্র ভ্রাতাকে বিনাশ করেচি, কিন্তু এখন জান্‌তে পেরেচি—মহারাণী সুরসাকে পথের ভিখারি ক'রেচি—বিধবা ক'রেচি! বড় লজ্জা—বড় নিষ্ঠুরতা—বড় যন্ত্রণা—মহাপাপ! অনুতাপে এর প্রতীকার হবে না—হ'লেও তা চাই না। আমাকে বধ কর—বধ কর—দৈত্যকুলেশ্বরি! বধ কর!

সু।—(সরোদনে) অভাগিনীর ভাগ্য-দোষে গুরুকুমার তা' পারেন, কিন্তু গুরুকন্যা তা পারে না—পারে না। তুমি গুরুপুত্র না হ'লে এখনি তোমার উষ্ণ রক্তে সুরসা বৈরনির্য্যাতন-পিপাসার তৃপ্তি সাধন কর্‌ত! হা, আমি যা স্বপ্নে দেখেচি, জাগ্রতে তাই প্রত্যক্ষ হ'ল! (তারকের মৃতদেহ আলিঙ্গন

রিয়া) নাথ! তোমাকে যে, এই স্বপ্নের কথা বলেছিলেম, কিন্তু তুমি স্বপ্ন অবিশ্বাস্য—অগ্রাহ্য ব'লে অবহেলা করেছিলে! দেখ যে, স্বপ্ন সত্য হ'ল!—সুরসা বিধবা হ'ল!—শোভনা পিতৃহীনা হ'ল!—স্বর্গরাজ্য শত্রুহস্তগত হ'ল! নাথ! একবার চেয়ে দেখ, তোমার হতভাগিনী সুরসার দিকে চেয়ে দেখ! হায়, এ পাপিনীর দিকে আর চা'বে না! কিন্তু আমি তোমায় ছাড়্‌ব না। নাথ! আমায় ফেলে কোথা যা'বে?—যেতে দেব না!—ওঠ;—উঠ্‌বে না?—তবে এই দেখ।—গুরুপুত্র! তুমিও দেখ——

(তারকের তরবারি লইয়া বক্ষে আঘাত ও পতন)

কা।—(কাতর হইয়া শশব্যস্তে) হায় হায়, একি হ'ল! রাজেন্দ্রাণি! এ কি ক'ল্লেন! ধিক্ নিষ্ঠুর কার্ত্তিকেয়! তো'হ'তে আজ রাজদম্পতী যুগপৎ নিহত হ'লেন!

সু।—(যন্ত্রণায় ক্ষীণস্বরে) গুরুকুমার! আমরা ত চ'ল্লেম। এখন এই হতভাগ্য দম্পতীর সরলাকে—মাতৃপিতৃহীনা শোভনাকে তোমার করে অর্পণ ক'রে গেলেম! মা'ত্তে হয় মার—বাঁচাতে হয় বাঁচাও!—উঃ প্রাণ যায়! মা! শো-ভ-না! মা!—(মৃত্যু)

কা।—(সাশ্রুনয়নে ও সবিষাদে) হায় হায়! এ কি সর্ব্বনাশ! রুদ্রভক্ত দৈত্যদম্পতী এই নিষ্ঠুর কার্ত্তিকেয়ের নিষ্ঠুরতায় প্রাণত্যাগ ক'ল্লেন!—হা, আমি কি পাপাত্মা!—কি নির্ম্মম! —কি কঠিন! হা, আমি দেবগণের উপকার ক'ত্তে এসে, পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের যার-পর-নাই অপকার ক'ল্লেম!

আমার এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত কি? (ক্ষণেক চিন্তিয়া) এক্ষণে স্বহস্তে এঁদের পবিত্র মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করি। যদি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত থাকে, তবে—

(নেপথ্যে সহসা বামাকণ্ঠে রোদনধ্বনি)

(শুনিয়া নেপথ্যের দিকে দেখিয়া শশব্যস্তে) ও কি! কে ও বালিকাটি রোদন ক'ত্তে ক'ত্তে মেঘনির্ম্মুক্ত বিদ্যুতের ন্যায় এ দিকে ছুটে আস্‌চেন্? উনিই বুঝি দৈত্যরাজকুমারী শোভনা! ওঁকে এই বিষাদ ঘটনা দেখ্‌তে দেব না—ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।

তারক-সংহার নাটকান্তর্গত

গীতাবলি।

(২৫ পৃষ্ঠা—গীত নং ১)

(নারদের উক্তি)

কানড়া—আড়াঠেকা।

কে জানে তোমার চক্র, চক্রিকুলবিভূষণ!
কাহারে হাসাও তুমি, করাও কা'রে রোদন।
আজি যেই সিংহাসনে, কালি সে ভ্রমে কাননে,
নিরখি অযোগ্য জনে, কলঙ্কি'ছে সিংহাসন।
মুহূর্ত্তেক পরে পুন, যে যেমন, সে তেমন,
স্বপনে মিশি' স্বপন, ধাঁধা দেয় অনুক্ষণ।
তব চক্র-ইন্দ্রজালে, কত দেখি কালে কালে,
যা' লিখেছ যা'র ভালে, কৌশলে কর পূরণ।

(২৯ পৃষ্ঠা—গীত নং ২)

(নারদের উক্তি)

বেহাগ—কাওয়ালী।

জয়, ত্রিতাপবারিণি, ত্রিলোকবন্দিনি,
সঙ্কটখণ্ডিনি, ত্রিলোচনি!

জয়, শঙ্করমোহিনি, কিঙ্করপালিনি;
নৃমুণ্ডমালিনি, করালিনি।
জয়, ভক্তনিকরপ্রতি দেবি দয়াবতি,
দুর্গতি-জন-গতি-প্রদায়িনি!
জয়, হুতাশভালিকে, নগেন্দ্রবালিকে,
হ্রীং-ক্লীং-শ্রীং-বীজস্বরূপিণি!

(৩৪ পৃষ্ঠা—গীত নং ৩)

(নারদের উক্তি)

পরজ—ঝাঁপতাল।

গাও গাও আজি বীণে, এমন দিন পাবি নে,
বীরেন্দ্র তারক রাজা রাজাসনে রাজে।
দেব কাঁপে যাঁ'র নামে, সুরসা তাঁহার বামে,
আজি বৈজয়ন্তধামে, কিবা শোভা সাজে।
বন্দিগণ গায় গান, প্রতিধ্বনি ধরে তান,
মুরজ, মুরলী, বেণু, চারি ধারে বাজে।
তারক—গম্ভীর মেঘ, সুরসা—বিজলী-বেগ,
মৃদঙ্গ—জলদ-ডাকে, ডাকে মাঝে মাঝে।

(৪৪ পৃষ্ঠা—গীত নং ৪)

(দেবসেনার উক্তি)

সাহানা—যৎ।

আ-মরি কি বনশোভা মনোলোভা হ'য়েছে।
ঘন ঘন তরুগণ ঘন সম ছেয়েছে।
বনলতা বনবালা, জড়াইয়ে ডালপালা,
পতিবুকে মুখ রাখি', মুখে চেয়ে র'য়েছে।
আমি যাঁ'র বনলতা, আজি তিনি এলে হেথা,
তরু-লতা-প্রেম-গাথা শুনাইব হরিযে ;—
কোয়েলা আবার তায়, দিতে সে কথায় সায়,
দেবদারু-তরু-শাখে সরু ডাকে ডেকেছে।

(৪৭ পৃষ্ঠা—গীত নং ৫)

(শচীর উক্তি)

চিত্রাগৌরী—মধ্যমান।

কেন, হে বিধি! বিমুখ হইলে!
স্বরগ হইতে নরকে ফেলিলে!
এ পোড়া কপালে যাতনা লিখিলে,
কাঁদা'লে—ভাসা'লে নয়ন-সলিলে!
প্রাণেশ আমারি, পথের ভিখারী,
দেখিতে না পারি, এ কি হে করিলে!

দয়ালু হইয়ে, কেমন করিয়ে,
নিদয়-হৃদয়ে, এ দোঁহে ভুলিলে !

(৬৬ পৃষ্ঠা—গীত নং ৬)

(দেবসেনার উক্তি)

ছায়ানট—কাওয়ালী।

মঞ্জুল কুঞ্জে সমীরণ সনে
দুলে দুলে খেলে ফুলগণে।
ফোটা ফুল তুলি, সাজাইব ডালি,
চারু হার গাঁথিব যতনে।
মনোমত ক'রে সাজাইয়ে তাঁ'রে,
প্রাণ ভরি', দেখিব নয়নে।
ফুলময় তনু, ফুলময় ধনু,
ফুল-খেলা খেলিব দু'জনে।

(৯৮ পৃষ্ঠা—গীত নং ৭)

(বৈতালিকের উক্তি)

ভৈরব—চৌতাল।

ভজ রে মন, ভূতনাথ ভব ভবভয়-বারণং।
আদি দেব শূলপাণি ত্রিপুরাসুরমারণং।
পরিহিত দৃঢ়বাঘছাল,

লটপট জটজূটজাল,
কালরূপ কাল-কাল,
ব্যাল-মালধারণং।
জ্বলিত-জ্বলন-চন্দ্রভাল,
লোকনাথ লোকপাল,
দীনশরণ শিব দয়াল,
সকলকলুষহারণং।
কম্পিতরজতজিনিতরূপ,
গঙ্গাধর ভূপভূপ,
গীতরসিক ভকতিকূপ,
চিরমঙ্গলকারণং।
ডিমি ডিমি ঘন ডমরু-বোল,
শৃঙ্গনাদ ঘোর রোল,
আধ-মিলিত নয়ন-লোল,
পাতকিজনতারণং।

ভ্রমসংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	আছে	হইবে
২৬	২০	চ।—	য।—
৩৬	৪	২য় সৈ।—	২য় দৈ।—
৮৩	৪ পংক্তির পর "নারদের প্রস্থান" হইবে		

৯৯ পৃষ্ঠায় নারদের উক্তিতে "গোলাক্ষের" পরিবর্ত্তে "কুম্ভোদর" ও "কুম্ভোদরের" পরিবর্ত্তে "গোলাক্ষ" হইবে।

১৩২ পৃষ্ঠায় ৩ পংক্তিতে "মন্দাকিনীতীর—দৈত্যশিবির" পরিবর্ত্তে "মন্দাকিনীতীর—দৈত্যশিবিরের সম্মুখভাগ।" হইবে